ফুলশুমারি

শেখ নজরুল

ফুলশুমারি

শেখ নজরুল
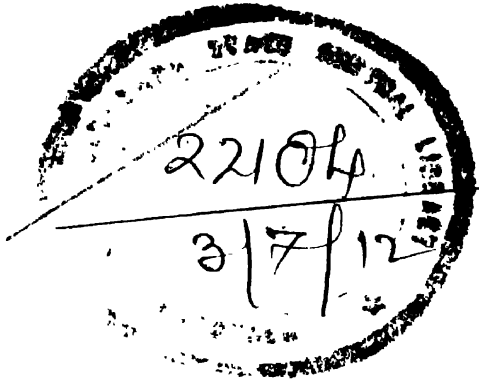
পারিজাত প্রকাশনী

শেখ নজরুল ❑ ফুলশুমারি
প্রথম প্রকাশ : ২০১২
প্রকাশক : শওকত হোসেন লিটু
পারিজাত প্রকাশনী ৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯১৬-৫০৯৬, মুঠোফোন : ০১৭১১-৯০৬০৪০
প্রচ্ছদধারণা : লেখক
আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকশন হাইটস, নিউ ইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন
আগরতলা পরিবেশক : মৌমিতা প্রকাশনী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
কম্পোজ : লেখকের হাত
মুদ্রণ : র‍্যাম প্রিন্টার্স, আরামবাগ, ঢাকা
মূল্য : ৪০০ টাকা

PHULSHUMARI
(a collection of poems) by Sheikh Nazrul
Published by Showkat Hossain Litu
Parijat Prakashani 68-69 Pyaridas Road, Dhaka-1100
Phone : 716-5096 e-mail : Parijat.prakashani@gmail.com
U.S.A Distributor : Muktadhara, Jackson Heights, New York
U.K Distributor : Sangeeta Limited. 22 Brick Lane, London E1 6RF
First Published 2012
Price : Taka 400 Only
US$ 10.00
ISBN : 978-984-132-1

উ|ৎ|স|র্গ

জলের সঙ্গে
তরল যুদ্ধ
সরল ভাবে

সূ চি প ত্র

ফুলের জন্যে অনিবার্য

তুমি শস্যবতী
বলেছি যখন
খরচ কোরো না
খাদ্য সংকটে দরকার হতে পারে

তুমি শ্যামলিমা
দেখেছি যখন
অস্বীকার করো না
জীর্ণতা ভাংতে প্রয়োজন হতে পারে

তুমি সুন্দরতমা
ভেবেছি যখন
ভুলে যেয়ো না
স্বপ্ন নিমার্ণে আবশ্যক হতে পারে

তুমি সুরভিত
মেখেছি যখন
ছেড়ে যেয়ো না
ফুলের জন্যে অনিবার্য হতে পারে

শূন্য

মনে আমার লালন গুরু
পালন করি তাঁকে
আকাশ এতো শূন্য নিয়ে
কেমন করে থাকে!

খাঁচার ভেতর অচিন পাখি
আমার পাখি কই
এতোদিনে বুঝতে পারি
তোমার আমি নই!

সাধু আমার, সাধ হয়েছে
পাগল করে দাও
তাইরে নাইরে, এ মন আমার
বরণ করে নাও

অপার হয়ে বসে আছি
তোমার দেখা কই
এতোদিনে বুঝতে পারি
তোমার আমি নই

গুরু আমার, মন মানে না
প্রেম ক্যামনে বই
এতোদিনে বুঝতে পারি
তোমার আমি নই!

তুমি সূর্যের কোন পাশে ঘোরো

অংকের খাতায়, যে ছবি আঁকে
সে-ই ভালো জানে
আমার ভাগের নামতা পাঠ

গুনে গুনে যার ভুগোলের রাজত্ব
সেই বলতে পারে নির্ভুল
জ্যামিতির জ্যা ভেঙে
আমার বিশ্ব পরিভ্রমণের গল্প

পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে
তাতে আমার কি?

আমার জানা দরকার
তুমি সূর্যের কোন পাশে ঘোরো!

দেশ

দেশ মানে তো, কঠিন প্রেম
ভালোবাসার ভূখণ্ড

দেশ মানে তো, জেগে থাকা
ঘুম না আসা দু দণ্ড

দেশ মানে তো, দাঁড়িয়ে থাকা
বসার কথা না বলা

দেশ মানে তো, তোমার মন
আমার মনে ধা–চলা

দেশ মানে তো, সোনার বাংলা
মুখে কেবল গাওয়া নয়

দেশ মানে তো, দিতে শেখা
নিজের জন্য পাওয়া নয়

ভিজে যায় বৃষ্টি

কতদিন ভাবি না তোমায়

পা দুটো টানটান
নিভৃতে একা একা
চোখ পাতায় ঘুম ঘুম
ভাববো তোমাকে

ভাবতে ভাবতে
মারণকামড় দেবো
নগরের নাভিমূলে

সুপার লাক্স হাতে
হাসি-হাসি মেয়ে
দেখেছি তোমায়

অটো টেম্পোর
ছোট্ট জানালায়
দোতলা বাস থেকে
দেখছি, রাজপথে
ঝুলছো বিলবোর্ডে
খোশবু সাবান হাতে

এই যে মেয়ে
সাবানের মায়াবি গন্ধ
এতো ভালোবাসো

তোমার ঠোঁটে মাখা
লিপজেলে চমকায়
নগরের ঠোঁট

ভিজে যায় বৃষ্টি

মুঠোফোনে ভেসে যায়
শিল্পীর সারেগামা

এই যে মেয়ে
তুমি তো গ্রামীণ ছিলে
একদিন, পলিমাটি বুকে
ডুব সাঁতার দিতে
ভরপুর দিঘিতে

সকালের নতুন রোদে
পিঠ রেখে
শুকিয়ে নিতে, শ্যামল দেহ
আজ ভুর-ভুর সাবানের গন্ধ
বন্ধকি শরীরে তোমার

বানভাসী শহরে
তুমিও বিজ্ঞাপিত পণ্য
বহু বহু, নামে-দামে
ও প্রিয়, জননী আমার

মানুষে পোষায় না এখন

মানুষে পোষায় না এখন
সারাক্ষণ, একটি দেশ হতে
ইচ্ছে করে

সাদা একটি দেশ
লাল টকটকে একটি দেশ

মানুষে পোষায় না এখন

সারাক্ষণ একটি দেশ হতে
ইচ্ছে করে

চৌচির মাঠঘাট
ধূসর শস্যক্ষেত
বিধ্বস্ত আঙিনা
ভাঙাচোরা সবুজ
তবু, বুকে তার
নতুন সূর্যোদয়ের
অবিরাম অপেক্ষা

মানুষে পোষায় না এখন
তার প্রেম লাগে না ভালো

যুদ্ধ যদি হয়, হোক
যুদ্ধই ভালো

ঘর গড়ার যুদ্ধ
শস্য বোনার যুদ্ধ
স্রোতস্বিনী নদী দোহনের যুদ্ধ
গোলাপ ফোটানোর যুদ্ধ
নদীর জাগরণের যুদ্ধ
সবুজ সম্ভাবনার যুদ্ধ

যুদ্ধ হবে, অস্ত্র আসবে
পানকৌড়ির জাহাজে
বন্দরে বন্দরে

শীতার্ত হবে যুদ্ধ জাহাজ

মানুষ নয়, পুষ্ট হবে স্বপ্ন
তুমি নয়, সুন্দর হবে তোমরা

মানুষে পোষায় না এখন

প্রার্থনা করো
রাত পোহানোর আগে
যেন, একটি পতাকা হতে পারি

নিজস্ব একটি সকালে
একটি দুপুরে
নিজের মতো একান্ত
একটি রাতে

তোমার বুকে সব অস্ত্র
সমার্পন করে
লাল টকটকে
একটি গোলাপ হতে
ইচ্ছে করে

নরম প্রসন্ন
একটি সকাল হতে
ইচ্ছে করে

গভীর রাতের
নীল নীরবতা হতে
ইচ্ছে করে

মানুষে
সত্যিই পোষায় না এখন

কাঁথা সেলাইয়ের গল্প

এ–ফোঁড়, ও–ফোঁড়
তারপর নামে ভোর
অবশ্য রাতের পরে
তারও আগে সন্ধে ছিলো

অকাল বিধবার শাড়ির মতো
নীলাভ-কষ্ট, নির্মল
বিকেল ছিলো
অবশ্য তারও আগে
দুপুর ছিলো

দোর বরাবর পুকুর ঘাটে
নতুন বধূর সকাল ছিলো!

এক সুতো
একটি সেলাই
সুচের পিছনে ছিলো
অব্যর্থ দৃষ্টি
অবশ্য, তারও আগে
হয়েছিলো বৃষ্টি!

কাঁথা সেলাইয়ের অবিকল গল্প
এভাবে বলেছিলো মেয়েটি

এ–ফোঁড়, ও–ফোঁড়
এ–ফোঁড়, ও–ফোঁড়
এ–ফোঁড়, ও–ফোঁড়

তারপর, কি যে হলো ওর!

টুকরো, টুকরো কাঁচাসোনা

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি

কোথায় আমার সোনার বাংলা
সবশেষ, কবে দেখেছো তাঁকে

বর্গির দিন নেই
তবু, থামেনি ভাগাভাগি
টুকরো-টুকরো কাঁচাসোনা
ঝুলছে কারো গলায়
দুলছে কারো কানে
জমা হচ্ছে ব্যাংকের লকারে

মনে কি পড়ে
শেষ কবে তাঁকে বেসেছো ভালো

চেনা আঙিনায় আজও কাঁদে
হৃৎপোড়া ভোর
আজও অসংখ্য খুনে লাল
তাঁর সবুজ হৃদয়
আজও ভাঙছে স্বপ্ন
প্রিয় বধূ, বোন, জননীর

সুভাষিণী, তার মনের কথা
বলতে কি পারছে, ঠিকঠাক!

নদী মরে গেছে, পাখিরা কাতরায়
বৃক্ষ নির্বাক, আতঙ্কিত ফুল
স্বপ্ন পোড়া পোড়া, অসুরের উল্লাস
কর্কশ চিৎকারে কাঁপে জীবন

যতই তোমরা রাবিন্দ্রিক ঢঙে
সাজাও বিছানা, সফেদ গৃহকোণ

যতই তোমরা বিদ্রোহ দেখাও
ভেতরে বাজাও নিজের জয়গান
যতই তোমরা কবিতা আগলে রাখো
সাত রঙে আঁকা চিত্রিত ঘটে

তোমার-আমার রবীন্দ্র-নজরুল
সত্যি পড়েছে, সভ্যতা সংকটে

শিখেছিলাম, বর্ণমালা

তোমার সঙ্গে কথা ছিলো
সেই কথাটা, অনেক কথা
অনেক কথা বলার জন্যে
শিখেছিলাম, বর্ণমালা

অনেক কিছু লেখার জন্যে
এঁকেছিলাম চকখড়িতে
দুইটি শালিক, একটি গোলাপ
রঙ চড়িয়ে, ভরেছিলাম
কপালজুলে লাল-টুকটুক
একটি ফোটা

অনেক ভালোবাসার জন্য
শিখেছিলাম, নদীর ভাষা
পাহাড় থেকে কুড়িয়েছিলাম
সোনামুখীর আতুরলিপি
কান্না থেকে জল লুকানো
ইতিহাসের জলজ-ছিপি

অনেক কাছে পাবার জন্যে
হেঁটেছিলাম উল্টো পথে
অনেক ছুঁয়ে দেখার জন্যে
পড়েছিলাম হাতের সাহস
দুইটি পাথর, একটি কাঁটায়
দেখেছিলাম, ভালোবাসা

তোমার অনেক পড়ার ছিলো
দুইটি জোনাক, একটি ঝিঁ-ঝিঁ
তারায়-তারায় খোঁজার ছিলো

:সেই তুমিটা, একটি তুমি
তোমার সঙ্গে কথা ছিলো
সেই কথাটা, অনেক কথা
অনেক কথা শোনার জন্যে
শিখেছিলাম, নীরবতা

জনম কানা

কানা রে কানা
জনম কানা
কত আর
করে যাবি
তা-না, না-না, না-না

ভিখেরির
কাছে চাস ভিক্ষে

দেখলি না কি ফল
গোপনে ফলে

আজব বিরিক্ষে

কানা রে কানা
জনম কানা
বগি বগা, লাউ ডগা
তোর মতো, আমিও
হদ্দমগা

তিন আনা
চার আনা
ঢেকি পাড়ে
ধান ভানা

তা না, না না, আর না না

কুচ ক্যাচ—ওঠা নামা

কানা রে কানা
জনম কানা
কত আর
করে যাবি
তা না, না না, না না

পারলে দু খান
চক্ষু বানা
পারলে দু খান
মানুষ বানা

তোর কাছে

বৃষ্টি ঝরে
শব্দ পাই
ঝির ঝির ঝির
ঝড়ও আছে

মেঘ ডাকছে
ডাকিস কাকে
তোর কাছে দ্যাখ
বসে আছি
চাস যদি তুই
ছুঁতে পারি

ডাকিস কেন
ডাকিস কাকে
না ডেকে কি
ভাল্লাগে না

বৃষ্টি ঝরে
চোখ জানালায়

অন্ধকারে

বুঝতে পারি
মাটির হাসি
গাছের প্রেম
উছলে পড়ে

পাতার স্নান
নড়ে চড়ে
নড়ে চড়ে
উছলে পড়ে

উষ্ণ ছিলাম
একটু আগে

পিঠ ঘেমেছে
বুক ঘেমেছে
এখন ভেজা
সারা শরীর

একটু আগে
শুনতে ছিলাম
কণিদিকে

সুচিত্রাও
সঙ্গে ছিলো
লাগছে ভালো
নীল বেগুনি
হলুদ লালও

হঠাৎ তাঁদের
বন্ধ করে
শুনছি তোকে
ডাক দিয়ে যা
লাগছে ভালো

যে ভাবে চাস
ডাক দিয়ে যা
অন্ধকারে

আমিও সুযোগ বুঝে
তুলতুলে তোর
বুকটা খুঁজে

নেবাই আলো

অসুখটার নাম কি

তোমার অসুখটার
নাম কি

ভুলে যাওয়া
নাকি, মনে রাখা
অসুখটার রঙ কি
লাল
নাকি, অলিভগ্রীন

অসুখটা বাঁধালে কবে
এ চৈত্রে
নাকি, গেল বসন্তে

গত বৃষ্টিতে
সে কি ভিজেছিলো

অসুখটার নাম কি
রোদ্দুর
নাকি, পাখিয়াল সন্ধ্যা
অসুখটা
ভাবতে কেমন লাগে

অসুখটার নাম কি
দিন
রাতজাগা ঝিঁঝিঁ
নাকি
জোনাক পোকার কষ্ট

অসুখটার নাম কি
মেঠো চাঁদ
নাকি
জোছনামাখা বুনোফুল
অসুখটা কি
পাথুরে নদী

অসুখটার
ঢেউ কোথায়

অসুখটার নাম কি
দেখা
নাকি, অসমাপ্ত অনুভব
অসুখটার নাম কি
চিৎকার
নাকি, দীর্ঘ নীরবতা

অসুখটার নাম কি
ইতিহাস
নাকি
ভূগোলের গোলাকার পাঠ
অসুখটা কি
পৌরনীতির ছেঁড়াপাতা
নাকি
ইতিহাসের মুখস্ত খাতা

অসুখটার নাম কি
ক্ষুধা

নাকি, ক্ষুধার মতো লম্বা
আড়াআড়ি
নাকি
কেন্দ্রহীন বৃত্তের বিস্ময়

দস্যু

তোমার চোখের নিচে
ফেলে আসা গতকাল
কিছুটা সবুজ, কিছুটা হলুদ
কিছুটা রক্তলাল

তোমার ঠোঁটের ভাঁজে
চেপে রাখা পরশু
কিছুটা ভেজা, কিছুটা পোড়া
স্বভাবে সে, দরাজ দস্যু

তোমার বুকের মিনারে
শিশির সিক্ত কুঁড়ি

কিছুটা আড়াল, কিছুটা প্রকাশ্য

ঠিক যেন
অসামান্য ডাকাতের
সামান্য চুরি!

জামাটা সেলাই করে দে

জামাটা সেলাই করে দে
এই নে সেই পুরান সূচ
জংধরা হূল
রক্তজমাট বন্ধ পিছন
কুচি–কুচি সুতোয় মাখা
জোছনা-শ্রাবণ

যে ভাবেই হোক
সুতোয় ভরে নে

জামাটা, সেলাই করে দে

জামাটা, বড্ড গেছে ছিঁড়ে
বোতামগুলো কোন আঁধারে একা
একটি হাতা, আধটা তবু উধাও
ডাইনে ছেঁড়া, বায়ে পোড়া

পিছনটাতে কি হয়েছে
কে জানে

তালি লাগুক, তপ্পি লাগুক
লাগে লাগুক, কঠিন সুতো

মায়ের একখান আঁচল আছে
সেই আঁচলে সবুজ আছে
লালও আছে

এই নে সেই মায়ের আঁচল
বোনের সুতো

সুতোটা সূচে ভরে নে
জামাটা, যে ভাবে হোক
সেলাই করে দে

আমি যখন বৃষ্টি ছিলাম

আমি যখন বৃষ্টি ছিলাম
তোমার শাড়ির দশটি ভাঁজে
চোখ ভেজাতাম
বুক ভেজাতাম
সিঁথিকেটে নদী হতাম

নিজে ভেঙে ফোটায় ফোটায়
টুপ-টুপ-টুপ শব্দ হতাম
আঁচলভরে
আদর নিতাম

আমি যখন বৃষ্টি ছিলাম
তোমার আঙুল ছুঁয়ে
সেই আঙুলে
আদর ছিলো
ঢেউ পরানো
চাদর ছিলো

ঠোঁট ভেজানোর হাজার রকম
রিম-ঝিম-ঝিম
ভাদর ছিলো
যা ছিলো, সব
গোপন ছিলো
অবাক রকম নুয়ে

আমি যখন বৃষ্টি ছিলাম
মন জানালার কাছে
পাতায়-পাতায়
এক ভাষাতে
ঘাসের ডগায়, গল্প লিখে
মাটির সাথে কাব্য করে

ডাক পাঠাতাম, সংগে নিতাম
নেবার আগে

ভিজিয়ে নিতাম
চাষীর সহজ চাষে!

আমি যখন বৃষ্টি ছিলাম
তোমার মনস্তাপে
কি ভেজেনি
কি ডোবেনি
কি ভাসেনি
কি করিনি সৃষ্টি

এখন যে সব বৃষ্টি মেখে
ভেজাও ভালোলাগা
ওরা কিন্তু
প্রেম বোঝে না
ভেজার আগে, ভেজে

এমন চতুর বৃষ্টি যখন
তোমায় নিয়ে খেলে
আমি ঠিকই
বুঝতে পারি
ভুল হচ্ছে
ভুল হচ্ছে
চলছে ফাঁকি কোথাও

যে বুকেতে বৃষ্টি মেখে
তোমায় চেয়েছিলাম
সে বুকেতে
আজও আমি
একটু তোমার
বৃষ্টি ছুঁতে
ঝরাই সবুজ বৃষ্টি!

ছোট্ট ছোট্ট মন

ছোট্ট ছোট্ট মন
যায় না ধরা
যায় না ছোঁয়া
ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ওড়ে
হাত ফসকে হাওয়া

বিন্দু বিন্দু মন
কে জানে কি চায়
বাহির ভেতরে চায়
ভেতর বাহিরে চায়

কি দেখে কে জানে
কি অসুখ বহিয়া আনে

আকাশে আকাশে ওড়ে
বাতাসে বাতাসে ওড়ে

শিশিরে ভেজে
মাটিতে গড়ায়
হিসাব করে না কিছু
গণ্ডা–কড়ায়

ছোট্ট ছোট্ট মন
একলা একলা হাঁটে
বিন্দু বিন্দু মন
গড়ায় পড়শি ঘাটে
ধুলোয় গড়ায়
পাথরে ছড়ায়
ভেতরে বাহির পড়ায়

হিসাব খোলে না
হিসেবি মানে না
নিজেকে ছাড়া
কিছুই জানে না

কার যেন চোখ
এলোমেলো চুল
আনন্দে বহিয়া আনে
এলোকেশি ভুল

ছোট্ট ছোট্ট মন
ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ওড়ে
বিন্দু বিন্দু মন
দুপুর-নূপুরে পোড়ে

কেনো যে পোড়ে
পুড়ে যেতে যেতে
কি জানি, কি আনন্দে
বিষাদ বহিয়া আনে

মনুষ্য

মানুষ হইনি
মানুষ হবো না

কি হবো তা
এখন কবো না

তোমার মিষ্টি মিষ্টি মুখ

তোমার মিষ্টি মিষ্টি মুখ
সামলে রাখো
পিপিলিকার গজিয়েছে
পিতল পাখনা

নলেন গুড়ের দিন নেই
পাটালি-পাটালি সকালের
মউ মউ আনন্দ নেই আমাদের

তোমার মিষ্টি মিষ্টি মুখ
সিন্দুকে রাখো
পিপিলিকার বাড়িয়াছে
পাখনার অভিলাষ
সে কেবল চিনি-দারুচিনির
অভিমুখে নয়
নয় বস্তাকরণ
কেবল পিছনটা ফাঁপিয়ে!

মানুষের গোপন জিহ্বার
লোভ খুঁটে-খুঁটে
পিঁপড়েও শিখেছে
চিনিদার চতুর ব্যবসা!

বড়শি

চার খুঁজতাছো সকাল থেকে
বড়শি বাইবা কখন
মাছরা বুঝি পড়শি তোমার
ডাকবা যখন–তখন!

হাত মাইপা ফাতনা লাগাও
গিঁটটা দিতে ডাকছো কাকে
বাঁশের ডগায় লাফায় সুতো
মাছ খলপায়, এরাম ফাঁকে!

মাতৃভাষা

পাখির মাতৃভাষা, বৃক্ষ
নদীর মাতৃভাষা, ঢেউ
আমার মাতৃভাষা, তুমি
সেই তুমি আছো, স্বপ্নেও

মেঘের মাতৃভাষা, বৃষ্টি
বীজের মাতৃভাষা, মাটি
আমার মাতৃভাষা, তুমি
তোমার জন্য এ পথ হাঁটি

যুদ্ধের মাতৃভাষা, রক্ত
বুলেটের মাতৃভাষা, ক্রোধ
আমার মাতৃভাষা, তুমি
এবার করবো তোমার ঋণ শোধ

ঝরনার মাতৃভাষা নদী
ঢেউয়ের মাতৃভাষা প্রেম
আমার সব ভাষা, তুমি
তোমার স্বপ্ন পড়তে এলেম!

কবি আসিবে

কবি আসিয়াছে
তুমি আসিয়াছো
কবি আসিয়াছে
আমি আসিতেছি
কবি আসিয়াছে
তিনি আসিয়াছিলেন
কবি আসিয়াছে
সে-ও আসিতে থাকিবে

বিশ্বাস না হয়
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিভাগে
খোঁজ নাও
বিশ্ব স্বপ্ন সংস্থার কাছে
প্রশ্ন করো!

কবি থাকিবে
তুমি থাকিতেছো
কবি থাকিবে
তুমি থাকিয়াছিলে
কবি থাকিবে
তিনি থাকিয়াছেন

বিশ্বাস না হয়
পুলিশ পাঠাও
র‍্যাব-র‍্যাব
চিৎকার করো!

বসন্ত আসুক, আসতে দাও

বসন্ত আসুক, বসন্ত হাসুক
তোমার-আমার হৃদয় ভাসুক

বসন্ত আসুক, আসতে দাও
তাকে আনতে এগিয়ে যাও

বসন্ত আসুক, দ্বার খুলে রাখো
চোখ ছুঁতে তার নির্ঘুম থাকো

বসন্ত আসুক, দিও না বাঁধা
আমার বসন্তে, তুমিই রাধা

বসন্ত আসে, বসন্ত আসবে
আমাকে ভাসাও, তুমিও ভাসবে

অভিলাষি

ভালোবাসি, ভালোবাসি
জেগে থাকি, পাশাপাশি
ভালোবাসি, কাছে আসি
মনে হয়, সারাক্ষণ
তার কাঁদা জলে ভাসি

ভালোবাসি, কাছে আসি
তবু যেন মনে হয়
কম হলো, বেশি নয়!

ভালোবাসি, ভালো লাগে
লিখি তাকে, মোটা দাগে
ভালোবাসি, ভালোবাসি
কত আমি অভিলাষি!
তবু যেন মনে হয়
কম হলো, বেশি নয়

ভালোবাসি, ভালোবাসি
সুরে সুরে, বলে বাঁশি
মনে হয় সারাক্ষণ
তুমি-আমি কাছে আসি
তবু যেন মনে হয়

কম হলো, বেশি নয়!

হয়তো দেখোনি তুমি, হয়তো তোমার মনে নেই

হয়তো দেখোনি তুমি
হয়তো তোমার মনে নেই
এইখানে একদিন
নদীর যৌবন ছিলো ভরপুর
এইখানে একদিন
জননীর আঁচল ছিলো বৃক্ষছায়ায়

হয়তো দেখোনি তুমি
পাখ-পাখালির নির্লোভ সংসার
হয়তো মাখোনি তুমি
পাতাঝরা সকালের আনচান
এইখানে একদিন
দুর্বার বুকে ছিলো, শিশিরের ঘ্রাণ

হয়তো দেখোনি তুমি
আমের মুকুলে গুচ্ছ ভালোবাসা
হয়তো তোমার মনে নেই
আষাঢ়ের বানভাসি স্নান
মনে নেই
একদিন কাঁঠালের বনে
ঝুলেছিলো প্রিয় মৌচাক!

হয়তো দেখোনি তুমি
হয়তো তোমার মনে নেই
খইয়ের মাচান থেকে
উড়ে যেতো পায়রার ঝাঁক
বনফুল—টেংকুলে বসতো এসে
ছোট্ট টুনটুনি

হয়তো দেখোনি তুমি
হয়তো তোমার মনে নেই
সরষের হলদে ফুলে

উড়তো অপরূপ প্রজাপতি
ঝাঁক বেঁধে শীতের পাখিরা
আসতো এখানে, এইখানে

খুব ধীরে, খুঁড়ে দেখো
এইখানে, এই পায়ের নিচে
এখনও জেগে আছে প্রেম
জোনাকির হরিৎ চোখ

হয়তো দেখোনি তুমি
হয়তো তোমার মনে নেই
এইখানে জেগেছিলো
লালমোরগের ঘাড়টান ভোর
এখানেই লেখা ছিলো
ভালোবাসা
পাড়ভাঙা প্রেম

সেই প্রেম আজ নেই
সেই গান ভুলে গেছে পাখি
গভীর আর্তনাদে আহত মাটির
কোথায় লুকাবে তুমি!

এই ঘাসের ডগায় পিঠ রেখে
শুয়ে দেখো একবার
এখানে কাতরায় অবিরাম
মেকি সভ্যতার বাকি ইতিহাস!

নদী থেকে এসেছি আমি

নদী থেকে এসেছি আমি
গোধূলি আমায় চেনে
বৃক্ষ থেকে জন্ম আমার
পাখিকে এসেছি জেনে

ফুল থেকে এসেছি আমি
ভোরের আলোক ছুঁয়ে
শিশির থেকে ভিজেছি এখানে
মাটির মায়ায় চুয়ে

কৃষ্ণচূড়ায় জন্ম আমার
জানে তা মাধবীলতা
শৈশব দিয়েছে দীঘল পাহাড়ের
কালোচুল নীরবতা

নিসর্গ দিয়েছে শব্দহীনতা
রাত্রি হয়েছে প্রিয়
ভোর দিয়েছে নতুন আলোক
ভরেছে আমার গৃহ

মন ভালো নেই

ঘুম ভাঙে জোছনায়
উঠে বসি বিছানায়
আয়নায় চোখ রাখি
মনভালো নেই

চশমার ধুলো ঝাড়ি
মগ ভরে জল খাই
ঝরনায় ভিজে যাই
মন ভালো নেই

নাস্তায় ডিম-রুটি
জ্যাম-জেলি ঠেলাঠেলি
শার্টের ভাঁজ খুলি
মন ভালো নেই

ব্রান্ডেড পানতুয়া
গিফটেট জুতোমোজা
ধবধবে শাদা প্যান্ট
ইন করি, বেল্ট বাঁধি
চেয়ে দেখি, খুলে দেখি
মন ভালো নেই

ঝলমলে রোদ্দুর
ব্লুলেডি পারফিউম
টলটলে কালো চুল
নীল মনে, লাল ভুল

জানালায় মোনালিসা
দরজায় মৃদুটোকা
চুপচাপ তুমি-তুমি
মন ভালো নেই

কফিমাখা ঘনদুধ
কবিতার খোলা বুক
রবিদার গান বাজে
মন ভালো নেই

লাল ঠোঁট, সাদা চুমু
বৃষ্টির আঁকিবুঁকি
চোখ ভরে সোনামুখী
মন ভালো নেই।

বাঁশ ও বানরের গল্প

তৈলাক্ত বাঁশ, মনে পড়ে
তার সাথে মনে গেঁথে আছে
সেই অসহায় বানরের মুখ
হায় বানর! বড্ড মায়া তোর জন্যে

পড়েছি অনেকবার
তোকে নিয়ে গড়া
তামাশার পিচ্ছিল অংকে
তবে, সমাধানে বসিনি কখনও!

বরং তেল, বাঁশ আর বানরের
নিঃশর্ত মুক্তি করেছি কামনা
অন্তত নিজেকে বলার চেষ্টা করেছি
শুধু অংকের প্রয়োজনে বানরের সঙ্গে
এমন ব্যবহার কাম্য নয়!

একটি তৈলাক্ত বাঁশ
বানর দুইবার উঠলে তিনবার নামে
কি আজগবি তামাশা!
বানরের কি হয়েছে জানি না
তবে তেলের দাম যে বেড়েছে
হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সবাই!

জানতে হচ্ছে হয়
ওই বাঁশে তেল মাখোনোর পিচ্ছিল দরপত্রে
ঠিকাদারী পেয়েছিলো কোন প্রতিষ্ঠান

মাত্র পাঁচটি নম্বরের জন্য নিরীহ বানরটাকে
কতো কষ্টই না, দেয়া হলো!
মানব জাতির মেধা যাচাইয়ে
আজও মুক্তি মেলেনি তার
শেষ হয়নি

তৃতীয় বিশ্বের কুড়ি ফুট
তেলাক্ত বাঁশ পরিভ্রমণ!

খুব জানতে হচ্ছে হয়
প্রথম বিশ্বের বাঁশ, আর
তৃতীয় বিশ্বের তৈলমর্দন খেলার
মুক্তি কবে!

এ–ও এক জীবন

এ–ও এক জীবন
যার নাম দিয়েছি নিঃসঙ্গতা!

তুমি কি তোমার সঙ্গে
কথা বলো

তুমি কি নিজের বুকে
ঘুমিয়েছো কখনও

এ–ও এক জীবন
যার নাম দিয়েছি বিষণ্নতা!

তুমি কি নিজের সঙ্গে
স্নান করেছো কখনও
নিজেকে দেখেছো কখনও
নিজের চোখে!

এ–ও এক জীবন
তার নাম দিয়েছি নিষ্পন্নতা

তোমার কি নাম
তুমি কি জানো
জানো কি তুমি
জন্মদাতার নাম!

নিজেকে কি দাঁড় করেছো কখনও
নিজের দরজায়?

বিশ্বাস করতে বলো
কি সেই বিশ্বাস
মানুষের গন্ধ ভালোবেসে

নাকি, এই সেই জীবন
সহজে যার নাম দেয়া যায়
বেজন্মা!

ভাগাভাগি

ভাগ করছো
সকাল-বিকেল
ভাগ করছো
দুপুর
ভাগাভাগির শীর্ষে আছে
অন্ধগলির
নূপুর

ভাগ করছো
শাপলা-শালুক
ভাগ করছো
ফুল
ভাগাভাগি খুব অসমান
তোমার আমার
ভুল

ভাগ করছো
জোয়ার-ভাটা
ভাগ করছো
ভালো
ভাগাভাগির সূচিতে নেই
এক আধটু
আলো

ভাগ করছো
চকচকে রোদ
ভাগ করছো
উঠোন
ভাগ করছো সবার আগে
জনমদুখি
মন

ভাগ করছো
কাছাকাছি
ভাগ করছো
দূর
ভাগাভাগির কণ্ঠে সাজাও
ভেঙে যাবার
সুর

ভাগ করছো
একগুলো সব
ভাগে ভাগে
ন্যূন
এক দশমিক একেকে দিয়ে
ভাগ করছো
শূন্য

প্রথম থেকে শুরু

এলোমেলো, অগোছালো
প্রথম যেন পরছো শাড়ি

ভাঁজে ভাঁজে, ভাঁজ মেলে না
বায়ে লুকায়, ডাইনে খোলে
খোঁজ-খবরে, আঁচল শে–ষ
আবার খোলা, আবার পরা
কোথায় শুরু, কোথায় শেষ!

প্রথম যেন পরছো টিপ
ডাইনে–বায়ে, ডাইনে–বায়ে
ওপর নিচে, ওপর নিচে
কোথায় শুরু, কোথায় শেষ!

প্রথম যেন সাজছে ঠোঁট
লাল হয় না, হয় না লাল
হচ্ছে না তো, হচ্ছে না!

ঠোঁটের ওপর ঠোঁটটি চেপে
লাল হয় না, হয় না গোলাপ
কোথায় শুরু কোথায় শেষ
কার সঙ্গে যে কথা বলি
কার সঙ্গে আর কি যে বলো

প্রথম যেন বাঁধছো খোপা
এই বাঁধো তো, এই খুলে যায়!
কি যে বলি, কি যে বলো

প্রথম যেন ঝর্নাতলে
তিরতরিয়ে জল নেমে যায়
চোখ ছুঁয়ে যায়, ঠোঁট ছুঁয়ে যায়

বুক ছুঁয়ে যায়, জল নেমে যায়
কোথায় শুরু, কোথায় শেষ!

প্রথম যেন বাসবে ভালো
ভাবাভাবির অনেক কথা
দরকারিটা হয় না বলা
কোথায় শুরু, কোথায় শেষ!

প্রথম যেন আসবে কাছে
কাঁপছো নাকি? কি করা যায়
কি যে বলি? কি যে বলো

এ ভাবেই তো, কাঁদতে শেখা!

সেই মানুষটা

একটু আগে সে মানুষটা ছিলো
যেমন করে থাকে প্রতিদিনই
তারও চেয়ে অনেক বেশি
সে মানুষটা, নিজের কাছে ছিলো

একটু আগে বসেছিলো
জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিলো
যেমন করে থাকে প্রতি রাতে
তারও চেয়ে অনেক বেশি
সে মানুষটা, ছিলো কল্পনাতে

সে মানুষটা একটু আগে
ঠোঁট বাড়ালো
ঝিঁঝিঁ পোকার শিসে
একটু আগে সে মানুষটার
তৃষ্ণা ছিলো
রাতের বুকে মিশে

একটু আগে সে মানুষটা
খুঁজতে ছিলো
নিজের ভেতর নিজে
একটু আগে সেই মানুষের
মাথার ওপর
দুপুর ছিলো ভিজে

পায়ের নিচে পা পোড়ানো
কষ্ট ছিলো
নিজের মনে নিজেই কত
নষ্ট ছিলো

একটু আগে সে মানুষটা

নিজের পাশে হাঁটতে ছিলো
মনের ভেতর কাঠ জ্বালিয়ে
আপন মনে নাড়তে ছিলো

হঠাৎ দেখি সে মানুষটা
আগুন থেকে ফুলে
সে মানুষটা আছাড় মারে
নিজকে নিজেই তুলে!

প্রসঙ্গ, বাঘ দিবস

আজ বাঘ দিবস
ম্যাও ম্যাও করো নাতো!

ঘেউ ঘেউ, হলে অন্তত
তোমার ডাকাডাকির বিষয়টি
বিবেচনা করা যেত

ক'টা আঙুল দিয়ে
একটু ছুঁয়ে দিতে
তিন বার কাছে আসো
চার বার পিছনে যাও
মশাদের হুলাহুল
পড়ে না মনে!

ফণা তুলতে চাও
তুলবে গোখরোর মতো
রক্ষিত ঠোঁট
পোষায় না মোটেও

এতো ঘুম
কুম্ভকর্ণ কি করবে সারাদিং

আজ বাঘ দিবস
কাল সিংহ দিবস
পাশাপাশি চলতে থাকবে
গরু-ছাগল-ভেড়া
পাতিহাঁস দিবস

মুরগি দিবস পালন হবে
তিনদিন
দেশী; পাকিস্তানি কক

আর ব্রয়লার
তিনশ’ পয়ষট্টি দিনে
চারশ’ তেষট্টি দিবস

দিবসের হবে না অভাব
দিনও পাবে ধেড়
শুধু মনে রেখো

বাঘ দিবসে
বেড়ালের মতো
থাকা যাবে না!

নদীর জন্য

নদী জীবন, নদীই মরণ
সাগরে যখন অন্তক্ষরণ

নদীই প্রেম, নদীই ক্ষুধা
নদীই জনক, নদীই মা

নদীই স্বপ্ন, নদীই শস্য
নদীই পিতা, নদী নমস্য

নদীর জন্য, চাইছি তোমায়

আয়রে নদীর স্রোতে আয়

কিছু দ্বিধা

এখন কি দিন, না-কি রাত
লিখছি যখন পায়ের গল্প
দেখছি কেন, নাটকীয় হাত!

এখন কি ঘুমের সময়
নাকি, ঘুমিয়ে জেগে থাকা
চোখে কি বাড়ন্ত ধ্বংস
নাকি, সৃষ্টির আর এক
আনন্দ আঁকা!

এখন কি ভেতর
নাকি, বাইরে রাখা
এখন কি ভুলের সময়
নাকি, সময় ভুলেযাওয়া

বুঝছি যখন বৃষ্টি-বৃষ্টি
বিরহ মন
তখন বহে কেন
শীতল হাওয়া!

তিলোত্তমা

তিলক নিয়ে ভেবো না
তিলোত্তমা ডেকেছি যখন
মূল্য না দিয়ে, নেবো না
চক্ষুর দাম, দৃষ্টিতে পাবে
দেখার ভেতরে, দেখা হবে

ভেতরে দিলাম
জ্বালিয়ে আগুন
বাহির নিয়ে
কিছুই ভেবো না
যাওয়া না পুড়িয়ে
কিছুই নেবো না!

আঙুল পাবে
অঙ্গুরীর ছোঁয়ায়
অনামিকা পাবে
আকুল মধ্যমায়
ভেবো না
মূল্য না দিয়ে, নেবো না!

কপাল পাবে
বলিরেখার আয়তনে
ঠোঁট দুটি পাবে
ভাষার বন্ধনে
ভেবো না
মূল্য না দিয়ে, নেবো না

ভেতরে ধুক-ধুক
তোমার রুপালি বুক
শতায়ুর পথে চলে
প্রেমের স্বর্ণযুগ

পায়ের দাম পাবে
পদক্ষেপ গুনে
কাছের মূল্য পাবে
দূরের দিগন্ত বুনে

ভেবো না
মূল্য না দিয়ে, নেবো না
তিলোত্তমা ডেকেছি যখন
তিলক হারাতে দেবো না!

তাকেও ফিরতে হয়

তোমার চুইংগাম মুখ
ভুলে গেছি কাল রাতে
আজ দেখছি, চকলেট চুকচুকে
মেতেছো আবার!

কার জন্য পাথর নাড়ছো
রসালো জিহ্বায়
জানো তো, বিদ্যুৎ নেই
আইসক্রিম গলে যায়!

খাদ্য ঘাটতি আছে
ঝরনায় আছে জলের অভাব
অসহনীয় যানজট আছে
আছে পরিকল্পিত জ্বালানী সংকট

পুলিশের লাঠিপেটা আছে
তবুও ফরমালিনে টিকছে
রিলেশন!

সব ভুলে যাই, যখন বলতে পারি
তোমায় ভালোবাসি!

আবার মিথ্যে মনে হয়
যখন তুমি বলো
এতো সহজ কেনো সব!

তোমার কথাই ঠিক
দক্ষিণের বিপরীতে থাকে, পশ্চিম
আর পুবের বিপরীতে উত্তর

ঘরে ফেরার এটিই নতুন শর্ত

যে ঘরে থাকে
তাকেও ফিরতে হয়, ঘরে
এও নতুন ঘুরন্ত তত্ত্ব!

মানুষ, তুমি নষ্ট হয়ে গেছো

আবার সাত আসমানে তুলে
দরাম... করে ফেলতে হবে
মানুষ, তুমি নষ্ট হয়ে গেছো
মানব, তুমি নষ্ট হয়ে গেছো

কিছু ফড়িংয়ের মিছিল দেখলাম
জুঁই-চামেলির গল্প ছিলো তখন
মাছরাঙার অপেক্ষা সেই আগের মতো
কাক ঠোঁকরায় ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট
কেবল, মানুষ–তুমি আগের মতো নেই

খামোখাই দোয়েল বইছে জাতীয় পালক
বিষাক্ত জলাশয় তবু আনন্দে ফুটছে শাপলা
দোয়েল সন্তর্পনে পা রাখে শিউলির ডালে
কেবল, মানব–তুমি খুব নষ্ট হয়ে গেছো

একদিন রাতের উপমা ছিলো সুপুরুষ
স্রোতস্বিণী নদী, বয়ে যেতো কলকল সুরে
সবুজ শাড়িতে ছিলো বৃক্ষের অপার অপেক্ষা

তুমি ছিলে প্রেম, তুমি ছিলে পরিচয়
তুমি ছিলে তরুণ যুবক, নরম যুবতী
তুমি ছিলে, সুন্দর, স্বপ্নিল, শস্যগন্ধ বুকে
তুমি ছিলে বীর, প্রেমিক, শান্তি শান্ত
তুমি ছিলে খরতাপ, জীবনের মাপে ঘূর্ণি

আজ তুমি–নষ্ট, বিষাক্ত, বিষ, বিবর্ণ, খুণি
মানুষ তোমার পরাজয়ের গল্প
চারপাশে আজ এভাবেই শুনি

হাতের উপসংহার

তোমার মেহেদী রাঙানো হাত
কি জানি জাগবে কোথায়
একাকী সারারাত

জীবনের পটভূমি
দেখেছি, গভীর গাঢ় লাল
ভুলে যাই অনায়াসে
সে গল্প আজ-কাল

জানি আমি, হে সুন্দর
জানে না কেউ
সব নদী এক নয়
এক নয় ঢেউ

তোমার মেহেদী রাঙানো হাত
মনের ভেতরে গড়ায়. জোছনা রাত

ওই হাতে চাঁদ ওঠে
রাঙা হয় গোধূলি
আমিও তখন ইজেলের পাশে
সাজিয়ে রাখি. রঙতুলি

তোমাকে আঁকতে চাই. হে সুন্দর
থাক বা না থাক
সব বাতাসের ঠোঁটে বুনোঝড়

কৃত্রিম

সারাটা দিন বাইরে ঘোরে
যে আমিটা
ঘরে এলেই পাল্টে যায়
সেই আমিটা

চশমা পরে তাকিয়ে থাকে
এক সে আমি
চশমা খুলে নিজেই বুঝি
অন্য আমি

চুলগুলোকে এলোমেলোয়
যে আমিটা
আঁচড়ে দেখি বদলে গেছে
সেই আমিটা

স্নান করার আগে থাকে
এক সে আমি
পোশাক ছাড়া ঝর্নাতলে
অন্য আমি!

চিৎ হয়ে শোয় আমার ভেতর
সে আমিটা
উপুড় হলেই বদলে যায়
সেই আমিটা!

কফির ঠোঁটে উষ্ণ থাকে
এক সে আমি
শেষ চুমুকে নিজেই দেখি
অন্য আমি

ঘাম চুইয়ে ভিজতে থাকা
এই আমিটা

তোমায় ছুঁয়ে শুকিয়ে যায়
সেই আমিটা

অন্ধকারে হারিয়ে যায়
এক সে আমি
জোছনা মেখে ফিরিয়ে দেয়
অন্য আমি!

তোমার বুকের গন্ধ মাখে
যে আমিটা
গন্ধ মেখে পালিয়ে যায়
সেই আমিটা!

আমায় তুমি
বিশ্বাস করো না

কোনটা আমার
আসল আমি
নিজেও জানি না

ফাও

তুমি নাকি স্বাধীন হইছো
কও তো দেহি চট-জলদি
কেমুন করে ওইডা হয়
রাত বাড়লে খাইয়া ফালায়
দিন বাড়লে পুইড়া যায়

কও তো দেহি, বুঝছো কিনা
এত্তো বড়ো বিরাট জয়!

তুমি নাকি লাল হইছো
সবুজ হইয়া গাঙ্গে যাও
কও তো দেহি জমিনখানা
কিনছো নাকি, পাইছো ফাও

ভুল

ভুল
ফালুদার মতো
কি নরম মিষ্টি!
ধীরে পান করো
বাইরে এখনও বৃষ্টি

ভুল
এখনও শুদ্ধের
চেয়ে ভালো
ভুল করো
আরও ভুল করো

ভুলেই হতে পারো
অনেক গোছালো

চামচ চুষছো কেনো
ওয়েটার কি চেয়েছে দাম
পয়সার পকেট আমার
তুমি কেন থামাবে টুংটাং!

ভুল করো
লাল-নীল-সাদা-কালো ভুল
সরল অংকে ভাঙো
নাছোড়বান্দা সিঁড়ি

ভুল
এখনও শুদ্ধের চেয়ে
ধেড় ভালো
তোমার একটি ভুলের সাথে
আমার তিনটি ফ্রি!

ভাব সংকোচন

নদীতে জোয়ার হয়
সে তো নদীর বিষয়
বাক্য সংকোচন করো
মৃদু টোকায় কি হয়!

নদী চলে বাঁকা পথে
তোমার হাঁটার ভুলে
ভাব সংকোচন করো
মনের দরজা খুলে!

বালি করে চিকচিক
তুমি গোনো ঢেউ
ভাব, না দেখিবে বলো
অভাব মেখেছো কেউ!

বৃষ্টি শিল্প শেখে
তোমার কৌশল ভুলে
এ কেমন গোজগাজ
খোলামেলা এলোচুলে!

সামান্য

প্রেম, কিছু নয়
আবার অনেক কিছু
সামান্য বোঝা যায়
আর সব ধোঁয়া-ধোঁয়া

বোঝে না যে
তার, হয় না কিছু
যে চায় বুঝতে বেশী
তার আসল, যায় খোয়া!

রেপ্লিকা

বুঝিস যদি
খেপলি ক্যা!

মনের কি হয়
রেপ্লিকা!

নগদে

ভেতরেই থকি
ভেতরেই রাখি

বাইরে নগদে
ভেতরে
ফাঁকি

ফেরা

বারবার ফেরা যায় না
বিশেষত, শেষবার ফেরার পর

বারবার ফিরলে ঘর
মনকষ্টে থাকে
ফুলের প্রত্যাখান সুস্পষ্ট হয়
পাখিরা চোখ ফিরিয়ে নেয়
বিশেষত, যখন ফেরার গল্প থাকে
দারুণ চৈত্রের পর
নিদারুণ বৃষ্টিতে
উত্তীর্ণ বৃষ্টির পর
ক্লান্ত কার্তিকে

বারবার ফেরা হলে
ক্ষতির মুখে পড়ে বিবর্তন
বিশেষত, যখন জানা থাকে
জল সবচেয়ে কঠিন পদার্থ, আর
লৌহ জলের মতো তরল!

জলের গান

সহজেই বলতে পারতাম
চৌবাচ্চায় কত ঘন ডেসি জল আছে
কতটা সময় লাগে শূন্য হতে
আর জল ভরলে, ক' দিন থাকে
টাপুর টুপুর

কিন্তু আমরা এখন বড্ড নাকাল
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছিদ্র আর
হোমমেড ট্যাপ সমস্যায়!

তোমার বালতিতে জলের
যে গান বাজে
আপাতত তুমি তার সুরে
স্নান সেরে নাও

ছিদ্র মেরামতে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা
আজও শাস্ত্রসম্মতভাবে
উদ্ধার করা কঠিন হবে!

হাঁটি হাঁটি পা পা

হাঁটি-হাঁটি, পা-পা
আমারে তুই নিয়ে যা
পিঁপড়ে কামড়াবে
শুয়োপোকা দাবড়াবে
হবে না রে, হবে না
যা হবে তা, হবে না

খা খা, বক্কিলারে খা
খা খা, কক্কিলারে খা

পা পা হাঁটাহাঁটি
কাটাকাটি, ঘুটি-ঘুটি
এই আছি মোটামুটি
কাটাকুটি, কাটাকুটি

দুধে সুদে ম্যা ম্যা
পথ ভুলে পথে যা
হাঁটি হাঁটি, পা পা
আমারে তুই নিয়ে যা
সকালে নিয়ে যা
বিকালে ফেলে যা

সন্ধ্যায় বেঁকে যা
রাত্রে চেখে যা
হাঁটি-হাঁটি, পা পা
আমারে তুই নিয়ে যা!

স্ট্যাটাস

তখন স্ট্যাটাস গোপন করতে
ভালোবাসতাম
বেশি দিনের কথা নয়!
এই তো সেদিনও ভেবেছি
এতো খোলাখুলি ছিলো পিতামহ

খুব গোপনে সাজাতেন তিনি
আলমিরার তাক
বাড়ি-গাড়ি-হাড়ি
কোথাও ছিলো না কাড়াকাড়ি
টেলিভিশন ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার
পর্দা, ঘাট
ছিলো পাট নিপাট

দেয়াল, মেঝে, সদর-অন্দর
দরজা ডায়নিং টেবিল
এতোটা হাসতো না
দাঁত কেলিয়ে খিলখিল!
এইসব সূচকের সর্বোচ্চ মান
বেড়ে যেতো ঘরে উঠলে
সোনামুখী ধান!

অথচ এখন
যা বলি তাই, স্ট্যাটাস
যা-ই করি তাই, স্ট্যাটাস
যা চাই–তা-ই, স্ট্যাটাস

ফিক করে হাসলেই স্ট্যাটাস
কুঁদ করে কাঁদলেই স্ট্যাটাস
সিটি বাজালে স্ট্যাটাস
আড় চোখে তাকালে, স্ট্যাটাস

স্ট্যাটাস
যা বলি, তাই
ঠাস-ঠাস, ঠাস-ঠাস!
বাহ, আহ, যাহ, নাহ, হা
যা করি ফাঁস
সবই স্ট্যাটাস

শেয়ার করলে স্ট্যাটাস
বেয়ার করলে স্ট্যাটাস
কেয়ার করলে স্ট্যাটাস
নেয়ার হলেই, ঠাস-ঠাস

এই তো এখন
তুমি-আমি
স্ট্যাটাস ভরপুর!

বুঝি না কেবল
এ পাশের স্ট্যাটাস
ও পাশে কত দূর!

হরপ্পার পরাণ

সভ্যতা
দে তোর পা দুইডা
ঠোঁট ভাইঙ্গা চুমু খাই
এত্তো ফকফকা জীবনে
মূল্য দিবার চাই একবার

কি আনন্দে খাইতাম
সাদা ভাত, আলুর দম
পানতোয়া
তুই মুখে ঠাইস্যা দিলি
উলাউলু স্যান্ডউইচ
চড়ুই বার্গার স্প্রিং রোল

খাইতাছি
খাইতাছি
খাইতাছি
খাইয়া যাইতাছি

তোর ঠ্যাং ধইরা
পোড়া-পোড়া মাংসে
দিতাছি জব্বর টান

সভ্যতা
আগাইয়া দে তোর
ময়সচ্যারায়জিং চোয়াল দুইডা
মাইরা দিই, কুচ-কুচ
দুইখান মারাত্মক কিস!

হরপ্পার পরাণডা ছিঁইড়া যায়
খুচরা প্রেমের
কাতুকুতু খাইয়া

ভাইসা যায় চিরল পাতার
বিরল আন্ধার
বান্দা বান্দা কইরা
কই যে চলতাছে ধান্দা!

সভ্যতা
দে তোর আমপাকা
উরোথ দু'খান
যত্ন মাইরা
টিইপ্যা–টুইপ্যা দিই

নিজেরে ট্রাক ট্রাক লাগে
শুইয়া থাক চুপচাপ
তোরে পিইষ্যা
বাঁচনের সংজ্ঞা বানাই
মনডা চায় ঠুইক্যা পড়ি
ভাইঙ্গা দিই
ইলিশের ডিম্বানু পরিবার!

সভ্যতা
পটাস কইরা খুইল্যা দে
বুক দুইডা তোর

উলটাইয়া
পাল্টাইয়া
কামড়াইয়া
কামড়াইয়া

হইবার চাই আধুনিক

চুক চুক শব্দে
চুইষ্যা খাই তোরে
মরচ্যুয়ারি জিহ্বায়!

হাতে বোনা যুদ্ধ

হাতে বোনা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা
খেলেছি অনেক
নারিকেল পাতার তলোয়ার
তুলোপাকানো বুলেট, আর
ট্রিগার চাপলেই
যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছি
শত শত গোলাপের
স্বতঃস্ফূর্ত আত্মহনন

আমি বুলেট চিনি না, তবে
বেশ বুঝতে পারি, বুলেটের রঙ
গোলাপের মতো টকটকে লাল নয়
আর, পালাবার আগে সে তার
পশ্চাদপদ ছেড়ে যায়

আমি পালাতে শিখিনি
আমার প্রস্থান সঙ্গত নয়
আমি বুঝতে পারি
শুরু আর শেষের মাঝখানে
ইস্পাতের মতো কঠিন কিছু নেই
নেই গড়ানো জলের রেণু
আছে কেবল নরম কিছু সময়
আর ভালোবাসার
জোড়া থাপ্পড়!

স্বভাবতই পালানোর আগে
আমি পড়তে শিখেছি
জীবনের শুরু
মৃত্যুর মতো লালে লাল
আর, মৃত্যুর শেষ
জীবনের সমতলে
বিরহ সকাল!

কত্তো বড়ো তালগাছ একখান

কত্তো বড়ো তালগাছ একখান
তাও দেহাও হাত দিয়া
কোইত্তে পাইছো
এরাম লম্বা হাত

এত্তো ছোট্ট চক্ষু দুইখান
তাও দেহো
বিরাট আসমান
কেডা দিলো এরাম সাহস
ডর লাগে না বুঝি
ভাংগ্যা পড়ার!

কে শিখাইলো, ওইরাম দৌড়!
খা-য়া-লি ফাল পাড়ো
খলবলাইয়া যাও
ওই পাড়
আবার ফিইরা আহো মধ্যিখানে!

কেডায় দিলো
এরাম সাহস
শ্যাষ লাগে না বুঝি
কাজ-কম্মের?

এত্তো বিরাট
একখান পগারের লীলা
তাও সাঁতরাও চিতলের কানকায়
কোত্তে পাইছো
এরাম রূপবান গতর!
তাক লাগাইয়া যাইবা আনবাড়ি

সাঁতার যে শিখো নাই
মনে নাই তর!

ফিদা, সুন্দরতম আকাঙ্ক্ষা

মন খারাপ হবার মতো সংবাদ
ফিদা নেই
হুসেন এঁকেছিলেন নগ্ন
'ভারত মাতা'!

কট্টর হিন্দুবাদের ক্ষোভে
স্বভূমে থাকা হয়নি তাঁর
অথচ তিনি, 'ভারতের পিকাসো'!

চরম দুর্দশাগ্রস্থ এক নারীর
বিমূর্ত চিত্রের সত্যভাষা
ওরা বুঝেছে ঠিকই, তবে
তখন দুপুর গড়িয়ে অনেক রাত!

গজগামিনীর ব্যস্ত পায়ে হাঁটা
হয়তো থামবে কিছুক্ষণ
মাধুরীরা নিশ্চয় বলবেন
ফিদা হুসেন
সুন্দরতম আকাঙ্ক্ষা

এই মুহূর্তে মনে পড়ছে
প্রিয় হুমায়ূন আজাদের কথা
এই তো সেদিন
পত্রিকার পাতায় কালো অক্ষরে
জ্বলজ্বল করেছিলো
তাঁর অকাল প্রয়াণ

মনে পড়ছে
তসলিমার নির্বাসিত জীবনের গল্প
মাতৃভূমি আজও নিষিদ্ধ তার
সে কি মরবে অচেনা ভূমে!
আমি নিশ্চিত

কাল যদি তা-ই সত্যি হয়
শোক জানাবে
মহামান্য রাষ্ট্রপতি
জনগণের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী
আপন মর্যাদা বাঁচাতে
নিশ্চয় শোক জানাবে
বিরোধিনেত্রী

আমাদের এমনসব
স্বনির্বাচিত উপুড়ের
দৃশ্য দেখে
পশুরাও লজ্জা পায়!

সুন্দর তুমি

আমি যাকে ছুঁয়ে দিই
সে গোলাপ হয়ে যায়
আমি যার চোখে
চোখ রাখি
সে হয়ে যায় নদী

আমি যদি বলি
একটু চলো
অমনি সে বয়ে যায়
নিরবধি!

আমি যাকে ভালোবাসি
তার পাখির নামে, নাম
আমি যাকে আকাশ বলি
সেই হতে পারে
নীল আসমান!

আমি যাকে আঁকি
রংতুলিতে
সেই হতে পারে
মহান শিল্পে উন্মুখ

আমি যত খুলে বলি
সুন্দর তুমি
তারও বেশি সুন্দর
বাংলার মুখ!

এখনও তো ভোরের গোলাপ তুমি

ভালোলাগা
এক কঠিন অসুখ
বাঁধিয়ো না ভুল করে
এখনও ভোরের গোলাপ তুমি
সকাল না দেখে
কি লাভ ঝরে!

ভালোলাগা পোড়ে
উল্লাসে পোড়ায়
আগুনের মতো
দাহ ভালোবেসে
শ্রাবণের আগে
তবু কেন যেতে চাও
আনাড়ি বৃষ্টির খেয়ালি
মনে ভেসে!

ভালোলাগা চাঁদের মতো
বাঁকা-বাঁকা
তবু জোছনার মতো নয়
খোলাখুলি
যদি না হতে চাও
কান্নার নদী
পোড়াও চিতায় তোমার
ভালোলাগাগুলি!

প্রণোদনা

কি চাই
কোন খাতে চাই
সমাধিক বরাদ্দ
মেঘ না বৃষ্টি

কোনটা চাই বেশি
ভিক্ষা নাকি উপদেশ

কোন খাতে
করারোপের করবে সুপারিশ
চুলোচুলি, নাকি গলাবাজী

কোনটিতে চাই, শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার
সন্ত্রাস নাকি বৈশ্বিক কার্বণ

কি হবে বাৎসরিক উন্নয়ন কর্ম
নদী দখল, নাকি বৃক্ষ নিধন

কোনটিতে থাকবে বিশেষ সুপারিশ
হল দখল, নাকি গাড়ি ভাংচুর!
কোনটিতে দেবে সর্বোচ্চ প্রণোদনা
ফতোয়া, নাকি ইভটিজ!

বলবে কি কিছু
দেখো
এনেছি তোমার জন্য
পকেট ভরে বাজেট!

হায় কবি! ভালোবাসি আজও

কেন এতো অভিমান ছিলো
কেন বললে না, আরো কিছু কথা
এই বাংলার এতো যে অসুখ
সেই কি তোমার নীরবতা!

কেন এতো ভাঙচুর ছিলো
কেন ভাঙাতেই চাইলে, জয়
এই আমাদের এতো যে কষ্ট!
সে কি তোমারই পরিচয়?

কেন লিখলে, বিদ্রোহী
বিদ্রোহে মন হলো না খাঁটি
এই হৃদয়ের এতো খোঁড়াখুঁড়ি
বৃষ্টিতে তবু ভেজে না মাটি!

হায় কবি! ভালোবাসি আজও
চিরদিন বাসবো তোমাকে ভালো
তুমি তো বাঙালির অনিবার্য
তোমার চেতনা জ্বালাক আলো!

আমি তখন মরে যেতে চাই

হাসো, আর খুন করো
রক্তের চেয়ে লাল হয়, ঠোঁট
এতো কথা থাকে ঠোঁটে
এতো ভাষা সে ঠোঁটের
মাতৃভাষার মতো মুক্ত!

তুমি হাসো, আমি মরে যাই
বাতাস নিজেও দোলে না, অতটা
পাখিরা করে না, অতটা খোঁটাখুঁটি
আমি তখন মরে যেতে চাই
নদী ও শস্যে, বৃক্ষ ও পাতায়
আমি তখন মরে যেতে চাই
পাখি ও পল্লবে, ফুল ও পরাগে

আমি তখন মরে যেতে চাই
মাতৃভাষার মতো মুক্ত সে ঠোঁটে
আমি মরে যেতে চাই
মাতৃভাষার মতো সবুজ চুমুতে!

কোপ

কি ধার দিলে দায়ে
সারাটা দিন কুপিয়ে বেড়াও
কোপ পড়ে না গায়ে

তুমি, কি ধার দিলে দায়ে

কামারের নামটা জানো নাকি
দাও তো দেখি, খাতায় টুকে রাখি

সে কি কামার পাড়ার বাইরে আসে
নাকি, আগুন নিয়ে একলা ভাসে

বাইরে এলে ধরবি চেপে
বলবি তারে কনুই মেপে

ওহে, কি ধার দিলে দায়ে
সারাটা দিন কুপ–কুপিয়ে
কোপ পড়ে না গায়ে

সেইরাম একখান জব্বর গিঁট

ক্যান ডাহো
বুকের মইধ্যে জাইগ্যা ওঠে
উথাল-পাথাল ঢেউ
বুঝবার পারো কি কেউ!

কলজের ভিতর উইড়া বেড়ায়
জালালি কইতর
পাংখার শব্দে কাঁইপ্যা ওঠে
বুকের আসমান
পাইরবা কি বুঝবার!
ক্যান ঢেকিতে ভাংগে
ক্যাচকানো পাড়!

ক্যান চোক্ষে দেহাও
তামাম দুইন্যার টান
পারবা? পারবা?
রশির লাহান প্যাঁচাইয়া দিতে
সেইরাম একখান জব্বর গিঁট!

ক্যান কাঁপাইয়া তোলো
চিবুকের রাইত
দ্যাখাবার পারবা না যহন
খলবলা লাল
ক্যামনে দ্যাখবা বলো
বুকের ধবধইব্যা পাংখায়
মৃত্যুর পাখাল!

ইশারা

বৃষ্টিই খেয়েছে তামাম জনম
তা না হলে
গতরে জড়ায় না কেন
জলরঙা চোক্ষের ঘুম!

মেঘ বোঝে না
একটাও ইশারা
তা না হলে
যুদ্ধবাজ পৃথিবী ভেজাতে
বাজে না কেন
মুরলী ঝুমঝুম!

ঝড় বসে না
পিঁড়ি পাতা ঘুমে
তা না হলে
তুমি এতো হাঁটছো কেন
পায়ে না মাখিয়ে
শিশিরের কুমকুম!

সেগুন কাঠে খচিত ফটক

আমাকেই ভালোবাসো
এইটুকু বলতে পারলে
তোমার না দেখা
আকাশটা পাবে
জানালার খুব কাছে

আমাকেই ভালো লাগে
যদি ভাঙতে চাও
সাগরের অজানা ঢেউ
প্রকাশ করো প্রকাশ্যে

আমার জন্য অপেক্ষায়, যদি
ইশারাও হয়
তবে তাই হোক
আনন্দে বুক তার
সেগুন কাঠে খচিত ফটক

চক্ষুসেশন

জানি না
কি তার ডাকনাম
জানি না
সে দেখতে কেমন, তবু
অপেক্ষা পড়লাম রাতজেগে
পরীক্ষা দিলাম
পিনপতন নীরবতায়

তাঁর হাসি আঁকলাম
জ্যামিতির খাতায়
বাঁকাবাহুতে আঁকলাম
সমকোণী হৃদয়

কি তার রঙ
কেমন তার ছায়া
জানি না
সে কখন ঘুমায়
কখন জাগে
কোন চোখে বেশি চায়, তবু

তার জন্য
মুখস্ত করলাম ভোর
নামতা পাঠের সুরে
দুলে দুলে
কাটলো দুপুর
জাগলো বিকেল
গোধুলির রঙে করলাম
তার চক্ষুসেশন

জানি না
সে থাকে কোন গাঁয়ে
খোঁপায় পড়ে সে

কোন বনফুল
কোন পাখি দেখে দেখে
কাটায় সকাল, তবু

তার জন্য শিখেছি
একশ' পাখির নাম
গোলাপ বাঁচাতে
নিয়েছি কুঁড়ির ছদ্মবেশ

জানি না
সে জন্ম দেবে
নাকি জন্ম নেবে
নাকি অপেক্ষা শিখাবে
নিজেকেও

সেকি জানে?
না মানে—অন্য কেউ!
নদীও হারায়

না চিনে, নিজের ঢেউ!

আমারও লিখতে ইচ্ছে হলো

এলিজি ফর আজম খান

এই মাটি শুনেছে তার গান
এই ঘাসে লেগে আছে, তার সুর
বাতাসের নিজস্ব সুর আছে, জানি
তবু সে তার গানে, হয়েছে সুমধুর

এই পাখি চেনে তাকে
এই বৃক্ষ
দিয়েছে অরূপ ছায়া
এই সবুজের
অনেক মায়া আছে
তবুও শিখেছে তারা
আরও বেশি মায়া

এই ফুল ছিলো তার হাতে
এই নদী দেখিয়েছে কলতান
এই ঢেউয়ের অনেক টান আছে, জানি
তবুও হয়েছে তারা
আরও বেশি, টান-টান

এই মানুষ ছিলো তার বন্ধু
এই হৃদয়ে ছিলো
কড়কড়ে দেশপ্রেম
এই প্রেমের অনেক মূল্য
দিয়েছেন তিনি
আমরাও তাকে কিছু
ছড়িয়ে দিলেম!

স্বপ্ন, তোমাকে দেখুক

স্বপ্ন
আর দেখো না, তুমি
স্বপ্ন এখন
তোমাকে দেখুক
ক্লান্ত হোক, স্বপ্ন
তারপর, কাঁদুক

স্বপ্ন বুঝুক
সব দিন তার নয়
আঁকুপাঁকু, ইতিউতি
বড্ড বেমানান

দেখার দায়
কেবল মানুষের কেন
তারও আছে অনেক দেখার
তারও আছে অনেক শেখার!

স্বপ্ন তো জ্ঞানপাপী
বদ্ধ গোঁয়ার
লিখতে জানে না
পড়তে শেখে না
নিজের স্বাক্ষরে
দিতে চায় টিপসই
রাত-বিরাতে দেখায়
জুজুর ভয়!

দেখো
আমাকে
দেখো পাথুরে চশমায়
ঘুমাও আমার
শ্বেতপাথরের বারান্দায়

ওড়ো সুপারসনিক পাংখায়
হায় মূর্খ, স্বপ্ন!
তোমার দিন, নিঃশেষ
রাতও ক্ষীণকায়
চারপাশে ভাঙচুর
মুছে গেছে বংশ পরিচয়
তার সাথে শেষ হয়ে গেছে
প্রবল প্রতিপত্তি!

অনেক দেখা হলো
তোমার ফর্সা মুখ

আর নয়, বাছা
এই বুড়ো স্বপ্ন!

এবার তুই
আমাদের দ্যাখ
দ্যাখ, ফুলেওঠা বুক!

দূরত্ব

যাচ্ছি বলেই, চলে যাও
পিছনে আর ফেরো না, তুমি
ভাবি, এবার খোলা যাক
তবু, হয় না খোলা
রক্তমাখা পথে বয়েআনা
হৃদয়ের মরুভূমি

হঠাৎ মনে হয়
পাশ থেকে সরে গেল
চেয়েছি যাকে, খুব পাশাপাশি

সে আমার কেউ নয়
ছিলো না কখনও
তবু হঠাৎ মনে হয়
বলা যেতে পারে
খুব ভালোবাসি

একটা জীবন
একবার চেয়ে দেখা
একবার ভেবে দেখা
খুব আপনার, তবু
কেনো মনে হয়

সব চেয়ে কঠিন
এই চাওয়া পাওয়া

দূরত্ব—সে কিছু নয়
হোক যত দূর
আজীবন হেঁটে, শুধু
তার কাছে যাওয়া!

পাগলের মতো
এলোমেলো পায়ে
বুকে লাগে হাওয়া!

মাটিগন্ধা জলপাই

সবুজ থেকে যার জন্ম
জন্মেই যে পায়
তার অকৃত্রিম ছায়া
যার প্রথম উচ্চরণ হয়, বৃক্ষ
যার আতুর ঘর জুড়ে থাকে
ঝর্নার স্নিগ্ধ গভীর চুম্বন

সেই রমনীকে আমি
আদিবাসী বলি

আমি সেই অকৃত্রিম মুখ
ভালোবেসে বলি
আদিবাস ছাড়া
এই অধিবাস আমার নয়!

তুমি, আমি
এখন অনেক আধুনিক
আমরা এখন অনেক
বায়োনারি অপোজিটস
আমাদের বহুতল অট্টালিকা কাঁপে
সবুজশূন্য আহত মাটির
একটু কান্নায়

আমাদের ঘরে ঘরে
বনসাই-বৃক্ষ, তবু
মাগলোনিয়া রঙে রাঙানো
দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে
চিৎকার করে বলি
আমি সেই অকৃত্রিম চোখ
ভালোবেসে বলি

আদিবাস ছাড়া
এই অধিবাস আমার নয়!
পাহাড় ভাঙতে ভাঙতে
যে নামে সমতলে
বনফুল, পাখালির সাথে
যার গল্পের পটভূমি

আমি সেই রমনীকে বলি
মাটিগন্ধা জলপাই

ঘাসফুল থেকে যে পায়ে মাখে
পারিজাত আলপনা
আমি সেই রমনীর অপেক্ষায়
এতেদিন নির্ঘুম

আমার শান্তি
সবুজ শস্যে পুষ্ট হোক

আমার সম্ভাবনা
পাহাড় ভাঙতে ভাঙতে

ভাঙতে ভাঙতে
ভাঙতে ভাঙতে

নিজেকে বলুক
ঝর্নাকে ভালোবেসেই
নদী হতে হয়!

তারপর, বহুদিন চলে গেছে

হরতাল
শব্দের অর্থ জানো!
গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন কি
শুনেছো?
তিনিই প্রথম বন্‌ধ
ব্যবহার করেছিলেন

শব্দটি গুজরাটি
আর ব্যবহার স্বরাজ উৎখাতে
আজ গান্ধিজি নেই
আছে তার চরকার ইতিহাস

তারপর, বহুদিন চলে গেছে
স্বাধীন ভারত, স্বাধীন বাংলাদেশ
নিজস্ব পতাকায়!

বাহান্ন ঊনসত্তর একাত্তর
চেতনায় দামাল আগুন
মিটিং–মিছিল, যুদ্ধ–সংহার
গণহত্যা, বধ্যভূমি
পতাকার ভ্রূণ পূর্ণ জন্মে
প্রসব যন্ত্রণায় কাতর
পতপত, পতপত
হঠাৎ আকাশে একফালি
লাল-সবুজের চিৎকার

তারপর, রক্তাক্ত পঁচাত্তর
মানচিত্র থেকে খসেপড়া গোলক
সংবিধানের বিধানশূন্য
দুঃখবতী রুপালি নারীর আর্তনাদ!

নীল হবার সাধ, হলো না পুরণ
স্বাধীনতার বুক ছুঁয়ে দেখি
মুখস্ত কষ্টের পাণ্ডুলিপি!

সামনে লাগাতার হরতাল
এসব লিখে, লাভ কি!

ওরা আছে, থাকবে

তথাকথিত একদল দেশপ্রেমিক
যারা জনতার রক্তে লেখে

সহিংসতার ধারাবাহিক ইতিহাস

রাজনৈতিক ঘুম

একটু পরে
ঘুমুতে যাবো
সবকিছু যদি
ঠিকঠাক থাকে
উঠবো
ছত্রিশ ঘন্টা পর

লাঠিপেটা দৌড়ঝাঁপ
যা হয় হোক
ঘুমের ভেতর
ঘুমের ভেতর
রাখতে চাচ্ছি
একটি রাজনৈতিক
গণতন্ত্র চর্চা

বলতে পারো এই প্রথম
একটি গণতান্ত্রিক
ঘুমের আভাস পাচ্ছি

মধুমাসে পুলিশের
মোটা পোশাকের
ঘামগন্ধে ভারী হবে
ঘরের সীমাবদ্ধ বাতাস

ফ্যানটা
গণতান্ত্রিকভাবে ঘুরছে
তাতেই তোমাকে
লিখতে পারছি
স্বস্তির কথা

একটু আগে

রাতের উদরিকরণ হলো
লাউশাক পেলাম আজ
গণতান্ত্রিক স্বাদ
জিহ্বাকে
আন্তরিক ধন্যবাদ!

একটু পরে
ঘুমুতে যাবো
উঠবো
ছত্রিশ ঘন্টা পর
নিরাপত্তার
অভাব মনে হলে
বলতে পারো

পুলিশ পাঠাতে পারি
তবু ঘুম ভাঙানোর
চেষ্টা করো না!

ভরপুর সর্বনাশ

কতো কাটাছেঁড়া
হৃদয়ের ক্ষত
কতো না পাওয়া
আরও কত শত
ভুলে গেছি তবু
কান্নাকাটি

এতো দৌড়ঝাঁপ
পগার পেরিয়ে
তবু, চুপ-চাপ
চুপি চুপি পায়ে
একেলা হাঁটি!

একেলা হাঁটি
একেলা হাঁটি
একেলা হাঁটি

যদিও চিনি না, মাটি
একেলা হাঁটি
একেলা হাঁটি

যদিও বুঝি না, খাঁটি

পুরোপুরি নয়
আধাআধি নয়
কিছুটা বুঝি, হাসি!

যদি বিশ্বাস না করো
আমার ঠোঁটে হেসে দেখো
কতটা হতে পারি
ভেতরে ভেতরে
ভরপুর সর্বনাশী!

ছুটি

দু চোখে অনেক ঘুম
এলোমেলো এপাশ ওপাশ

এখনও উঠি নাই

দরজায় ঠক ঠক
কে যেন ডাকে
কে যেন ডাকে

এপাশ ফিরে ভাবি
ও পাশ ফিরে ভাবি

জীবনে কি ছুটি নাই!

কমলা নাচে

কমলা নাচে
তা তা, থৈ থৈ
বিহান রাতে

কমলা নাচে
মেহেদীরাঙা
আঙুল বাঁকিয়ে

কমলা নাচে
আড় চোখে
তাকিয়ে তাকিয়ে

মরমে জ্বালা
আমি হাড়কালা
সুতোছেঁড়া মালা

নাচো কমলা
কোমর বাঁকিয়ে
নাচো কমলা
পাথর ঝাঁকিয়ে

মরমে জ্বালা
আমি হাড়কালা
থৈ থৈ বুকে
নাচো কমলা
তা তা, থৈ থৈ
মরণের সুখে!

তালা-চাবির গল্প

চাবিটা ভিজছে বৃষ্টিতে
তালাটা ঝুলছে দরজায়
ওই যে ঘর
বাড়ির দোতালায়

আড় চোখে তাকালেও
ওটা যে ঘর
ঠিক ঠিক বোঝা যায়

চাবিটা নকল
আসলটা খুইয়ে
তালাটা খোলে না
তেল না চুইয়ে

ওই যে ঘর
পর্দা জানালায়
ভিজছে বৃষ্টিতে
না দেখে বোঝা যায়

ওই যে ঘর
কি আছে সে ঘরে
ওই যে ঘর
তালার দামে দাম
চাবি ভাঙলেই
সে ঘর শিরোনাম

চোরও তাই ভুল করে
করে না ভুল
চুরির মহড়ায়
মনে পড়ে ঠিকই

তালা কি দিয়েছে
নিজের ঘরে!

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

ভণিতা নয়
বরাবর কিংবা প্রতি নেই
তারিখও অনুপোস্থিত

আপনার বিশ্বস্থ
একান্ত অনুগত
তবে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

সম্মান প্রদর্শণপূর্বক
নিবেদন
নিম্নস্বাক্ষরকারী কবিতার বৃত্তান্ত
আপনি অনুগ্রহপূর্বক
অবলোকন করতে পারেন

যার পিতার নাম, অক্ষর
মায়ের নাম, বর্ণমালা
গাঁয়ের নাম, জোছনা
ঘরের নাম, কাশবন
পথের নাম, ঘাসফুল

আর, ফিরে দেখার নাম, বাংলাদেশ

গত ফালগুনে যা পেশ করেছিলাম
অনুগ্রহপূর্বক গণ পতাকা ক এ
দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেন

যার দুপুরের নাম, রোদ্দুর
বিকেলের নাম, বৃক্ষ
সন্ধ্যার নাম, বালিহাঁস
রাতের নাম, জোনাকী
আর, ফিরে দেখার নাম, বাংলাদেশ

পুংলিংগ সম্বলিত রাষ্ট্র

এতোটা কঠিন তুমি, মেয়ে!
তোমাকে পাথর ভেবে
মেশাবে কেউ কংক্রিট
পদার্থ ভেবে, কোনো অপদার্থ
বানাবে ধারালো ছুরি!

হাড়-হাড্ডি ভেবে
চিবিয়ে দেখবে
কোনো ক্যালশিয়াম খেকো
কাঠ-কয়লা ভেবে
পোড়াবে নিশ্চিত
পরিবেশবিরুদ্ধ চুল্লিবাজ!

এতোটা তরল তুমি, মেয়ে!
কোকের মতো
ঢোক ঢোক করে
গিলে ফেলবে
কোন রকপ্রেমিক

জল ভেবে
সাঁতার দিতে পারে
জলতরঙ্গের চিকন ছড়ি

এতোটা বায়বীয় তুমি, মেয়ে!
তোমাকে বেলুনে ভরে
নারী কিংবা মেয়ে দিবস
উদ্বোধন করতে পারে
পুংলিংগ সম্বলিত রাষ্ট্র

এতোটা হিমাংকে তুমি, মেয়ে
যে কোন মেঘও বলতে চাইবে
তুমি এতো সুন্দর কেন?

তোমার জন্য

তোমায় ছুঁলে
গোলাপ হয়
ফেলে রাখলে
নয়নতারা
মুখ ফেরালেও
সূর্যমুখী
তুমি কেবল
বিধান ছাড়া

তোমার জন্য
সকাল আসে
পাখি বসে
জানালায়
কষ্ট হলেও
তোমার জন্য
বলি বৃষ্টি
আয়রে আয়!

রাস্তায় দাঁড়িয়ে

রঙচটা চেইনছেঁড়া কালো হাতব্যাগে
দুটো বেল্টবটম প্যান্ট
দেড়টা শার্ট, একটা ঢাউস পাজামা
ভাঁজ-ভাঁজ দুটো আন্ডারওয়্যার
পাতলা ফিনফিনে মুনসুরের গেঞ্জি
তাঁতের চিকন লাল গামছা
চোখের পানিতে সাজিয়ে দিলেন, মা

ব্যাগের এক কোণে চিড়ামুড়ি
আর পাটালির ঠোঙা
আরেক কোণে কিছু নারিকেলি কুল
আর পেয়ারার লাল ফালি
হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে
শাহিনুরের একজোড়া স্যান্ডেল রাখলেন
ব্যাগের নিচে

পুরোনো শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে
ব্যাগ বেঁধে মা বললেন, এই নে খোকা
সাবধানে রাখিস!

সকালের সূর্যটা পিছনে ফেলে
চড়ে বসলাম, বিআরটিসির বাসে

আমি ঢাকা যাচ্ছি

আমি ঢাকা যাচ্ছি
ফেলে যাচ্ছি, সবুজগ্রাম
করিমের অড়হরের ক্ষেত
আর কুমুর চিমটিমাখা বিকেল

বাসের চাকা নয়
আমি নিজেই যেন, দৌড়ে পার হচ্ছি

মাইলের পর মাইল

গ্রাম থেকে শহর
শহরতলী থেকে অজানা জনপদ
পেরিয়ে যাচ্ছি নির্মম নিয়তি

অজানা অনেক পথ
সারিসারি অনেক মুখ
পিছনে ফেলে
আমি ভাসলাম পদ্মায়

এই প্রথম, পদ্মার বুকে দেখা গোধূলি
এই প্রথম, জাগতিক ঢেউয়ের সঙ্গে
নিজেকে দোলানো
এই প্রথম, সূর্যের শেষ রশ্মি দিয়ে
ক্লান্ত মুখ রাঙানো

তারপর, ঢাকায় আমি
রাজধানীর আতিথেয়তায়
কি করতে হবে
আমার চেয়ে রাজধানীই ভালো জানে

নিয়নবাতির আলোয় পাল্টে যায়
আমার সেই নির্মল আমি
মহাসড়কের বিভক্তিদ্বীপ
ভাগ করে নেয় আমাকে
গায়ের ধুলোমাখা পথের মায়ার
বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, ঘনঘোর বিটুমিন

পারাটার মচমচে আওয়াজের সাথে
সকালের পান্তার দুরত্ব বেড়ে যায়

গেয়ো এই আমি, গ্রামের ধুলোমাখা
পথের মায়া ভুলে

রাজপথে হাঁটি
রাজার মেয়েরা হাসে
আমাকে শাহরিক বানাতে

তবু, ভালো লাগে
ওদের মসৃণ বাদামী হাসিতে
আমার ভেতরে বাড়ে, বোকামি!

কি করতে হবে, বুঝতে পারি!
অনুভব করতে পারি
রাজধানী, আর যাই হোক
বোকার জন্য নয়!
সহজ-সরল মাটিমাখা
মানুষের জন্য নয়!

রাজধানীতে
পূর্ণ হচ্ছে দেড় যুগ
ঢাকার
ঢাকা আমি
এখন অনেক খোলাখুলি!

আমার তথাকথিত কোন প্রেমিকা নেই
অকারণ স্বপ্ন নেই, সংকার নেই
যে কোন একজন তুমিকে
তুমি বলতে পারি খুব সহজে

সকালেই ভেবেছিলাম
একাকী পালন করবো, এই পূর্তিউৎসব
কিন্তু পারছি না

আমার গ্রামের সেই অকৃত্রিম ছায়া
জড়িয়ে ধরছে আমাকে
আমার ভেতরের ব্যস্ততায়
মিশে যাচ্ছে অবাক নির্জন নির্ভরতা!

নিরস্ত্র

সবাই ভালোবাসুক
যার কাছে যা হাসি আছে
হালকা ভারী, অল্প বেশি
ডাইনে বায়ে—ওলট-পালট
ইচ্ছে মতো হাসুক!

সবাই জলে ভাসুক!

কাছে দূরে, উজান-ভাটি
উথাল-পাথাল—ঢেউয়ে হাঁটি
পাথর পাথর—নরম মাটি
পার হয়ে সব নিজের পায়ে
ফুলের কাছে আসুক

সবাই ভালোবাসুক!

পালক পড়ুক পাখি
পাপড়ি পড়ুক ফুল
প্রজাপতির ডানায় উড়ুক
পরাগভাঙা ভুল

নদী যদি দু হাত বাড়ায়
বাসতে পারো ভালো
সত্যিকারের রাত যদি পাও
আগলে রাখো কালো!
দুপুর যদি ভালো লাগে
পুড়তে পারো তাতে
এক শ যদি হয় লোভাতুর
শূন্য থাকুক হাতে

মুক্ত করো পাহাড়
বৃক্ষ খুলুক বস্ত্র
ভালোবেসেই না হয় করো
নিজেকেই নিরস্ত্র!

মৌমাছি

মধু খাই, আর ভাবি
মৌমাছিদের কথা
চাকভাঙা মৌয়ালের কাছে যাই
খাঁটি মধু দরকার
কাশিটা বেড়েছে ইদানিং

ঘরে ফিরি
কাঁচের বোতলে বন্দী করি
মৌমাছিদের ঘন তরল সম্ভাবনা

মধু খাই, আর ভাবি
মৌমাছিদের কথা
সরষের হলুদ জমিন
মধু আর মধু
হলুদ মধু ঠোঁটে নিয়ে
উড়ে বসে তারা মৌচাকে
জানে না কেউ, কোনদিন
রানী তাকে বাসবে কি না ভালো!

ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায়
ফিরে আসে একা
মধুতায় ফাঁকি নেই
নেই কোন ফাঁক!
জানে না, শ্রমিক মৌমাছি
কবে মিলবে রানীর প্রেম!

তবু রানীর কোটর রাখে
মধুতে মোহময়!

আমাদের মধু নেই
আছে খাঁটি বিষ

সেই বিষ ঢেলে দিই ফুলে
ফুলের মতো সুন্দরের বুকে
সেই বিষে কাতরায়, প্রেম
ভাঙে আজন্ম উৎসের বাঁক!

মধু খাই, আর ভাবি
মৌমাছিদের কথা!
ওরা রানীর জন্য মধু আনে

আর, আমরা মধুর জন্য রানী চাই!

হায়, ঘাসফুল!

কি খেলায় বাড়ালে খেলা
পারিজায়ী ঘাসফুল!
কেউ দেখে না, খেলার ভেতরে
আর এক মধুর খেলা

হায়, ঘাসফুল!
তোমারও ঠোঁটে আছে, জোছনার দাহ
তোমারও বুকে বাজে
লালটিপ পাপড়ির নীরব আনন্দ!

হায়, ঘাসফুল!
আমারও পায়ের নিচে
বুলিয়ে দিয়েছো
তোমার নরম ঠোঁটের মায়া
রৌদ্র-ছায়ায় বুক খুলে
দিয়েছো হাতছানি
দুপুরের পোড়া চোখে
এঁকেছো সবুজ আলপনা

হায়, ঘাসফুল!
একদিন তুমিও ছিলে
গোলাপের প্রতিপক্ষ
প্রেমের পরিধান

আজ এতো অনাদর
ভুল চোখে দেখা, ভুল করে ছোঁয়া
যদি প্রেম সত্য হয়
যদি উদ্ধার করা যায় হৃদয়ের ভাষা

ফিরবে অনিবার্যে
তোমার হারিয়ে যাওয়া
লাল টুক টুক, ছোট্ট সংসার!

তুমি চাইলে কি না হয়!

নদী
এক আঁজলা জল ছাড়া
কিছু নয়!

বৃক্ষ
বড়জোর ঝড়ের পরিণীতা
তুমি চাইলে, কি না হয়!

পাহাড় আকাশ ছোঁয়া ভুলে
হঠাৎ সমান্তরাল!

আমি প্রতি রাতে প্রত্যক্ষ করছি
সংকুচিত হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা
গলে যাচ্ছে হিমালয়
শুকিয়ে যাচ্ছে বৈকাল হ্রদ

আজকাল প্রায়শঃ ভূমিকম্প টের পাই
আকাশকম্পও হতে পারে
অসম্ভব নয়

তুমি চাইলে কি না হয়!

আমি প্রতি দুপুরে অনুভব করছি
শীতল হচ্ছে ভিসুবিয়াস
অনাঘ্রাতা বালিকার অপেক্ষায়
শুকোচ্ছে নীলনদ
তাজমহল থেকে ভাগ হচ্ছে
মমতাজের স্মৃতি

আমি স্পষ্টত বুঝতে পারছি,
ভাঙাভাঙি শেষে কেউ কেউ আছে,
অমরত্বের অধিক প্রতীক্ষায়.....

তুমি চাইলে কি না হয়!

পোড়াকাল

শান্তির ঠোঁট ছুঁয়ে ছিলো যে পাহাড়
তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে ওরা

ছিলো যে বৃক্ষ
অনাদি লাবণ্যের ইতিহাস বুকে
তাকে মুড়িয়ে নিচ্ছে ওরা

ছিলো যে ঝর্না
জীবনের গানে মুখরিত
তাকে থামিয়ে দিচ্ছে ওরা!

আরো ছিলো যারা
সোনামুখী মেয়ে
মাটিমাখা পুরুষ
তাদের মুখ দেখি লাশের মিছিলে

শান্তি চাই হে পাহাড়
সবুজ অরণ্য
সহাস্য ঝর্নার ধারা

শান্তি চাই হে বৃক্ষমাতা
আঁচলদীর্ঘ ছায়ার অকৃত্রিম মায়া

শান্তি চাই যে, তাদের শান্তি
তোমার শান্তি পোড়ায় যারা!

আমি তার স্নান

তোমার বৃষ্টিকে বলো
আমার পাড়া ঘুরে যেতে
আমার মন ভালো নেই

তোমার বৃষ্টির কপালে
গাঢ় লাল টিপ পরিয়ে দাও
আমি সযত্নে তুলে
আয়নায় বসিয়ে রাখি

তোমার বৃষ্টির পায়ে
নূপুর পরিয়ে দাও
আমার আঙিনায়
একটু বাজুক

তোমার বৃষ্টির হাতে
ঘুমের বার্তা পাঠাও
আমি চোখ বন্ধ করি

তোমার বৃষ্টিকে বলো
আমার সকাল হতে
আমি তার স্নান হবো

বৃক্ষের নিয়মে

আমি অগুনতি গোলাপ রেখেছি
তোমার ঘুমের পাশে
তোমার বিছানার চারপাশে
পাখিদের বসিয়ে দিয়েছি
তোমার সঙ্গে ওরা আজ
নীলাকাশের গল্প বলবে

তুমি গল্প শেষ না করে
বিছানা ছেড়ো না

পাতা সুন্দরী দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি
তোমার আপাত শয্যা
তুমি তাদের আদর আস্বাদন করো
সবুজ সম্পাদনায়
পাতারা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত
তুমি বৃক্ষের নিয়মে থাকো

তোমাকে বন্দী করা হয়েছে
রজনীগন্ধার সাজানো বৃন্তে
সে শিকল ছিঁড়ে
দেখিও না বৃত্ত ভাঙার সাহস!

সবশেষ, তুমি ঘরে ফিরে দেখবে
একটি চড়ুই তোমার প্রতীক্ষায়
সে তোমাকে ডিমের খোলস ভেঙে
সবশেষ ভালোবাসা শেখাতে
.
রাত জেগে বসে আছে, লেখার টেবিলে

মনটা খুব ভিজেছে

মনটা
খুব ভিজেছে
গামছা দিয়ে
যায় না মোছা

মা তোর
আঁচল দে না খুলে
মনটাতে দিই
লম্বা খোঁচা!

মনটা
খুব গলেছে
মোমটা বুঝি
ফুরিয়ে যায়

মা তোর
পিদিমজ্বলা রাতে
আমার এ ব্যর্থ জনম
জ্বলতে পুড়তে চায়!

ক্ষুধার ভাষা না পড়ে

খোঁজ রাখো নাকি
কোথায় আমি!
জানো নাকি
আমার দৃষ্টিসীমার প্রস্থ
কপালে আছে ক'টি বলিরেখা

চুলগুলো এলোমেলো
নাকি পরিপাটি
বলো তো
আমি কোন আঙুলে হাঁটি?

ঘুমাই কোন সে গ্রহে!
নাকি, আমার জন্ম হয়েছে
কুলিনের কোনো
তাজ্জব দ্রোহে?

জানো নাকি
আমি কোন কাঁখে শুই

বলতে কি পারো
কোন সে মাটি
ক্ষুধার ভাষা না পড়ে
হয়েছে ভরপুর ভুঁই!

দুর্দিনের ভায়োলিন

রাতজাগা এক ডাহুকের কান্না শুনি
জানি না সে কার সহোদর!
যুদ্ধ থেকে ফেরার পর
যে পায়নি খুঁজে পিতৃভিটে

জানি না সে কার ছোট বোন
নিষেধের কাঁটাতারে
হঠাৎ বিঁধেছিলো যার ফ্রগ!
অমীমাংসিত সীমানায়
ফেরা হয়নি যার!

রাতজাগা ডাহুকটা কাঁদে
অবিকল আমার ভাষায়
যে ভাষায় আমি লিখি
অনাগত স্বপ্ন, লিখি অপূর্ণ প্রেম
লিখি, প্রতিদিনের ক্ষুধা!

সেই ভাষায় মা মা বলে
চিৎকার করে সেই রাতজাগা
বিরহ-বিধুর ডাহুক
আমার হাতে বাজায়
দুর্দিনের ভায়োলিন

আমার অতীত বলে যায়
নিখুঁত কান্নার স্বরে
আমি কখন ঘরে ফিরি
সেও বলে যায় নির্ভুল
রাতজাগা ডাহুক পড়ে
আমার ভবিতব্য

আমার মায়ের মতো অবিকল
আমার বোনের মতো নির্ভুল
বিরহ বিধুর ডাহুক
সে যেন আমার, আর্তমুখ

বেশ কঠিন

সিদ্ধান্ত নিলাম
বেশ কঠিন
তবু আনন্দে নিলাম

কঠিন কোন কিছু
কখনই নেয়া হয়নি আগে
আমার পকেটে কঠিনজাতীয়
কিছুর অস্তিত্ব নেই

সামনে পিছনে
ডাইনে বায়ে
ভেতরে বাইরে
চোখে-মুখে-মনে
মগজে, উগড়ানো সভ্যতায়

এমন কি নাভির নিচ থেকে
যা কিছু পার্থিব
সব ফোলা-ফোলা
স্পঞ্জ—নরম-নরম প্রকষ্ঠ

আমার স্মৃতিতে জমা নেই
কোন পাথুরে পরিচয়
তবু সিদ্ধান্ত নিলাম
বেশ কঠিন
তবু আনন্দে নিলাম

কঠিন কোন পদার্থের
প্রতীক আমার মুখস্থ নেই
হীরকের সংকেত জানার
আগ্রহ হয়নি কখনও
বাঁচার প্রয়োজন

তবু পড়িনি কার্বনের যোজনী
পৃথিবীর সবচেয়ে
কঠিন চোখ
কঠিন মুখ, হাত, পাঁজর
সবচেয়ে কঠিন মন
কঠিন স্বপ্ন, সুকঠিন সময়

এমন কি সবচেয়ে
কঠিন সম্ভাবনার
আঙুল না ছুঁয়ে
সিদ্ধান্ত নিলাম
বেশ কঠিন
তবু আনন্দে নিলাম

এমন নিরেট, কঠিন সিদ্ধান্তে
তোমার সন্ত্রস্ত হবার
যথেষ্ট ও যুক্তিসংগত, এবং
বিশ্বাসযোগ্য কারণ আছে!

এডিপি

কি চাও তুমি
কোন খাতে চাও
সমাধিক বরাদ্দ

মেঘ না বৃষ্টি

কোনটা বেশি চাও
দিন না রাত্রি
কোন খাতে করবে
করারোপের সুপারিশ

চুলোচুলি নাকি গলাবাজী

কোন বিষয়ে চাও
শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার

সন্ত্রাস নাকি সম্ভাবনা

কি হবে
বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি
নদী দখল নাকি বৃক্ষ নিধন
কোনটি বাড়াতে
থাকবে বিশেষ সুপারিশ

হল দখল নাকি গাড়ি ভাংচুর!

কোনটিতে দেবে
সর্বোচ্চ প্রণোদনা

মৃত্যু নাকি জীবন!

বাবা হিসেবে নয়, বাবার হিসাবে

বাবা থাকলে
পকেট কাটা যায়
বলা যায়, বাবা
টাকা দরকার

বাবা হলে
পকেট থাকা লাগে
বলা যায় না
দেবো না একটিও আর!

বাবা থাকলে
দাবীও থাকে নিষ্পাপ
ছায়া ছায়া মনে হয় সব
বাবাকে মনে হয় বটবৃক্ষ

বাবা হলে
নিজেকেই হতে হয় ছাত্র
বাবাকে মানে, মুখ তার
সময়ের শিখ্য

বাবা থাকলে
প্রাণ ভরে
বাবা ডাকা যায়
মনে হয় যেন
সব ডাক তার প্রিয়

বাবা হলে
নিজের থাকে না বাবা
নিজেকেই হতে হয়
শান্তির গৃহ!

অর্ধ-বিবর্তিত

ম্যাট্রিক্স বুঝলাম খামোখাই
কলাম আর রো এর মান খুঁজতে
দৃষ্টি কানা হলো আরও কিছু
পিচ্চি শিক্ষক জানালো হঠাৎ
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের হিসাব মিলাতে
ক্যালকুলাস অবধারিত!

আমি বুঝতে পারি
একটি বিন্দু থেকে
কিভাবে বেড়ে যাচ্ছে পরিধি
আমি জানি
বায়োনারী অপোজিটস নিয়ে
কতটা মাথার ঘাম ঝরেছে
জ্যাক দেরিদার

আমাকে দাঁড় করিয়েছো
পরিধির সবশেষ কিনারে
আবার বলছো, যেভাবেই হোক
ছুঁতেই হবে কেন্দ্র!

আফিম মিশিয়ে কফি পান করি
তবু সেই বৃত্তের ঘটাতে পারি না
সামান্য বিবর্তন!

আমি এখন অর্ধ-বিবর্তিত প্রাণী
আমার নাক টিপলে আর
দুধ বের হয় না!
তাতেই কি প্রমাণ হবে
আমি বড়দের বড়!

রূপান্তর

এই যে আমি; কে সে আমি
নাকি, ছিলাম কখনও পাখি
উড়তাম বকের শাদা পাখনায়

কাকশিয়ালির তীর থেকে
বসতাম ইছামতির বালুচরে
ঘুরতাম আটলান্টিকের পাশ ঘেঁষে

কে জানে, ছিলাম কিনা বৃক্ষ
তোমার জানালার পাশে দেবদারু
দিতাম তাকে ছায়া
যার বুকে আছে
আমার প্রাকবাসন্তি শাখা

এ যে আমি—সে কি নিশ্চিত!

কে জানে ছিলাম কিনা ঘাসফুল
লালটুকটুক এঁকেছি যার ঠোঁট
সেই মাড়িয়ে গেছে অনাদরে!

কোন পিতার সৃষ্ট আমি নই, নিশ্চিত!
কে জানে তোমার গর্ভ ছিলো কিনা
কোন সাগরের গভীর নীরবতা!

তুমি যাকে মা ডাকো
তাকে কি দেখেছো কখনও!

হা হয়ে ভাবছো কি!
বিস্মিত হবার কি আছে
তুমিও কোন পিতার সৃষ্ট নও

বলো তো শুনি
তোমার সৃষ্টিকর্তা কে?

টুপ-টাপ কিছু বৃষ্টি

এক চুমুক, দুই চুমুক, তিন চুমুক
তেষ্টা বড়
জলের তেষ্টা মেটে না জলে
জল কি জানে

মালিনিছড়ার চা-পাতি
শিমুলিয়ার কাউমিল্ক
বিভূতিভূষণের চামচে নাড়ি
মেক্সিকান সুগার

টুপ-টাপ কিছু বৃষ্টি
কিছু খামোখা ঝড়
খোঁয়াড়ে গাভিটা দেখে
ওলন বাঁটে গুঁতোয়
লাল বাছুরের শৈশব!

ছোট্ট একটা ঘর
দুইটা টিকটিকি দৌড়ায়
সাড়ে তিন দেয়ালে

একটা ছাদ
একটা ঘুর ঘুর পাখনা
ঘোরে ত্রিতালে

এক চুমুক, দুই চুমুক, তিন চুমুক
তেষ্টা বড়
জলের তেষ্টা মেটে না জলে
জল কি জানে!

আবার ছাড়বে গাড়ি

তোমার মিষ্টি মিষ্টি বুক
দেখি, তার ফাঁকে রেলগাড়ি
যায় গড়িয়ে—কু ঝিক-ঝিক, কু-উ-ক

হঠাৎ কি দেখছো, বুক খুলে
রেলগাড়ি থেমে গেছে
সিগন্যাল ভুলে, থেমে গেছে কু-উ-ক
কে আসে, কে দেখে, আঁটো হুক

দু জন দাঁড়িয়ে—ঘন নিশ্চুপ
শিশির গড়িয়ে যায়, টুপ, টু-উ-প
গুছিয়ে নাও, তোমার মিষ্টি মিষ্টি বুক
রেলগাড়ি থেমে আছে, থাক
আবার ছাড়বে গাড়ি, ঘুরবে বাড়ি-বাড়ি
কু ঝিক-ঝিক-কু, কু-উ-ক

চৈত্রের কথা ভেবে

যে চোখে দেখো
যে নামে ডাকো
যে হাতে মাখো
যে রঙে আঁকো

বৃষ্টি তো সবশেষে
জল হয়ে যায়

বলো, কে কাকে ভেজায়

আষাঢ়ে অপেক্ষা
শ্রাবণে প্রাপ্তি
ভাদ্র পেরুলেই
সব শেষ হয়ে যায়

বলো, কে কাকে ভেজায়

তোমার-আমার
ভেজা কেন বাকি!
রাতগুলো ঘুমোতে যায়
একা, গোপনে
নীরবে নিভৃতে
আরেক সকাল হয়ে যায়

বলো, কে কাকে ভেজায়

আমার বৃষ্টিতে
আজীবন কিছু
ডট ডট কমা
কিন্তু তোমার বিস্ময়
নিজের কাছেই জমা

অনেক বরষার
অনেক উদার বৃষ্টি
সঞ্চয় করে রাখো
চৈত্রের কথা ভেবে

তবু কি ভরপুর
নদীর গন্ধ পাওয়া যায়!

বলো, কে কাকে ভেজায়

কৈতর

তোমার কৈতর ধান খায়
আমার উঠোনে পাখনা ঘুরায়
বাকুম-বাকুম, আড়চোখে চায়

তোমার কৈতর ডিম পাড়ে
আমার বিরাণ বারান্দায়!

তোমার আদর পায় না ওরা
তুমি এতো কিরপিন কেনো

রাই সরষের ক্ষেত রাখো ফান্দে
তোমার কৈতর, কান্দে আর কান্দে

ওরা আর কতটুকু খায়
খামোখা ভাবছো কেন
ওরা তো বলে না কখনও
উড়কি ধান দে!

দ্যাখলা, কত সাহস নিয়া
বিলাইতেছি স্বপ্ন
কলসির মুখ খুইল্যা দেখাই
সবশেষ বীজধান

তোমার কৈতর
তোমারে ছাইড়া
তোমার গান
আমারে শোনায় ক্যান!

ওদের খাওয়াইবো—পরাণ ভইরা
খুলে দেবো কলসির মুখ
কৈতর আমি

বড্ড ভালোবাসি
হা-হা-হাসি, হা-হা-হাসি
কামকাজ পড়ে থাক, তবু
শুনবার চায় মন

বাকুম, বাকুম
বাকুম, বাকুম
বাকুম, বাকুম

আমার ভেতরে বাড়ে
পাখনার পায়চারি
তুমি তো জানো না কিছু
কত যে আনন্দে
সঞ্চয় নাড়িচাড়ি

তোমার কৈতর ধান খায়
আমার উঠোনে পাখনা ঘুরায়

তোমার উঠোন থাকে পইড়া
তবু তুমি দিবা না
ছাইড়া তারে একরত্তি
তোমার ক্যান এত্তো সংশয়

তুমি এতো কিরপিন ক্যানো

ভাবছো কেন, বাকুম বাকুম
কেবল শস্যের অপচয়!

সিঁথিকেটে নদী

আমি যখন বৃষ্টি ছিলাম
তোমার শাড়ির দশটি ভাঁজে
চোখ ভেজাতাম
বুক ভেজাতাম
সিঁথিকেটে নদী হতাম
নিজে ভেঙে ফোঁটায়-ফোঁটায়
টুপ-টুপ-টুপ শব্দ হতাম

তবু তোমার আঁচলভরা মৌনাতাকে
একটুও তো ভাঙি নাই

আমি যখন বৃষ্টি ছিলাম
তোমার আঙুল ছুঁয়ে
সেই আঙুলে আদর ছিলো
ঢেউ পরানো চাদর ছিলো
ঠোঁট ভেঁজানোর হাজার রকম
রিম-ঝিম-ঝিম ভাদর ছিলো

যা ছিলো সব, গোপন ছিলো
অবাক রকম নুয়ে

আমি যখন বৃষ্টি ছিলাম
মন জানালার কাছে
পাতায়-পাতায়, এক ভাষাতে
ঘাসের ডগায় গল্প লিখে
মাটির সাথে কাব্য করে

ডাক পাঠাতাম, সংগে নিতাম
নেবার আগে ভিজিয়ে নিতাম
চাষীর সহজ চাষে!

আমি যখন বৃষ্টি ছিলাম
তোমার মনস্তাপে
কি ভেজেনি
কি ডোবেনি
কি ভাসেনি

কি করিনি সৃষ্টি

এখন যে সব বৃষ্টি মেখে
ভেজাও ভালোলাগা
ওরা কিন্তু প্রেমিক নয়
ভেজার আগে ভেজে

এমন চতুর বৃষ্টি যখন
তোমায় নিয়ে খেলে
আমি ঠিকই বুঝতে পারি
ভুল হচ্ছে
ভুল হচ্ছে
চলছে ফাঁকি কোথাও

যে বুকেতে বৃষ্টি মেখে
তোমায় চেয়েছিলাম
সে বুকেতে আজও আমি
একটু তোমার বৃষ্টি ছুঁতে

ঝরাই সবুজ বৃষ্টি!

মিথ্যে বলে লাভ নেই

মিথ্যে বলে লাভ নেই
শেখ মুজিব আমার প্রিয়নেতা
আমি তার আবক্ষ চিত্রে
আজও মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থাকি
আমি তার ভাষণ শুনতে শুনতে
বিহ্বল হয়ে যাই

আমি তার স্বপ্ন দেখার সাহস দিয়ে
আজও জীবন ভরে রাখি
আর আমি ঠিকই বুঝতে পারি
জননেত্রীরা কেন প্রতিদিন জনগণ থেকে
একটু একটু করে দূরে সরে যায়!

হায় বাংলাদেশ!
তুমি সত্যিই দুঃখবতী মেয়ে!
তোমার জন্মে ছিলো লক্ষমৃত্যু
নতুন জীবনের চিৎকার

তোমার শৈশব গেছে রুগ্নতায়
তোমার কৈশোর জেনেছে
রক্তাক্ত হতে হয়
ভালোবাসার একান্ত মানুষের কাছে

আর আজ তোমার যৌবনের দূর আকাশে
উড়ছে শকুনের ঝাঁক
ওদের ধারালো নখর কখন খামচে ধরে
প্রিয় স্বদেশ, কে জানে!

হে তোমার দেশপ্রেম
তুমি, তোমার মাকে বাঁচাও!

প্রেমের চল্লিশতম সংশোধন

শীতার্ত প্রেমের চল্লিশতম
সংশোধন আনতে যাচ্ছি
একচল্লিশে তুমি দেখবে
গুডবয় কাহাকে বলে
কত প্রকার এবং কি কি

এবার হাড়-হাড্ডি
রক্ত-মাংসে টের পাবে
আমার বিরুদ্ধে
গোলাপ লেলিয়ে দেবার বিষক্রিয়া!

তোমার কপালের অবস্থান
সরানোর চেষ্টা করছে যারা
এশিয়া থেকে ইউরোপে
দেখবে কেমন করে বন্ধ হয়
তাদের জন্য নদী ও আকাশ পথের
কথোপকথন

তোমার স্বপ্নিল হাসি নিয়ে
যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত
আমি দু শ তেত্রিশ মাইল দীর্ঘ
ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেবো
প্রেম সংকোচনের বিপরীতে
চক্ষু সংযোজন কর
যেন, তুমি সহজেই বুঝতে পারো

পৃথিবী কখনই কমলালেবু হতে পারে না
এতো নরম তুলতুলে রসালো পৃথিবী
কোথায় পাবে তুমি!

এই শীতার্ত চোখ
হাত, মুখ, কপাল

এমনকি লবডঙ্কা সুড়সুড়ির ঠোঁটদুটো
চল্লিশতম সংশোধনের আওতায় পাবে
নবায়নের কার্যাদেশ

এবার তুমি গড়তে পারবে
আঙুলে আঙুল লাগোয়া বসত
এবার বর্গায় ফল দেবে
শিমুলরাঙানো ঠোঁটের চাষবাস

চোখ আর বলবে না
ভুল দৃষ্টির গল্প
সব নাটকই লেখা হয়ে গেছে
তোমার প্রথম ঋতুকালে!

আমি তোমার জন্য সবকিছু
সহজ করে দিলাম
এক লেখার পর দুই না লিখে

তুমি কিছুতেই তিনে যেতে পারবে না!

ক্ষুধার হাত

ভেবেছিলাম জন্মচিৎকার
ডাক্তার বললেন, অম্বল
বায়ু নিষ্কাশনে
একটু দেরী হয়ে গেলো
নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন
ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ

পরের সন্তান কোলে, নেমেছি ভিক্ষায়
মা-বাবারা, দুইডা টেহা দ্যান
বুক শুকাইয়া প্যাটে ঠ্যাকছে
দ্যান দুইডা টেহা দ্যান
বাচ্চাডারে নিডো খায়ামু

এককৌটো নিডোর দাম কতো
কে জানে
গরুডা হাম্বা হাম্বা ডাকে ক্যান
কে জানে

সন্ধ্যায় আবার কোল বদল হবে
দুধের শিশু দুধ না খেয়ে
মায়ের হাতে তুলে দেবে
রাতের খাবার!

প্রথমে ভেবেছিলাম, জন্মচিৎকার
গায়ে চাপিয়েছিলাম কম্বল
গরম হতে একটু দেরি হয়ে গেলো
নিশ্চয়ই জানা আছে
ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ

ক্ষুধার হাত কত লম্বা!

স্বর্গে যাবে নাকি

পীরসাহেব
নফসের গদী ছেড়ে রাজপথে
আজ ফুঁকফাঁক পানিপড়া নেই
এই ফাঁকে মিনারেল ওয়াটারে
নিজেই ফুঁক দাও

তারপর, নিজের জ্বীনটা তাড়াও

পীরের লুঙ্গি ধরে
পুলিশ করে টানাটানি
হায় পীর!
এই কি তোমার কাজ!

আমার স্বর্গের পথ
বাড়িয়ে দিচ্ছো
রোকেয়া হলের দিকে
তুমি স্বর্গে যাবার জন্য
কত কিছুই না করছো

সুরা পড়ে, খেলছো বউ বউ
ওজু করে চুমু

আমার অতো ধৈর্য নেই

আয় হরতাল আয়

আয় হরতাল
আয়রে আয়
বারো ঘন্টায় আয়
চব্বিশ ঘন্টায় আয়
ছত্রিশ ঘন্টায় আয়
আটচল্লিশ ঘন্টায় আয়

আয় হরতাল আয়
আয় লাগাতার আয়
সকাল বিকেল আয়
দোকান ভাঙতে আয়
বাস পোড়াতে আয়
দমে দমে আয়
পল্টনজুড়ে আয়
শাহবাগে আয়
আয় উঠোনে আয়
পোলাও খাবি
কোরমা খাবি
খিচুরি খেতে আয়

আয় হরতাল আয়
স্কুল বন্ধে আয়
কলকারখানায় আয়
ক্যাম্পাসে যদি আসতে চাস
অস্ত্র নিয়ে আয়
গ্রেনেড নিয়ে আয়
আয়রে আয় আদালতে
বুড়ো আঙুল উঁচু করে
বিচার বারান্দায়

ডাকলেই যখন হয়ে যায়
ভাবছি

একটা হরতাল ডাকা যায়

মাথা ডাকে
কপাল ডাকে
চক্ষু ডাকে
উরোথ ডাকে
পা-ও ডাকে

হাঁস ডাকার মতো
চই চই ডাকা যায়
শুকর তাড়ানোর মতো
ঘোঁৎ ঘোঁৎ ডাকা যায়
মোরগ ডাকার মতো
কু উক ক্রু ডাকা যায়
গরু তাড়ানোর মতো
হট হট ডাকা যায়

ডাকলেই যখন হয়ে যায়
আয় হরতাল
আয়রে আয়
দেশে কেবল সকাল হলো

বারো বাজাতে আয়!

ঘুম ঘুম

মনটা কেমন
এলেবেলে
কিছুই ভালো
লাগছে না যে!

বলবে নাকি
কাকে পাবো
ভালোলাগার
মধ্য ভাঁজে

ঘুম আসছে
বুক খুলে দাও
বুকের ওপর
ঘুমিয়ে পড়ি

জেগে থেকে
লাভ হলো না
ঘুমিয়ে না হয়
নড়িচড়ি

ভোর জাগছে
ঠোঁট মেলে দাও
দুপুর পালাক ভয়ে

জল ডাকছে
আলিঙ্গনের
নামতা পড়ার লয়ে

মন চাচ্ছে
কাব্য করি
শিল্পতরু ঘিরে
তাই তো দু চোখ
পড়ে আছে
টুনটুনিদের নীড়ে!

ভুল

ছোট্ট ছোট্ট মন
যায় না ধরা
যায় না ছোঁয়া
ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ওড়ে
হাত ফসকে হাওয়া

বিন্দু বিন্দু মন
কে জানে, কি যে চায়
বাহির ভেতরে চায়
ভেতর বাহিরে চায়!

কি দেখে, কে জানে
কি অসুখ বহিয়া আনে!

আকাশে আকাশে ওড়ে
বাতাসে বাতাসে ওড়ে
শিশিরে ভেজে
মাটিতে গড়ায়
হিসাব কি করে সে
গণ্ডা—কড়ায়!

ছোট্ট ছোট্ট মন
একলা একলা হাঁটে

বিন্দু বিন্দু মন
গড়ায় পড়শি ঘাটে

ধুলোয় গড়ায়
পাথরে ছড়ায়
ভেতরে পড়ায়

হিসাব খোলে না
হিসেবি মানে না
নিজেকে ছাড়া
কিছুই জানে না

কার যেন চোখ
এলোমেলো চুল
আনন্দে বহিয়া আনে
এলোকেশী ভুল!

ছোট্ট ছোট্ট মন
ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ওড়ে
বিন্দু বিন্দু মন
দুপুর-নূপুরে পোড়ে

কেনো যে পোড়ে
কে জানে
কি আনন্দে
কে জানে
বিষাদ বহিয়া আনে!

পাগলামি

আমি কিছুই না
কিছুই আমার
আমি সামনে না
পিছুই আমার

আমি আমার না
আমারটা আমি
আমি বাঁচাই না
বাঁচাটা দামী

আমি ভাবাই না
ভাবাটা আমার
আমি ফিরাই না
যাওয়াটা আমার

আমি তোমার না
তুমিটা আমি
আমি পাগল না
তবু কিছু পাগলামি!

বুক চাপড়াইয়া কান্দো গো ময়না

দোয়া পড়ো, দরূদ পড়ো
দম ঝাঁকাইয়া জিকির করো
দ্বীনের নেকি মজুদ করো
ভাগ্য রজনী বহিয়া যায়

বুক ভাসাইয়া কান্দো গো ময়না
ভাগ্যের দুই পা ঝাপটে ধরো

দেখবা কেমন ফকফকা
শান্তি-শান্তি, কাঁদন নাই
চোখ ভাসাইয়া কান্দো গো ময়না
বুক চাপড়াইয়া কান্দো গো ময়না
পাইবা নেকির মস্তপাহাড়
মিলবে তাতে, শান্তি আহার

জমিন তাহার, ফসল তোমার
দাদন নাই!

বিধাতার হাতে মস্ত কলম
পাকশী মিলের দস্তা পেপার
কান্দে জরজর হওগো ময়না
তোমার বেহেস্ত সহজ ব্যাপার

ভাগ্যরজনী বহিয়া যায়
কি চাইবার আছে
কও তাড়াতাড়ি

চোখ ভাসাইয়া কান্দো গো ময়না
নইলে তোমার ভাগ্যে পাততাড়ি!

ভালো লাগে

কষ্ট দাও
ভালো লাগে
মুখ ফেরাও
ভালো লাগে
না তাকালেও
ভালো লাগে

ভালোলাগার
শেষ কি নেই!

ঘুমিয়ে পড়ো
ভালো লাগে
দেয়াল তোলো
ভালো লাগে
না চিনলেও
ভালো লাগে

ভালোলাগার
শেষ কি এই?

রৌদ্র ঢাকো
ভালো লাগে
বৃষ্টি ডাকো
ভালো লাগে
নাম ভুলে যাও
ভালো লাগে

ভালোলাগার
কি ব্যাকরণ!

ব্যর্থ ভাবো

ভালো লাগে
যা জানো না
ভালো লাগে
না, না বলো
ভালো লাগে

ফিরিয়ে দাও
ভালো লাগে
শেষ না হলেও
ভালো লাগে

হোক না তার
সব অকারণ!

হাততালির কাব্য

শেষ হয় না কবিতা
অথচ, আমার দীর্ঘ ছুটির প্রয়োজন
ভালো লাগছে এই মৃত্যুপুরির নৃত্য

সন্ত্রস্থ ছবি রানীকে নির্ভিক স্বরে
বলেছিলাম
আপনার কিছুই হবে না
কিন্তু তার অনেক কিছুই হয়েছে
তিনি ধর্ষিত হয়েছেন
এই আত্মহত্যার সাথে
কবিতাটির নির্মম মৃত্যু হতে পারতো
কিন্তু পূর্ণিমা জাগিয়ে তুললো পুনর্বার

তাকেও বলেছিলেম
স্বদেশ এখন শান্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
শস্যের মতো রমনীয় হবেন আপনি
অথচ চব্বিশ ঘন্টা পার না হতেই
তাকেও এসিড দগ্ধ হয়ে
নির্মম মৃত্যুর স্বাদ নিতে হয়েছে

পূর্ণিমার মৃত্যুর পর কবিতাটি
নিশ্চিত শেষ হতে পারতো
কিন্তু হলো না
সিমি, রিমির জন্য তার শরীর
আরও স্ফীত হয়েছে

আজও নতুন কলম হাতে
ফাহিমার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে
তাদের ক্ষত বিক্ষত শরীর না দেখে
কবিতা কিছুতেই থামতে চাইছে না
অথচ সমাপ্তি দরকার

আমারও প্রয়োজন দীর্ঘ ছুটির
একবার তিহায়তি দ্বীপে
স্বেচ্ছা নির্বাসন চাই
জেনেছি, ওখানে নারীরা প্রতিদিন ভোরে
তরতাজা গোলাপের পোশাক পরে
সেখানেও পুরুষ আছে
পুরুষ্ট পুরুষ

সেই পুরুষ কোন আভিধানিক শব্দ নয়
যেখানে ধর্ষণের সমার্থক শব্দ দিয়ে
হাততালির কাব্য করা যায়!

নষ্টের আখ্যান

ফুল আর ফুল
ফুলের আড়ালে
কোথায় লুকিয়ে কুঁড়ি

অলস দুপুরে
নূপুরে নূপুরে
বেজে যায়, রিমঝিম
রিমঝিম বৃষ্টিতে
বাজছে কোথায়
লাল-নীল কাঁচের চুড়ি

পাখি আর পাখি
পাখির ডানায় লুকায়
কি মায়াময় প্রজাপতি

পাতায় পাতায়
ঝিরিঝিরি পাখনায়
ঘুম ভাঙে
ঘুম আসে
চোখজুড়ে স্বপ্ন
এ যেন বিরাণ ঘরে
হঠাৎ অমরাবতী

নদী আর নদী
বয়ে যায় গোপনে
গোপন হৃদয়ের কোণে
স্রোতের বাহু তার
ছড়িয়ে নাভি নীলাম্বরে

বুকে, মুখে, ঠোঁটে
এঁকে দেয় বিস্ফোরিত চুম্বন

মোহনার সংগম
তাই তো জাগে
তোমার গোপনে

রাত আর রাত
দিনের ভরাট উব্রুতে
মাঘী সূর্যের খরতাপ

পুড়ে পুড়ে প্রিয় হয়
বিছানায় সাজানো পাপ!

পোড়ে পোড়ায়
সিগ্রেটের দহন প্রেমে
জীবনে থাকবে না
নষ্টের আখ্যান
তা কি হয়!

যে যাই বলুক; কষ্ট কিন্তু নিজের

ভালোবাসো, আর নাই বাসো
রাত্রি ফুরিয়ে আসবে, আগামীকাল

পাখির কণ্ঠে জাগবে, নতুন ভোর
ঠোঁট ছাড়া দুপুরের ঠোঁট
হবে না লাল

ভালোবাসো, আর নাই বাসো
গোলাপের তাতে
কী বা এসে যায়
জোছনা দেয় কি কারো
বিরহের দাম
রাতের ঝিঁঝিঁ'রা
ডাকবেই অবিরাম

ভালোবাসো, আর নাই বাসো
চাঁদের বুড়িটা থামাবে না
সুতোকাঢা

পাখিরা এসব ভেবে
ঝরাবে না পাখনার ঘাম
নারিকেলপাতা
মাথাটা নুইয়ে বলবে না
বাবুরা ছেলাম!

ভালোবাসো, আর নাই বাসো
দেয়ালে, দেয়ালে
টিকটিকি দেবে, ঠিকঠিক
চশমার কাঁচে দড় হবে
সময়ের পরাভব
ফ্রকের গভীরে বিদ্রোহী হবে

পুতুলের শৈশব!
ভালোবাসলে যা হয়
হতে হয়
না বাসলে তাই হয়

তাই হবে ফের
ভেবে দেখো
ভালোবাসবে কি
বাসবে না

যে যাই বলুক
কষ্ট কিন্তু নিজের!

লাভবার্ডের মায়াবি পাখায়

কবিতার চেয়ে
সেদ্ধ ডিমের দাম অনেক বেশি
ভাবছি, কি করা যায়
আনন্দে গেলাম ভাগ্য গণনায়

ক দিনে শিখলামও বেশ
শুরু ও শেষ; মানে, অবশেষ

এখন রমনী কিংবা বালিকার
নরম তুলতুলে হাত
না ধরেই বলতে পারি
কোনটি বাম, আর কোনটি ডান
কোনটিতে খোটা যায়
বীজমাতৃকার সোনাধান

আয়ুরেখা না ছুঁয়ে, বলে দিতে পারি
সহজে, বেঁচে আছো বেশ
আয়ুর ট্যাঙ্কে লাগবে না টিন
আগামী বছরে তোমার
আরও এক জন্মদিন

বিবাহ রেখায় আছে
রাষ্ট্রের অনুমোদন
আঠারো বছর অপেক্ষা দরকার
যদিও আমার চেয়ে
এই রেখা ভালো বোঝে
গণতান্ত্রিক সরকার!

তবে প্রেম রেখায় আছে অবনতি
গুনতে শিখিনি ঠিকঠাক
শেখায়নি গুরুজি!

কবিতার চেয়ে
যখন সেদ্ধডিমের দাম বেশি
আসুন লাভবার্ডের মায়াবি পাখায়
তখন মুখ গুঁজি!

নরম মৃত্তিকা খুঁড়ে

যতদূর জানি
নিজের জন্য সবার কিছু
অপেক্ষা থাকে
নিজের সঙ্গে কথা বলার পর
অন্যের সঙ্গে কথার প্রস্তুতি নেয়

আমি নিজের ভেতর তেমন কাউকে
বলতে শুনিনি, থিতু হও
স্থির থাকো
নিজের ভেতরেই তাকাও চারচোখে

যতদূর জানি
সবাই একটি গন্তব্য নির্ধারণ করে নেয়
সদর দরজায় মোটা অক্ষরে
লিখে রাখে, নিজের নাম ও পদবী
তারা সচরাচার কলিংবেল না বাজিয়েই
ঘরে ঢুকতে চায়

আমি এ সবের কিছুই বুঝি না
বরং লিখে রাখতে ভালোবসি
শেখ নজরুল বাড়ি নেই

বাবার রাখা নামটাও
কেটে ছেটে কি হালই না করেছি
যদিও লিখতে পারিনি ঠিকঠাক

বসতে পারিনি
হাঁটতে পারিনি
ঘুমুতে পারিনি
জাগতে পারিনি

এমন কি, প্রকাণ্ড সু সংবাদেও
ঘোষণা করতে পারিনি, ভালো কিছু

আমি নিজেই দাঁড়িয়ে আছি
প্রিয় উচ্চারণের নিঃসঙ্গতায়
আমার ভেতরে অন্য কেউ প্রিয়
অন্যরাই যথেষ্ট সুসংহত
মনের জায়গা একটু খালি হলেই
বসে পড়ছে অন্য কেউ
অন্যরাই অনুভব করতে পারে
আমার অবস্থান

আমি আমার, উত্তল অবতল
ভালোমন্দ, কিছুই জানি না
বরং সহজেই বলতে পারি
কার কেমন কোমরের মাপ
কার শরীরে মানায় কেমন পোশাক
কার মাঠে চলে কোন খেলা

আমার ভেতরের নরম মৃত্তিকা
খুঁড়ে দেখার সাধ্য নেই আমার

অথচ, না মেপেই বলে দিতে পারি
তোমার দিঘির গভীরতা!

মনে হয়

ভালোবাসি, ভালোবাসি
জেগে থাকি, পাশাপাশি
ভালোবাসি, কাছে আসি
মনে হয়, সারক্ষণ
তার কাঁদা জলে ভাসি

তবু যেন মনে হয়
কম হলো, বেশি নয়

ভালোবাসি, ভালো লাগে
লিখি তাকে মোটাদাগে
ভালোবাসি, ভালোবাসি
কত আমি অভিলাষি

তবু যেন মনে হয়
কম হলো, বেশি নয়

ভালোবাসি, ভালোবাসি
সুরে সুরে, বলে বাঁশি
মনে হয়, সারাক্ষণ
তুমি আমি কাছে আসি

তবু যেন মনে হয়
কম হলো, বেশি নয়!

কথা ছিলো

কথা ছিলো
দেখা হবে
চোখে চোখে
দেখা নয়

কথা ছিলো
কথা হবে
একান্তে নিশ্চয়

কথা ছিলো
বুকভরা
দু জনের
মুখভরা

কথা ছিলো
বৃষ্টিতে
ভেজা-ভেজা
দৃষ্টিতে

কথা ছিলো
জল হবে
রোদেপোড়া
জল নয়

কথা ছিলো
রাত হবে
নিরিবিলি
নিশ্চয়

কথা ছিলো
কত কথা
ডাকি যেন
বনলতা

বন থেকে
তোলা নয়
বুনোঝড়ে
দোলা নয়

মনে যদি
সেই কথা
দূরে কেন
বনলতা

বন পোড়ে
একা একা
আর কবে
হবে দেখা!

মাতৃভাষা

এক সাগর রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে
চারটি বর্ণের প্রগাঢ় উচ্চারণ বলছি
ভালোবাসি

অথচ বর্ণমালার পূর্ণ সংসারে
কত আনমনা তুমি
আজও পারলে না সাজাতে
সেই শব্দগুচ্ছের প্রেম!

রক্তস্নাত একটি প্রাণিত স্পন্দন
ভালোবাসি
চারটি বর্ণে আলোড়িত
পুরুষ্টু উচ্চারণ
ভালোবাসি

সামরিক বুটের নিচ থেকে উঠেআসা
বিদ্রোহী বর্ণমালা
তোমার–আমার ভালোবাসায় মেশা
আরক্ত শব্দাবলী
আজও পায়নি কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের সন্ধান

তোমাকে সহজেই বলেছি
মাতৃলালিত প্রেম
তোমাকে আনায়াসে বলছি
বুলেটবিদ্ধ মাতৃভাষা
বলছি, এসো পাশাপাশি বসি
আগামী পড়ি, মাতৃভাষায়
বলছি এসো, বাংলায় আঁকি
দু জনের দৃষ্টিমুগ্ধ সময়

হাজার বছর আগে বলেছি
বলছি আজও
বলবো আগামীকাল

তোমার লালঠোঁট আঁকা ছিলো
আমাদের মাতৃভাষার রক্তপ্লাবিত
দীর্ঘ সম্ভাবনায়

এই তো সেদিন জেগেছিলো
শালিক সকাল
যে সকাল মুখর ছিলো
শিউলির শুভ্র মাতৃভাষায়

কত আগে দুপুর নেমেছিলো
মনে নেই ঠিকঠাক
কত রাত এখানে জেগে আছে
পেঁচাদের প্রেম

জানি না কিছু
কোন ভাষায় বেহুলা কেঁদেছিলো
সে কি কষ্টের মাতৃভাষা
কোন ভাষা ছিলো নাগিনীর ফণায়
সেকি জীবনের মাতৃভাষা

যখন মাঝিরা গানে গানে
পাড়ি.দেয় উজান স্রোত
কি তার ভাষা

যখন পাঁজরের ভেতরে
কাতরায় বারোয়ারি ক্ষুধা
কি তার ভাষা

জানি না
অনাগত বসন্তের মাতৃভাষা
প্রেম নদী ফুল পাখি, নাকি বৃক্ষ!

শুধু জানি, তোমার বুক ছুঁতে
স্রোতস্বিনী বয়ে যায়, মাতৃভাষায়

দিন বদলের বৈশাখ

জেগে আছে রাত্রি
দিন গেছে ঘুমিয়ে
তবু তুই ভালো থাক

তোর জল মুছে দিতে
বারবার আসবেই
খরতাপী বৈশাখ

তোর ঘরে জানালায়
বকুলের মগডালে
বসে যদি দাঁড়কাক

অশুভ শক্তির
কালোহাত ভেঙে দিতে
তাই আসে বৈশাখ

প্রতিদিন চুরি হয়
বিজয়ের সুর বাঁধা
হৃদয়ের ঢোলঢাক

নতুনের গানে-গানে
তাই আসে ঘরদোরে
ঝঞ্ঝার বৈশাখ

আছে কান্না প্রিয় নদীটির
আছে কষ্টে মালতির উলুশাঁখ

অসুরের সেই হাত
ভেঙে দিতে আসবেই
সুপুরুষ বৈশাখ

আছে ভাঙা স্বপ্নের
কালো রাত্রির
কর্কশ চিক্কুর
হাকডাক

তাকে তাড়াতে
জ্বালাতে পোড়াতে
আসে রাঙাবৈশাখ

আমাদের আবাহনে
স্বপ্নে জাগরণে
ভালো কিছু না-ই থাক

তবু সব পথে-পথে
সোনাঝরা ধূলি মেখে
থাকবেই বৈশাখ

বছরের যত ভুল
যত জ্বরা, যত ক্ষতি
মহাশূন্যে হারাক

আগামী ফসলে
বাধভাঙা জোয়ারে
আসবেই জীবনে, বৈশাখ

মায়েদের অপমান
বোনেদের কান্না
ঘুচবেই—ঘুচে যাক

জীবনের মহালয়ে
বাংলাকে জাগাতে
আসে এ বৈশাখ

আগ্নেয়াস্ত্র

এখন আর নখ কাটি না
সরাসরি আঙুল কাটি
গত ফালগুনে কেটেছি সাড়ে তিনটা
এ বর্ষায় গেছে পৌনে চার
আসছে হেমন্তে কি হবে, কে জানে

আজ অনেকটা রক্ত ঝরেছে
বিকেলের গায়
সারাটা আকাশে মউ-মউ
ডেটলের গন্ধ ভরপুর
মেঘের বিছানায় পড়ে আছে
সাদা সাদা টুকরো ব্যান্ডেজ

ভাবতেও ভালো লাগছে
শেষ সম্ভাষণের শেষের আগে
স্পষ্টত বুঝতে পারছি
পরবর্তী দৃশ্যপট

সে-ই কবে থেকে চলছে
কাটাছেঁড়া আর অস্ত্র হারানোর
নাটকীয় মহড়া

তবু, কখনই স্বীকার করি না

যুদ্ধের আগের রাতেও
অনায়াসে হারিয়ে যেতে পারে
তাবিজ বাঁধা আগ্নেয়াস্ত্র!

শান্তি

শান্তি আসিতেছে, শান্তি ভাসিতেছে
যে কোন মূহুর্তে
তার শুভমুক্তির সম্ভাবনা

সবার হৃদয় নাচুক, নাচুক সবার হৃদয়
বুক—ধুক ধুক, ভয় নেই
শান্তি আসিতেছে, নিশ্চয়!

এক সে শান্তি আসিয়া, চলিয়া গেলো
পায়ের কাছে শান্তি, গলিয়া গেলো

আবার আসিতেছে, মহা সমারোহে
ছড়াইতে উত্তাপ
কাঁধে কাঁধ, বুকে বুক
মনের ভেতরে পাপ

কি দেখিলাম—লম্ফ-ঝম্প
শৃঙ্খলিত সংযম
পেয়াজ রসুন লণ্ডভণ্ড
তেল্‌তেলে চমচম!

শান্তি আসিতেছে
কাছাকাছি আসিয়াছে, বোধহয়
সারাটা শরীরে তার
কি দেখিলাম
সে কি নয়?
ক্লান্ত গন্ধ থু থু ছিটাইয়া
রাজনৈতিক প্রলয়

শান্তি আসিতেছে, শান্তি আসিতেছে
সত্যি কি আসিতেছে!
নাকি, পতনে বাড়িবে
নতুন সংশয়!

ব্যাধি

ভাবছি, বলেই ফেলি
ভালোবাসি তোরে
তোর এক চোখ
আর আমার আধাতে
আয়, বানিয়ে ফেলি
রাতমাখা দূরবীন

তোর ঠোঁট কাব্য পরুক
টানটান গদ্য
আর আমার গদ্যে ঘুমাক
মলাটবন্দি সম্মোহন!

তোর বুক কাঁপুক
সাতষট্টি মাত্রার রিখটার স্কেলে
আর আমাদের মাথার নিচ থেকে
বালিশ-বালিশ ভোর ভেঙে যাক
আমাদের চুরমার মন
উদ্ধারে আসুক
প্লাটুন ভেঙে, ফায়ারব্রিগেড

জানিস তো
নিরাপত্তাও কিন্তু
এক ধরণের মারণব্যধি!

ভাবছি, বলেই ফেলি
ব্যধি ছাড়া
ভালোবাসা হয় নাকি!

বহমান চোখ

তুমি যখন জাগাও
তখন জেগে উঠি
একটুও নেই লুটিপুটি
মনে নেই
কবে নিয়েছি ছুটি

ভুলে যাই
পাসওয়ার্ড কি তোমার নামে
এতো সহজে ইন হলে
খামোখা কে আর থামে

কে সে
যে জানায় ভুল. তক্ষুনি
জানি না, কার চোখ
বুক আর আঙুল গুনি

ইনবক্স ভরে আছে
এর-ওর বহমান চোখ
খারাপ লাগে না তাতে
সে যতো খারাপই হোক

নজরে আছি
নিশ্চিত আছি, মেমোরিতে
আশ্বিনে না হোক

না খুলে তুমি
পারবে না শীতে!

অনেক বড়ো হয়ে গেছি

অনেক বড়ো হয়ে গেছি
এখন কেটে ছেঁটে
ছোট করা যায় কিনা দেখো
দেড়মুখ ধারোলো ব্লেডে
নিঃশব্দ আরামে, নির্বিঘ্ন ভয়ে
চুলের মতো, নখের মতো
দেখো পরিপাটি করে
ছেড়ে দেওয়া যায় কিনা
অতিথি পাখির দলে

অনেক শক্ত এখন সবকিছু
ওপর নিচে, অনেক দড়

কাকরের মতো
পাথরের মতো
ইতিহাসের মতো
ভূগোলের মতো
পৌরনীতির মতো
অর্থনীতির মতো

এখন ভেঙে ফেলাটা
তোমার জন্য অবশ্য করণীয়
বিধিও ভাবতে পারো

যে ভাবে কাঁপাচ্ছো
এ সব তুচ্ছ কাঁপে
হবে না কিছুই
সামান্য দৌড়-ঝাঁপ
চতুর ক্লান্ত
তারপর মোড়ের ক্যাফেতে
কফির চুমুকে বলা, থ্যাংকস গড্

আমি কিন্তু এর চেয়ে
অনেক বেশি কম্পে অভ্যস্থ
কম্পে কম্পে অনেক হেলেছি
অনেক দুলছি মাটির চেয়ারে

সোজা এবং শক্ত থাকাটাই
আমার কাজ
কে কোথায় কখন হেলে পড়লো
আমার কিছুই যায় আসে না

বরং, আমি শক্ত এবং সোজা হয়ে
অপেক্ষা করি, ভূমিকম্পের বিপরীতে!

সোজাসুজি উল্টো

আমি যা ভাবি, হয় তার উল্টো
বহুদিন পুরোপুরি উল্টো থাকার পর
সোজা হবার চেষ্টা করে
আবার উল্টাই
এবং অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করি
উল্টোগুলো দারুণ সোজা

সোজাসুজি উল্টো নিয়ে
ভিষণ বিপদে আছি, মেয়ে

বিশ্বাস না হয়, আমার ভেতরে
সোজাসুজি ঘুমিয়ে দেখো
পাল্টানোর বিপত্তি কত

উপুড় হলে সুড়সুড়ি দেবে
চিৎ-কাত
এ পাশ ফিরলে
ও পাশের চোখে আগুন ঝরবে

আমার পক্ষে রাজ্য পরিচালনা ছাড়া
আর কিছু সম্ভব নয়!

যখন, আমার অনুমতি ছাড়াই
গোলাপ ফুটছে হরদম
পাখিরা পুলিশের স্কোয়ার্ড ছাড়াই
পৌঁছে যাচ্ছে বৃক্ষসভায়

উল্টোর বিপরীতে
পাল্টে যাচ্ছে নদী
বুঝতে পারি
আমার পক্ষে রাজ্য পরিচালনা ছাড়া
আর কিছু সম্ভব নয়!

কেউ বলেছিলো

এখন সকাল
কেউ শিখিয়ে দিয়েছিলো
কেউ বলেছিলো
সকাল হয় ঘুম ভাঙার জন্য
কেউ বলেছিলো
এটা দুপুর
দুপুর শেষ হলে
একটা বিকেল নামে

বিকেল মানে ক্লান্তি
এটাও বলেছিলো কেউ
তা না হলে
ঘরে ফেরায় ব্যাকুলতা কেন

কেউ বলেছিলো
এটা নদী
ও অনেক গল্প জানে

কেউ বলেছিলো
এটা বৃক্ষ
ওর মা আছে
ভাই বোন বৌ, সবই আছে
ওরও আছে ভালোবাসা

কেউ বলেছিলো
পড়ো খোকা, পড়তেই হবে
অ আ ক খ

কেউ কেউ
অংক ঢুকিয়ে দিয়েছিলো মাথায়
তারপর থেকে
এমন গোয়াড়–বেহিসেবি

মন চায়

মন চায়
আরেকবার মরে যাই
অথচ, আকাশে অবাক জোছনা

আর একটু আগে মনে হলে
এটিই হতো আমার সব শেষ কবিতা
কি সুন্দর মরে যেতাম আমি!

গতবারের যেমন তেমন মরে যাওয়া
পুষিয়ে নিতে পারতাম, নিশ্চিত!

পর্যটন

তুমি পূর্ব থেকে এসো
পশ্চিম থেকে এসো
তুমি দক্ষিণ থেকে এসো
উত্তর থেকে এসো
আমার বুক কক্সবাজারের
লোভনীয় সৈকত
আমার চোখ হরপ্পা মহেঞ্জদারোর
দারুণ উপমা

আমার চুল সুন্দরবনের
ঘন সবুজের মোহমায়া

তুমি আকাশ কাঁপিয়ে এসো
মেঘের ঠোঁট ছাপিয়ে এসো
তুমি পাতাল ফুঁড়ে এসো
আকুল জোছনা মাখবে এসো

আমার পৌরাণিক আঙুলগুলো
ঝাউবনের মতো দুলে দুলে ওঠে
আমার কপালের বলিরেখায়
প্রতিভাত হয় পাহাড়ের অরূপদৃশ্য
আমার পিঠে অসহায় ক্রীতদাসের
মুক্তির অনাবিল আনন্দ

তুমি দীঘল রাত্রে এসো
মুগ্ধ সকালে এসো
বিমূর্ত বিকালে এসো

এখানে সুলতান আছে
আছে, দীর্ঘ পেশীর মাংসাল ক্যানভাস

এখানে জয়নুল আছে
আছে দুর্ভিক্ষ থেকে সুসময়ের চারুকলা।

এখানে লালন আছে
আছে অচীন পাখির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা

এখানে রবীন্দ্রনাথ আছে
আছে জেগে, আমার সোনার বাংলা

এখানে নজরুল আছে
আছে, বিদ্রোহে জেগে মানুষের জয়গান

তুমি নির্ভয়ে এসো
তুমি নির্মলে এসো
তুমি ছড়িয়ে এসো
তুমি কাঁটাতার উপড়ে এসো
তুমি পাশপোর্ট ছিঁড়ে এসো

এখানে রাঙামাটি রাঙা হয়
এখানে তামাবিল সোনা হয়
এখানে কুয়াকাটার স্বপ্ন সৈকতে
সূর্য ডোবে, সূর্য ওঠে, সূর্য লাউডগা

এখানে নারীর বুকে নদী বয়
নদীর বুকে ভরে প্রেম
এখানে রমনীর পা দুটি
আলতার চেয়ে গাঢ় লাল
এখানে মায়ের মমতায়
জেগে থাকে শাপলার বুক

এখানে জীবনানন্দের বনলতা
চিরকালীন বিদিশার নিশা
এখানে হাসন রাজা
জীবন থেকে জীবনে বহমান
এখানে শাহ করিমের দেহঘড়ি

মরমে বাজে ঢং ঢং
এখানে চায়ের বাগান ঘিরে
কচি-কচি পাতাময় উৎসব

তুমি যেখানেই থাকো
সোনার বাংলায় তোমাকে নিমন্ত্রণ
তুমি যেখানেই যাত্রা শুরু করো
এখানেই হোক
তোমার প্রথম যাত্রাবিরতি

মুগ্ধতায় ভরা ষড়ঋতু
তোমার জন্য থাকবে অপেক্ষায়
গ্রীষ্মে এলে পাবে
গনগনে আগুনের সাজানো প্রেম
বর্ষায় এলে শুনতে পাবে
রিমঝিম নূপুরের সঙ্গীত

শরতে এলে পাবে
কাশফুলের ঠোঁটে শুভ্র চুম্বন
হেমন্তে এলে পাবে
নবান্নের অকৃত্রিম হাসিময় আঙিনা
শীতে এলে পাবে কুয়াশা সকাল

পাবে ভাপা পিঠার ছোঁয়া
বসন্তে এলে মন ভরিয়ে দেবে
কোকিলের কুহু কুহু

আমার সারা দেহ-মন
উন্মুখ তোমার জন্য
কেবল তোমার জন্য
খোলাখুলি মুক্ত পর্যটন

তোমার ভেতর ছড়িয়ে থাকা

একটা নদী গল্প করে
একটা পাখি গল্প করে

একটা আমি তাকিয়ে দেখি
একটা তুমি তাকিয়ে দেখো

একটা তুমি নীরব থাকো
একটা আমি চুপ করে রই

তোমার ভেতর ছড়িয়ে থাকা
সেই আমিটার গল্প কই!

একটা আকাশ নীল হয়ে যায়
একটা মেঘে বৃষ্টি নামে

একটা তুমি, ঠিক লেখা হয়
আর এক তুমির জন্মনামে!

টান

দেখি দেখি করে, আর
দেখা হলো না
পেছনে সময়, সামনে সময়
এতো যে সময়, তবু
সময়ে সময় হলো না

তুমি কি দু জনে একা
আমিও অর্ধেকে একা
একাটুকু আজও ঠিকঠাক রঙে
একান্তে একা হলো না

পায়ে পায়ে পথ
আঙুলে আঙুলে পথ
কত চেনা মাটি
কত হাঁটাহাঁটি, তবু
ফিরে দেখে
ফেরা হলো না

জলে জলে ভাসা
সকালে দুপুরে সাঁতার ·
কত চেনা নদী
বয় নিরবধি, তবু
ভাসা হলো না

তখন সাগরে যাই
তখন সংগমে যাই
তখন মরণে যাই

যাই-যাই-যাই করে
এতো টানাটানি
মনের ভেতরে, তবু
টান পড়ে না

আমাদের চাওয়াগুলো

আমাদের চাওয়াগুলো
ছোট ছোট
হাত দিয়ে ধরা যায়
চোখ দিয়ে ছোঁয়া যায়
নির্বক জল দিয়ে
ধোয়া যায়

আমাদের চাওয়াগুলো
গ্রাম থেকে আসা
ধুলো মেখে হাঁটে
রোদ মাখে ঘাটে

আমাদের চাওয়াগুলো
ঘাস ফড়িংয়ের মতো

ছোট ছোট লাফ আছে
ঠিকঠাক মাপ আছে
তার সাথে ওড়াউড়ি
খুব অল্প চাওয়া
ঊনিশ কি কুড়ি

খুব বেশি নয়
খুব শান্ত, খুব শান্তি

সর্বনেশি নয়

আমাদের চাওয়াগুলো
পানির দরে বিকিকিনি
খাই-খাই ভাব নেই
ধীর লয়ে হাঁটে
খালি পায়ে আলপথে

মাঠে ঘাটে
বর্ষায় ভেজে
রাতলেপা মেঝে
মাটি রঙে সেজে

আমাদের চাওয়াগুলো
ধারহীন, কাটাছেঁড়া
হাফ শার্ট, লাল শাড়ি
কালো পাড়, ভারি-ভারি
পরিপাটি ভাঁজ নেই
চারু-কারুকাজ নেই
পরশুতে আজ নেই
একটা মায়াবী গন্ধ
খুব সাধারণ ছন্দ

আমাদের চাওয়াগুলো
বারোয়ারি, মুখ চেনা
ডাল-ভাত আলু বুটি
যেমন তেমন ঠোঁট দুটি
একটু রাস্তা—কাঁচা-পাকা
মোড়ে মোড়ে আকাবাঁকা

একটা মায়াবী হাসি
তুমি আছো
আমি আছি
হোক সেই কাছে থাকা
দুঃখ-কষ্টমাখা
বানভাসী

আমাদের চাওয়াগুলো
হয় তুমি, নয় আমি
হোক সে বিরাণ—বিবর্ণ, তবু
সব শস্যে অনুগামী!

দরজা না থাকলে বাড়ি বলা যাবে না, এমন তো নয়

অস্বীকার করো
কঙ্কালে ফিরে যাই
মীমাংসা হোক
অমীমাংসিত করোটির
দরজা না থাকলে
বাড়ি বলা যাবে না
এমন তো নয়

ওই যে বাড়ি
ওখানে সিমেন্টের গন্ধ পোহায়
রুপোলি বালিয়াড়ি

অস্বীকার করো
ইট পাথরে ফিরে যাই
কংক্রিট–মশলা হয়ে
ঘুরতে থাকি আসিয়ান বয়লারে

জানালার বোতাম লাগাই
দরজার চেইন টানি
চৌকাঠের বেল্ট বাঁধি

অস্বীকার করো
ভেবে দেখি
দরজা না থাকলে
তোমাকে বাড়ি বলা যায় কিনা?

তোমার বাঁকাদৃষ্টির প্রতি

তুমি সুন্দর
তুমিই বাজাতে পারো, ঝর্নার বিহঙ্গ

তুমি পাশে থাকলে
কে করে বর্গায় বিস্তৃত, কষ্টের চাষ!

যাদুকর, যখন
সুন্দর রমনী দেখাবার প্রতিশ্রুতি দেয়
আমার বিশ্বাস, তখন তারা
তোমার কথাই ভাবে

এমনকি ধর্মগ্রন্থে
সামান্য সংশোধনীর সুযোগ থাকলে
তোমার প্রতি অকৃপণ বিশ্বাসই
যুক্ত করতাম আমি
করিনি, এমন কথা বলছি না!

আমি বলতেই পারি
প্রেমতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনায়
রাষ্ট্রপ্রধানের বামপাশে তোমার দৃষ্টি
আর ডানপাশে অবশ্যই রাখা উচিৎ
তোমার ঠোঁটসমগ্র

এমনকি, তোমার বাঁকাদৃষ্টির প্রতি
গভীর পর্যবেক্ষণ দরকার
উড়ালসেতুর মূল্যবান বাঁক পেরুতে
আমাদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে!

উচ্চমাত্রা

পুউর
গরিব থেকে একটু উচ্চমাত্রার
যাদের মাত্রাজ্ঞান নেই
তারাও জানে ভালো

গরিব, গরিবই ছিলো
এই তো সেদিনও
তখনও বিশ্বব্যাংক ছিলো দেশীয়
তারা জাল বুঝতো, মাছ বুঝতো
তারা মুড়ি বুঝতো, মুড়কি বুঝতো
এখন দিন বদলেছে
এখন যা বলি, তার সঙ্গে তারা
ক্ষুধা যোগ করছে
তারা গরিব শব্দটি চড়ামূল্যে
বিক্রির ব্যবস্থা করছে

গরিব দেশ, মানে–ধনীর গবেষণাগার
গরিবের বৌ, সবার ভাবী
ভাবীর কাছে কত আবদার
কত না দাবী!

আইএমএফ–এর সব দফতর
এখন ভাবী'তে ভরপুর
ওরা যাবে না ফিরে
যতই করো, দূর দূর!

ঘুম

ঘুমিয়ে আছি
এখনকার অবস্থান
সম্ভবত, চিৎয়ের কাছাকাছি
জানি, এভাবে থাকাটা
মোটেও পরিবেশবান্ধবী নয়
কি করা যাবে
ঘুমের ভেতরেও টের পাই
পাশ ফেরাটা কত কঠিন
এবং কসরতসম্মত

বালিশদুটো মাথা থেকে
সরে যাচ্ছে দ্রুত
অবস্থান নিচ্ছে
হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালিতে

পায়ের কিঞ্চিত ওপরে রাখা
যত্নআর্তির কাঁথাটা
কোমর ভেঙে হাবুডুবু খাচ্ছে
মেঝের ধূলিতে

ঘুমের ভেতরে
জলের গ্লাস ছুঁয়ে বলেছি
কি সুন্দর তুমি
ভালোবাসি তোমাকে

হে জল

সত্যি বলছি
এখন আমার কোন তৃষ্ণা নেই

অপেক্ষা অনেক হলো
হোক না

ফাঁক গলানোর চেষ্টা করো না, বন্ধু!
একটু ঘুম
খুব কি বেশি
আমি তো তোমাদের জন্য
জেগেছি এতো কাল

আমি কি গোলাপের মৃত্যুতে
কাঁদিনি বুক ভেঙে
আমি কি তোমার মনের জন্য
ভাঙেনি মন্বন্তর

একটু ঘুম
খুব কি বেশি
ঘুমের ভেতরে
যখন, এতটা নির্ঘুম আমি

এই দেহমন

হারানো সে নদী আমার
ফিরিয়ে দিলো কে
সারা দুপুর কাটলো আমার
সাঁতার কেটে যে

হঠাৎ আমার রাত্রি এলো
ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে
ভালোলাগার গল্পগুলো
বলছি বসে মাকে

শিশুবেলার পাঠশালাটায়
পড়ছি বসে—অ আ
তার সমুখে নিচ্ছি শপথ
মিথ্যে বলবো না

দেশকে ভালো বাসছি কি না
ভাবছি এরই মধ্যে
পিছন থেকে স্মৃতি এসে
বলছে সবই শোধ দে

হারানো সেই ভোরের আলো
ফিরিয়ে দিলো কে
ঘাস জড়ানো পায়ের পাতা
শিশির মাখে যে

হঠাৎ আবার সকাল এলো
পাখির ডানায় উড়ে
ঘর থেকে পা বাড়িয়ে দিলাম
উঠোন থেকে দূরে

ধানের ক্ষেতে কাঙাল চাচা
শিষের মায়ায় দোলে

সেই রাহেলা উঠোন পোছে
ছাওয়াল নিয়ে কোলে

হঠাৎ আবার বৃষ্টি ঝরে
লাউয়ের ডগায় চুঁয়ে
সজনে ডালে বেজোড় শালিক
খুব পড়েছে নুয়ে

হঠাৎ সবই পাচ্ছি ফিরে
হারানো সব কিছু
হঠাৎ যেন সামনে দাঁড়ায়
যা ছিলো সব পিছু

হারানো সে বৃষ্টি এখন
পুকুর পাড়ে নে
এই দেহমন নতুন করে
দে ভিজিয়ে দে!

স্বরবৃত্ত

যা দেখাবে
তা দেখি না
যা দেখি না
তাই দেখাও

যা শেখাবে
তা শিখি না
যা শিখি না
তাই শেখাও

যা ভোলাবে
তা ভুলি না
যা ভুলি না
তাই ভোলাও

যা দোলাবে
তা দুলি না
যা দুলি না
তাই দোলাও

যা বলাবে
তা বলি না
যা বলি না
তাই বলাও

যা গলাবে
তা গলে না
যা গলে না
তাই গলাও

যা দাঁড়াবে

যা দড় না
তাই দাঁড়ায়

যা হারাবে
তা হারে না
যা হারে না
তাই হারায়

যা তোমাতে
তা তুমি না
যা তুমি না
তাই তোমার

যা আমাতে
তা আমি না
যা আমি না
তাই আমার

হায় ঠোঁট

হায় ঠোঁট
কর্তনদন্তে চেপেধরা
শিরশিরিয়ে ওঠা ঠোঁট
ভাষাহীনতা থেকে
ভাষাময়তার দিকে
দৌড়ে যাওয়া ঠোঁট

পড়োনি আজও
অস্ফুট শিল্পমাধ্যম
বোঝোনি
সবকিছু বলতে নেই
তার কিছু বলাতে হয়!

হায় ঠোঁট
মহাকাব্যের স্তুতিময় ঠোঁট
ভাষা ও ভাবের শৃঙ্গারসিক্ত ঠোঁট
শীতাতপ নিয়ন্ত্রত শপিংমল থেকে
ঘুরেআসা
লাল-গোলাপী-সবুজ-হলুদ, বেগুনী
খয়েরি ডানার ঠোঁট

বৃষ্টিতে পোড়া পোড়া
আগুনে ভেজা ভেজা ঠোঁট

জানো কি?

কাঁপানোর ক্ষমতাই ভূমিকম্প নয়!

নিলাম

তারপর
এই আমি!

দ্রুত শেষ হলো
এ দেহের নির্মাণকাজ
শুরু হলো আনন্দে
নিজস্ব বসবাস

দিন যায়
মাস যায়
বছর যায়
পার হয়ে যুগ
নিলাম হলো অবশেষে

ডাক ওঠে

পাঁচ
দশ
পঞ্চাশ
এক শ'
সহস্র!
লক্ষ ডেকে
লক্ষ্য ভেদ করার
সম্ভাবনা নেই. জানি

তবু চুপিচুপি বলি
সুদ আর আসল মিলে
বিরাট কিন্তু সে দায়

জানো তো
নিলাম মানে, সস্তা নয়
যদি নিজেকে
নিজে কেনা যায়!

ক'টা থেকে কখন

এখন আর, ঘুম আসে না
চোখটা কেবল বন্ধ হয়
ক'টা থেকে কখন নিয়ে
সকাল-দুপুর দ্বন্দ্ব হয়

এখন আর, সে হাসি নেই
ঠোঁট করে যায় অভিনয়
চোখ আঁকে যা, আরেক চোখে
সেও আগামীর ছবি নয়

এখন আর, ফুল বলে না
ফোটার জন্য ঝরছে সে
মানুষ যখন নষ্ট হতে
জীবন দিয়ে লড়তেছে!

ভ্রমর

এক ঘনকালো ভ্রমরের
পড়েছি পাল্লায়
টরে টো, টরে টো
সে ঘোরে ভোঁ-ভোঁ
আর, আমাকে ঘোরায়

আমি রোদে পুড়ি
কালো-কালা হই
সে কালো হয় ফুলে
আমি যতো মুখ ঢাকি
সে রাখে ততো ঠোঁট খুলে

আমি বুঝি না, কানাকানি
তবু সে বলে, কানে-কানে
ভালোবাসি–সে তো মহা পুরাতন
এ কথা কে না জানে?

ভ্রমরের পাখা রাগে–চির-চিরি
শুনতেই হবে
এনেছে সে এক নতুন সংবাদ
পুদিনা পাতার ভালোবাসা নয়
নয় হরতকি-প্রেম
ঠোঁটে তার পদ্মের ইতিহাস
বোঁটায়-বোঁটায়–গাঢ় সুখ
ঝড়-বৃষ্টি, ক্ষুধা-মহামারী
তবু কমে না যার, এতোটুক

বলি তাকে, আমি তো মানুষ
বোঝো তো, সাধ্যি কতো

ক্যামনে বুঝি

তুই তো শেখালি না
কোন সুরে হতে হয়

খুন

হায়, ভ্রমর
ভ্রমর রে
সঞ্চারি আজ থাক
আভোগটা তুই
গা রে, গুন-গুন!

ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ

এক দুই তিন
চার পাঁচ ছয়
সাত আট নয়—শূন্য
জীবনযন্ত্র পরীক্ষা
হ্যালো, হ্যালো জীবন

ওয়ান-টু-থ্রি, হ্যালো
জীবনযন্ত্র পরীক্ষা
হ্যালো, হ্যালো জীবন

শুভসন্ধ্যা
সুপ্রিয় সুধী
অসময়ের বৃষ্টিভেজা শুভেচ্ছা

আজ আপনাদের সাথে
চোখের গল্প হবে
বিনিময় হবে দৃষ্টি
আজ চুলের পরিচর্যা হবে
ভ্রুর প্রতি বিশেষভাবে
নিবদ্ধ করা হবে, ভ্রুকুটি

ওয়ান টু থ্রি
হ্যালো সাউন্ড
বেজকড ট্র্যাকে রাখুন, প্লিজ!
ব্যস, সুপ্রিয় সুধী
অগ্রীম শুভ-শুভ, নববর্ষ

আপনাদের ঠোঁটের গঠনপ্রণালী
বর্ণনা করা হবে আজ
চিবুকের অকৃত্রিম আদিখ্যেতায়
লেখা হবে চিরকুট

বুক পরিভ্রমণের জন্য
প্রদান করা হবে, ইউএন পাসপোর্ট
সুপ্রিয় সুধী
ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ
শুভসন্ধ্যার দেরাজ থেকে
আপনাদের জন্য বর্ষাস্নাত রজনীগন্ধা
আজ আপনাদের হৃৎপিণ্ড থেকে
পিণ্ড প্রচ্ছন্ন করা হবে

জলের মতো ভাসিয়ে দেয়া হবে
হাঁটুর কৌশল
আঙুলে—আঙুলে লেখা হবে
হাত ছোঁয়ার মন্ত্র!

এক দুই তিন
চার পাঁচ ছয়
সাত আট নয়—শূন্য
জীবনযন্ত্র পরীক্ষা
হ্যালো, হ্যালো জীবন!

কার কাছে যাই
কোথায় শান্তি
একটু ভালোলাগা
নাকি খামোখাই আমন্ত্রণ
শূন্য বিস্তৃত চারপাশ

এলেবেলে
পাট-পাট
ভাঁজভাঙা
মন ভালো নেই!

আচানক ভোর

তুই মরবি
সত্যি, সত্যি মরবি
চৈত্র শেষে দ্যাখ
বৈশাখে পড়বি

তুই পড়বি
ঠিক মরবি

সপ্তাটা ঘুরলেই
তুই বুঝবি
ঝড় কেনো বুনো হয়
তার মানে খুঁজবি
তুই বুঝবি

তুই কাঁদবি
ঠিক কাঁদবি
এই রাত পার হলে
কোন রাত বাঁধবি
তুই কাঁদবি

তোরে নিয়ে ভাবছি
কই রাখি তোরে
তোরে নিয়ে কই যাই
আচানক ভোরে

গাভিন অগ্রহায়ণের শস্যদ্রোণ

চৈত্রে হয়নি দেখা
ভেবো না
বৈশাখে হবে
হবেই হবে, বৈশাখে
নদীরা যখন পোহাচ্ছে দুপুর
পায়রা, ঘুঘুর ঝাঁকে

হয়নি, হবে না
বলতে নেই
জ্যৈষ্ঠ কি আসে খামোখাই
তোমার–আমার না হলে নিমন্ত্রণ
কি অসুখে ওখানে দৌড়াই

ওরা না হয় নিঃস্ব হয়েছে
ক্ষতি কি
ভাসার আনন্দে নাচবে আষাঢ়
আমরা তাতে ধুয়ে–মুছে নেবো
অতৃপ্তি জমানো হৃদয়ের ভার

আষাঢ় না হোক, আছে তো শ্রাবণ
কত আর ফাঁকি, দিতে পারে মন

শ্রাবণ যদি যেতে যায়, যাক
ভাদ্রে না হয় দাঁড়াবো মুখোমুখি
ফাঁস করে দেবো ঠাস করে, দেখো
আমি চির পুরাতন খোকা
আর তুমি, আনমনা খুকি

আশ্বিনে যদি ক্ষুধার হাতছানি
কার্তিকে যাবো মাঠের নিমন্ত্রণে
আমাদের ফাঁকা বুক, না ভরে পারে না
গাভিন অগ্রহায়ণের শষ্যদ্রোণে

পৌষে দেখা হবে
না হয়ে পারে না
হতেহ হবে
আর্দ্র মাঘের উষ্ণতা বুনে

দেখা হবে, হতেই হবে
না হয়ে পারে না
বিরহী ফালগুনে!

ভোঁ-কাট্টা ঘুড়ি

ভোঁ-কাট্টা ঘুড়ি
জানি না কোথায় উড়ি
সাগরের ঋতুকাল
কেনো রে, একাই জেনেছে নুড়ি

ঘুড়িরে, ঘুড়ি
ভোঁ-কাট্টা ঘুড়ি
তোর বুকে সুতো কেটে
আমারও গেছে, কুড়ি-কুড়ি

ডড়াতাম কত
মনে আছে
নারাণ কাকার মেয়ে
মালতীর বাজতো রিমঝিম
লাল-নীল কাঁচের চুড়ি

ভোঁ-কাট্টা ঘুড়ি
ঘুড়িরে, ঘুড়ি
তোরে ওড়াতে
লাটাই ঘোরাতে
তালু আর আঙুলের বলিদান

তবু কতো ইচ্ছে
সেদিনের মতো
কিশোর আঙুলে বাজাবো তুড়ি

ঘুড়িরে, ঘুড়ি
ভোঁ-কাট্টা ঘুড়ি
দ্যাখ না কত বিস্বাদে উড়ি
না বলার কষ্টে উড়ি
ঝড়-ঝঞ্ঝা বুকে
না পাবার পিছনে ঘুরি

আমার সাথে শীত পোহাবে

ইচ্ছে করে, কেনো
চোখ দু'টিকে বন্ধ করে
কপাল দিয়ে দেখি
ইচ্ছে করে সামনে থেকে
পিছন দিকে হাঁটি

ইচ্ছে করে, কেনো
দরজাগুলো, জানলা নামে ডাকি
যাবার ভাড়ায়, আসার আশায় থাকি

ইচ্ছে করে, কেনো
গোলাপ দিয়ে কিনি বাগানবাড়ি
পাখির সঙ্গে ঘুমাই আড়াআড়ি

ইচ্ছে করে, কেনো
পাতা হবে ফলের মতো গোল
দোলনা ছিঁড়ে, দিতেই হবে
দে দোল, দে দোল

ইচ্ছে করে, কেনো
জমিন রেখে পাহাড় করি চাষ

ইচ্ছেগুলো হতচ্ছাড়া

তা না হলে, ইচ্ছে করে কেনো
আমার সাথে শীত পোহাবে

তাঁহার চৈত্রমাস!

ত্রিকোণ

১.

সবচেয়ে ভালো আছি আজ
কাব্য করার তাড়া নেই
তোমার কাছে যাওয়া যেত

পকেট হাতড়ে দেখি
ভাড়া নেই!

২.

আমি কি একা, না-কি
কেড আছো সঙ্গে
একা থাকার কষ্ট রেখো না
রূপসী এ বঙ্গে

৩.

জানি তার নাম
পড়ে সে কঠিন শাস্ত্র

যতটা গোপন
ততটা মধুর

ততটা বিফল রাষ্ট্র!

দুপুরে ফেরা

বৈশাখ নিয়ে আমার কোনো উৎসাহ নেই
আমার সব উৎসাহে তুমি
সে আষাঢ়-শ্রাবণ যাই হোক
ঝড় নিয়ে ভাবছি না আমি
আমি ভাবছি, তোমার ভেতরে ঘূর্ণি

তোমার শান্ত-গভীর বুকে
একটু ঘুমের জন্য একদিন
কেবলই তোমার দিকে ছুটেছি

মেঘ হয়ে, বৃষ্টি হয়ে
সবুজ, লাল, হলুদ, খয়েরি
সাদা, নীল—যখন যা খুশি

তোমাকে, কেবল তোমার ভালোবাসায়
বিকেলগুলো আর দুপুরে ফেরেনি

কি হয় এমন সব ফেরাফিরি নিয়ে
দুপুর, সকাল, বিকেল সে যাই হোক

একদিন, সারাদিন ভোর হয়ে থাক

গুরু তারে ভিক্ষা দিও

কেনো এমন বাড় বেড়েছো
দৈর্ঘে এবং প্রস্থে
গুরু তারে ক্ষমা করো
রইলো প্রণাম তোমার পায়ে
নমস্তে-নমস্তে

কেন এমন চোখ মেলেছো
ভেতর থেকে বাইরে
গুরু তারে ক্ষমা করো
তা না হলে এই আঁধারে
উপায় যে তার, নাইরে!

কেন এমন বাড়ায় থাবা
ফুলফলানো হাতে
গুরু তারে ক্ষমা করো
তা না হলে, মরেই যাবে
কাটার আত্মঘাতে

কেন এমন উল্টো হাঁটে
পথের পাঁজর ছিঁড়ে
গুরু তারে ভিক্ষা দিও
তা না হলে, সব হারাবে
পিছন ছোঁবার ভিড়ে

কিছু-কিছু ভুল

মিথ্যে বলা, শিখে নে
নিরেট মিথ্যে, বলবি
ভালোবাসি
কিন্তু চলবি উল্টো

কেউ যদি ডাক দেয়, বলবি
এই তো আসছি
কিন্তু যাবি না, বলবি
মানুষেরই হয়, ভুল তো

কথা বলা, শিখে নে
হা-হু, হা-হু
তার সাথে, হিহি
কথা বলার মানুষ, একজনই
এমন হবে ভাবটা
কিন্তু হতে হবে উল্টো

চুপচাপ ভেঙে একটু বেরিয়ে, বলবি
মানুষই দেয়, বোবা থাকার ব্বল তো

কাছে আসা শিখে নে
সামনে এক পা
পিছনে দুই

হাঁটি-হাঁটা; হাঁটা-হাঁটি
ভাবটা দৌড়-দৌড়
কিন্তু হতে হবে উল্টো

তার ডাকে সাড়া দিয়ে
এগুনো যাবে না, একচুল তো

দিন-রাত পার করে, বলবি
জীবনে থাকবেই
কিছু-কিছু ভুল তো!

কষ্ট ফ্রি

সবার জন্য আপাতত একদর
কোনও কষাকষি নেই
সবার জন্য, সমান চোখ
পিটি-পিটি নয়, সরাসরি—স্ট্রেইট
সবার জন্য কষ্ট ফ্রি!

সবার জন্য এক গান
'কফি হাউজের সেই আড্ডাটা'
নো ফরোয়ার্ড, নো রিউইন্ড

আজ নিজের জন্য, কোন চাওয়া নেই
সব প্রাপ্তিই দিলাম করে মুক্ত
আজ সবার জন্য, ভিআইপি মন
সঙ্গে নভেরার নাচ ফ্রি!

আজ সবার জন্য এক উইস
বেশি ভালো, খুব ভালো নয়
আজ সবাই সমান ভালো থাকা,
সবার জন্য স্থির, সবাই থিতু

আজ সবার জন্য, ভালো থাকা ফ্রি!

লিকার রাঙা চিলেকোঠা

সারাটাদিন কাজের ভেতর
কাজের কিছু হচ্ছে না
তোমায় ছাড়া সিংহাসনে
মনটি ভালো বসছে না

শীতল কফি, ঠাণ্ডা চা
এক চুমুকে হচ্ছে না
লিকার রাঙা চিলেকোঠায়
বৃষ্টি পড়ে ফোটায় ফোটায়
চুলোয় আগুন জ্বলছে না

কি করা যায়, সকাল গেলো
কি করা যায়, দুপুর গেলো
কি করা যায়, এই বিকেলে
কি আর করার, সন্ধ্যা হলে!

নিজেই বসি চুলোর মুখে
নিজেই ঠুকি, ম্যাচের কাঠি
হাতের মুঠোয় আগুন চেপে
হাঁটি-হাঁটি: পা-পা—হাঁটি

পেটের ক্ষুধা, পেট জানে না
ঠোঁটের ক্ষুধা, ঠোঁট বোঝে না
চোখের ক্ষুধা, চোখ দেখে না
ঘরের ক্ষুধা—পড়শি জানে
ফিস-ফিস-ফিস, কানে-কানে

কি করা যায়, মধ্যরাতে
ভাঙবো নাকি, ঠাস করে
কি করা যায়, থাকবে গোপন
নাকি দেবো, ফাঁস করে

আদি–অকৃত্রিম

এই গল্প
মায়ের মুখে শোনা
মা শুনেছিলেন, তার মায়ের মুখে
তার মা শুনেছিলেন, তার মায়ের মুখে

গল্পটি
মা শুনিয়েছিলেন, বাবাকেও

গল্পটি
বাবা শুনেছিলেন, তার বাবার মুখে
তার বাবা শুনেছিলেন
তার বাবার মুখে

গল্পটি এখনও দৈর্ঘে প্রস্থে অবিকল

গল্পটি চলনে বলনে
আজও আদি–অকৃত্রিম

গল্পটি বাবা আর মা ছাড়া
আর, কারো জানা নেই

আর, কারো জানতে নেই

ছোট্ট ঢেউ

ইচ্ছে করে কেনো
ইচ্ছেরা কি, বোকার মতো বোকা
খা-খা মুখে, সময় করে পার

ইচ্ছেগুলো, না বলে না আর
হা-হা করে, বাতাস করে ভার

তোমায় ছুঁতে ইচ্ছে করে কেনো
ইচ্ছেরা কি কাদার মতো মাটি
রোদে ভেজে, জলে শুকায়
তাও কি, পরিপাটি

উল্টে দেখে
পাল্টে দেখে
ভোলায় খুঁটিনাটি

তোমার কাছে ছুটে যেতে
ইচ্ছে করে কেনো
ইচ্ছেরা কি, ঘরের ভেতর নদী

জোয়ার দেখায়
ভাটা শেখায়
ভাঙতে থাকে, বুকের দু পাড়
ছোট্ট ঢেউয়ে যদি

ইচ্ছেকানা

এতো এক ছোট্টজীবন
তবু কত ইচ্ছেকানা
ঘুমে জাগা
জাগায় ঘুম
স্বপ্নে তা-না, না-না

এতো এক ছোট্ট পথে
মোড়ের পরে মোড়
যাবি কোথায়
সাহস কতো

ও মেয়ে তুই
পিছন দিকে ঘোর

যাদুকর

যাদুকর, ও যাদুকর
তোমার যাদুর করাত দিয়ে
দু ভাগ করো ভাগের শরীর
দেখুক সবাই অবাক চোখে
লোকটা কেমন কষ্ট ছাড়াই
দু ভাগ হয়ে হাসতে পারে

জানে না যে
কার ভাগেতে মুণ্ডু যাবে
কার ভাগেতে নিথর ঊরু
গহীন ঘুমের ভেতর থেকে
কে পাবে সেই, কালের ভ্রু

যাদুকর, ও যাদুকর
তোমার নিপুন ইশারাতে
শূন্যে তোলো নাটের দেহ
ভাসতে থাকুক চোখ বাঁকিয়ে
বলুক সবাই, আরে, আরে
করছে কি দ্যাখ, হাবা গেঁয়ো

যাদুকর, ও যাদুকর
তোমার যতো সাফাই আছে
খরচ করো, দেখিয়ে দাও
এই শহরের ওপার থেকে
হাজার হাজার গোলাপ এসে
দাঁড়িয়ে পড়ুক, পড়ুক নুয়ে
পক্ষীপোড়া মনের ভেতর
পালক পড়ুক, পড়ুক চুইয়ে

সবই পারো, কতোই পারো
ও যাদুকর, পারবে নাকি
একটা আমি, একটা তুমির
আসল থেকে, গড়তে ফাঁকি

গৃহপালিত

এই স্বপ্ন দেখি
তুমি আমি, আমি তুমি
আমরা

এই স্বপ্ন
ঘুমের ভেতরে দেখতে হবে
এমন কোন মানে নেই

বাজারের ব্যাগহাতে, পথে নেমে
এই স্বপ্ন দেখা যায়
গেইটলক সার্ভিসের গেট খোলা
ক্ষতি নেই
বাসের হুক ধরে, ঝুলতে ঝুলতে
গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে
এই স্বপ্ন দেখা সম্ভব

মোস্তাফার উড়ন্ত সিঁড়িতে
এ স্বপ্ন সহজেই দৃশ্যমান

সপ্তাহে ছ দিন আকণ্ঠ দুর্নীতি আর
শুক্রবারে বাইতুল মোকাররমে
জুম্মার প্রথম সারিতে
নামাজ শেষে ফেরার পথে
এই স্বপ্ন থেকে যায়

লঞ্চ ডুবির হাজার চিৎকারের মধ্যে
এই স্বপ্ন, সাঁতার কাটতে পারে সহজে
অফিসে—অফিসে লাল ফিতায় বন্দি
ডিজিটাল উন্নয়নে এই স্বপ্ন
ঠোঁটপলিশের মতো গৃহপালিত

এমন স্বপ্ন সবাই দেখুক
যারা নদীর জন্য
জামা আর প্যান্টের মাপ নিচ্ছে
কিংবা শাড়ি জড়াতে খুঁজছে
অভিজ্ঞ বৃক্ষের বাকল

যারা পাখির জন্য দিচ্ছে
জন্মনিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞাপন
কিংবা গাছকে শিখিয়ে দিচ্ছে
পাতা ঝরার হবার মূলমন্ত্র

তারা সবাই ছুঁয়ে দেখুক
এমন স্বপ্নের কঙ্কাল!

সে যাই হোক

ঠিক গোলাকার নয়
বর্গাকার হলেও হতে পারে
মাঝে মাঝে মনে হয়, লম্ব
ঠিক কাঁটার মতো নয়
পাতার মতো হলেও হতে পারে
সে যাই হোক
বিরাট তার দম্ভ!

ঠিক রাতের মতো নয়
কাকভোর হলেও হতে পারে
মাঝে মাঝে মনে হয় অন্ধ

ঠিক দরজার মতো নয়
জানালা হলেও হতে পারে
কি করে বুঝি
সে তো থাকে বন্ধ!

ঠিক মৃগের মতো নয়
হলেও হতে পারে
মৃগনাভি কস্তূরী
সে কি মন

কি জানি! ~ ~
কে দেখে খুঁড়ি

সিঁড়ি

তুমি ওঠো
আমি নামি
এমনও হতে পারে
তুমি নামো
আমি উঠি

বিষয়টি দেহ বিচ্ছিন্ন হলে
এ ভাবেও বলা যায়
উঠা এবং নামা
নামা এবং ওঠা

তোমার সঙ্গে দেখা হয়
এমনও হতে পারে
দেখাবিষয়ক ঘটনা অসম্ভব

এমনও হতে পারে
দেখাটা আমার সঙ্গেই আছে
আবার এমনও তো হতে পারে
তোমার–আমার
দেখাদেখি বিদেশ ভ্রমণে গেছে

খুব কি ঘোলাটে–ধোঁয়াশা
সোজা নয়, তো কি
বাঁকা-বাঁকা

এমনও হতে পারে
বুদ্ধির মতো খুব গোল
প্যাঁচানো, তবে দুর্বোধ্য নয়
এমনও হতে পারে
পদাতিক সে, আমাদের পায়

বুঝতে অসুবিধা হ'লে
এসো, আবার চেষ্টা করা যাক

তুমি ওঠো
আমি নামি
কিংবা
তুমি নামো
আমি উঠি

তা-না হলে, সিঁড়ি কেন

প্রজাপতিকাল

এক রঙিন প্রজাপতি
লিখতে দিচ্ছে না আজ
লাল, সবুজ, হলুদ
কালো, বাদামী, নীল, আসমানী
এতো, এতো রঙ
দেখে আমি বিস্মিত, নির্বাক

আগে দেখিনি কোনদিন
দেখিনি, এমন মায়াবি পাখায়
নাচানো অবাক সময়

হায়, প্রজাপতি
বলো না, তোমার সাকিন কোথায়
কি নাম তোমার পিতার, পিতামহের
তোমার বোন কি পেরিয়েছে ঊনিশ
তোমার মা কি থাকে গ্রামে

আমি লিখতে চাই
প্রজাপতি আঙুল আগলে দাঁড়ায়
আমি লিখতে চাই
প্রজাপতি রঙের বাহানা ছড়ায়
নির্বাক চোখে দেখি
মৃত্যুর ভেতরে গভীর জীবন

অক্ষরের ভেতরে কত যে শব্দ
লেখা হয়ে যায়
প্রজাপতি
হায়, প্রজাপতি
কতো সহজেই তুমি বোঝাতে পারো
ভাষাহীনতাই, সবচে' মধুর ভাষা

আমি নির্বাক চেয়ে থাকি
প্রজাপতির পারিজাত পাখনায়
স্বপ্নভুক এক আমির ভেতর
অনাদি সবুজ, গলে-গলে পড়ে
আমার ভেতরে পতাকা ওঠে
লাল গোলক বড় হতে থাকে

হায়, প্রজাপতি
জানি, কী নির্মম এই প্রজাপতিকাল!
জানি, তোমার সুন্দর পাখার
কত ক্লান্তি! কত সহজ মৃত্যু

হায়, প্রজাপতি
সুন্দর কেন মরে যায় প্রতিদিন
অসুন্দর, এই আমিকে বাঁচিয়ে!

নীল-নীলাভ, না-গুলোকে

হ্যাঁ, বলো না, কষ্ট পাবে
বরং তুমি জাগিয়ে তোলো, না-গুলোকে
না-গুলোকে পুষ্ট করো, রৌদ্দুরে দাও
না-গুলোকে দৃঢ় করো, এগিয়ে যাও...

তোমার রক্তলাল, না-গুলোকে
হাঁটতে দাও, অনড় পায়ে
তোমার নীল-নীলাভ, না-গুলোকে
দীর্ঘ করো-ডাইনে-বায়ে
তোমার সবুজ-সোঁদা, না-গুলোকে
সকাল করো শস্যকণায়
তোমার ধূসর-ধবল, না-গুলোকে
ভিজতে বলো সম্ভাবনায়

হ্যাঁ বলো না, পুড়ে যাবে
হ্যাঁ বলো না, কষ্ট পাবে

বরং তুমি সাঁতার শেখাও, না-গুলোকে
না-গুলোকে নামতা পড়াও
না-গুলোকে চাঁদ বানিয়ে
জোছনা ঝরাও

ফতোয়া

আমার জন্য মসজিদে যাও
যে যার মতো মন্দিরে যাও
দু হাত তুলে দোয়া করো
হুজুর ধরো, জুজুর ভয়ে
গির্জা দেখে, একটু দাঁড়াও
ভেতর ঢুকে ঘন্টা বাজাও

প্যাগোডাতে মানত করো
মিলাদ পড়ো, হুজুর ধরো
শিরনি বিলাও, বাতাসা দাও
হুজুর ডাকো, ফতোয়া নাও

হাঁটবো কিনা, তারাই বলুক
হাসবো কিনা, কাঁদবো কিনা
জলেতে ফুঁক, লাগবে কিনা
হুজুর ডাকো, তারাই বলুক

জাগবো কিনা, ফতোয়া নাও
পুরুত ডাকো, প্রসাদ বিলাও

ললিপপ

ললিপপ খেতে খেতে
খোয়া গেছে সেই দিন
কিশোর বেলার ঠোঁট

এখন সবাই বলে
ঠোঁটকাটা আমি
ঠোঁট যে নেই
সে গল্প আমিও জানি

হাওয়াই মেঠাইয়ের রসিক হাতে
একে-ওকে পিছে ফেলে
দৌড়াতে দৌড়াতে—দে দৌড়ে
নিজেই হয়ে গেছি, মস্ত হাওয়া
তার পরের ঘটনা সবার জানা
সেই থেকে আমি, তোমার দীর্ঘশ্বাস

তুমি রঙিন কোন বেলুনের পিছে
দৌড়াতে থাকো, আর
লম্বা-দীর্ঘ শ্বাস নিতে নিতে
বাতাসে আমার জন্য
বছর শেষের সুসম্পাদিত
অভিশাপ-বার্তা ছেড়ে দাও

অনার্য

মনে পড়ছে তোমাকে
সন্ধেও দিচ্ছে দোলা
অনুভবে তুমি অপরূপ
মনের জানালা খোলা

ঝকমক, চকচক রোদ্দুর
জানি না, তুমি আছো কদ্দুর

জানালায় বসে আছি
কফির পেয়ালা খালি
ওপাশে অনার্য আকাশ

সেও আজ হতে চায় শুদ্ধ
সাজিয়ে তোমায় মা-কালি

জোনাকি

ভাবছি, তোকে একটু আঁকি
জোনাকি, ও জোনাকি

তোর এতো মায়ার ডানা
কে আঁকে তার, একটি আনা

জোনাকি, ও জোনাকি
আজও কি বেতের ঝাড়ে
সবার প্রিয় পুকুর পাড়ে

চিক-চিক-চিক, আলোর ঘাটে
তোর রাত কি, একাই কাটে

জোনাকি, ও জোনাকি
অভিমানী, তোকেই আঁকি

কিছুতেই হয় না, কিছু
কিছুতেই হয় না, কিছু

ভাবছি, তোকে একটু আঁকি
জোনাকি, ও জোনাকি

ধ্যানমগ্ন

মগ্ন হতে চাই, গভীর ধ্যানে
তোমার সহায়তা দরকার
প্লিজ, বিরক্ত কোরো না

দুর্জন কোলাহলে জীবন ভাঙচুর
চাল-ডাল- নুন-পান্তার কথা
আজ না হয়, না বলাই থাক
ছুটি নিক সাধারণ চোখদুটি
ভেতর থেকে অন্যরকম দৃষ্টিতে
মুগ্ধ হোক, এই ধ্যানমগ্ন নির্জনতা

আতর ছড়াও, ধূপ জ্বালাও
ধূনো দাও
ভাষাহীনতার জন্য
ভাবের কোন বিকল্প নেই

মনে করো, ভীষণ চুপচাপ
নিস্তব্ধ চারপাশ
গভীর রাতের শূদ্রদের শ্মশানে
গতরাতের ধর্ষিত কোন কিশোরীর
পোড়া হাড়-মাংসের উহ্-আহ্

মনে করো, শেষ হয়ে গেছে আত্মকাম
থেমেছে মন, অতলে—অজানায়
ঘোরাকার থেকে অদ্ভূত নিরাকার
চোখ বন্ধ, গভীর আন্ধার

মগ্ন হতে যাচ্ছি, গভীর ধ্যানে
চাই, তোমার একান্ত সহায়তা
প্লিজ, বিরক্ত কোরো না

জলবিনিময়

জল আমি সারাদিন
রাতেও ছিলাম, জলবৎ তরলং
তুমি চোখ ধোও, হাত ধোও
ঝাপটা দাও মুখে
আমি আছি

আমাকে বন্দি করো, নিজস্ব বালতিতে
ব্যক্তিগত গ্ল্যাসে রাখো, আমার সবশেষ
ফ্লাসিং সিস্টার্নের বোতাম টিপে
যদি মিশিয়ে দাও বর্জে
আমি আছি

তুমি চুল ভেজাও, বুক ভেজাও
জেগে ওঠো, টুপটুপ শব্দে
আমি আছি

এখনও জমে আছি
তোমার শাড়িতে, পেটিকোট
টাওয়ালে অবশেষ
আমি আছি

তোমার ননফ্রস্ট ফ্রিজে
বোতলবন্দি করো
আমি লেবুর সরবত হয়ে
নেমে যাই গভীরে
জল-জলবৎ তরলং

আমি কি ফুরিয়ে যাচ্ছি?
সভাসমাবেশ, হা-হুতাশ
রাজকীয় জলনীতি
রাষ্ট্রপ্রধান আমার নাম নিচ্ছেন বারবার
অনুনয়-বিনয় করছেন

আমার শত্রুর সাথে
কিছুই ভালো লাগছে আমার

আমি কি সত্যিই ফুরিয়ে যাচ্ছি
তোমার ব্যাগে বোতলবন্দি ঘুমে
আর কি ঘোরা হবে না

জয়নুল গ্যালারিতে
বসবো না, বকুল তলায়

শুকিয়ে যাবে কি অবশিষ্ট শস্যক্ষেতে
কেরামত চাচার জলবিনিময়
আর কি শোনা হবে না মেঘের গান

যাই হোক
পোড়ামাটি
বিধুর দিগন্ত
মনের কথা জানিয়ে রাখি
যাদুঘরে যাবো না আমি
একফোটা চোখের জলে
তোমার কাছে রেখোঁ

ক্লান্ত হইনি আজো
আধোঘুম ভাঙছে বারবার
কখন তুমি নামাবে গভীরে
আবার কোন সে সকালে
দাঁড়াবে ঝর্নার নিচে
কখন ঝাপটা দেবে মুখে

কখন ভেজাবে বুক!

ক্ষুধা

তাহার দুখান চক্ষু আছে
সটান দুখান হস্ত আছে
তাহার দুখান পা-ও আছে
কপাল আছে, মাথাও আছে
মোটের ওপর, কেশও আছে

তাহার নাকে ছিদ্র দুখান
হালকা-পাতলা, ভারি-ভারি
কথা বলার ঠোঁটও দুখান
মোটের ওপর বত্রিশ দাঁতের
জাবরকাটা চোয়াল দুখান

লম্বা একখান জিবও আছে
তাহার একখান ঘাড়ও আছে
দশ দশখান আঙুল আছে
খোঁচা মারার নখও আছে

তাহার দুখান উরত আছে
জঙ্ঘা দুখান–গোল-গোলাকার
নাচন-নাচন–কোমর একখান
মোটের ওপর গোলাপ লাহান
পাপড়িপিরান নাভি একখান

সেইডা আবার গন্ধ ছড়ায়
তাহার নিচে খুব গোপনে
যার যা মতো, আছে একখান

চামড়া আছে, হাড্ডি আছে
কলজেখানও কর্মে আছে
মোটের ওপর, সবই জানা
কিন্তু তাহার ক্ষুধাটুকুন

কত্তো বড়ো
কেউ জানে না!

পুঁজি

তোমার মূল্য
সামান্যে বুঝি নাই
না বুঝেই বলেছি
কিনবার চাই

এতো দাম ওঠে
নিলামে, নিলামে

পকেট হাতড়ে দেখি
পুঁজি নাই!

তবু, কি শুনবার চাও
শুনবার চাও, একবার
দোকানের ঝাঁপে
তোমারে ক্যান
খুঁজি নাই

তখন মূল্যের ঘরে ·
একটাই লেখা ছিলো
একদর
ক্যামনে কিনি বলো
পকেট হাতড়ে দেখি

পুঁজি নাই

পোস্টপেইড আন্দোলন

ধর্মঘট শেষ
আবার শুরু অনশন
কথা যদি থাকে
দুপুরে দিও ফোন

সকালে খেয়েছি
রাতেও খাবো
দেখাবো দিনটুকু
কি যে কষ্টে আছি

ক্ষুধায় কাতর
শরীর পড়ছে নুয়ে
ইচ্ছে হয় যদি
একটু যেও ছুঁয়ে

সব ঠিকঠাক
এভাবে তিনদিন
বলতে পারো
পোস্টপেইড আন্দোলন
চাঙ্গা হয় সে আরও
দেখলে গণমাধ্যম

ভরাপেট তবু
বাবা-বাছা-আহ-উহ
হবেই, হবে সব
প্রতিশ্রুতির ঝুলি
ভাঙাবে অনশন

তারপর, দশম বারের
প্রথম সেশনে
দাঁড়াবো আবার

তোমার মুখোমুখি
ভুলেও তখন
আমরণ অনশন চেয়ে
দুপুর পোড়ানোর

নিয়ো না ঝুঁকি!

স্লো-ফাস্ট

তুমি জানো, জানি আমি
সেই দৌড়ে জিতেছিলো কচ্ছপ
তারপর থেকে কতবার বলেছি
কতবার লিখেছি
স্লো-ফাস্ট গল্প

তুমি বলতে ভালোবাসো
স্লো
আরো স্লো, দেখো না
খরগোশ ব্যাটার কি দশা

তুমি জানো, জানি আমি
সেই দৌড়ে জিতেছিলো কচ্ছপ
তার পরের গল্প তুমি জানো না

আমি জানি
বুঝতে পারি
কী দুর্ভোগে আছে
খরগোশ জামানা

তুমি, আমি
এখন অনেক ফাস্ট
বদলেছে দিন
উড়ছে সুপারসনিক মন

বদলেছে চোখ
পিছন ফিরে দেখা
বৃষ্টিতে ভেজে না
পোড়ে না আগুনে

তুমি, আমি
এখন অনেক ফাস্ট

অর্বুদ থেকে সহস্র
সহস্র থেকে একপলকে শূন্য
এক নদী জল শেষ হয়ে যাচ্ছে
মাত্র তিনটি ঢকাস-ঢকাস শব্দে

কোথাও কচ্ছপ নেই
খরগোস জানামায় ভাটির টান

জমিনের জরায়ু ছিঁড়ে
সংগঠিত হচ্ছে ফসলের ব্যস্ত নিবাস
আরও ফাস্ট চাই

যা করার তাড়াতাড়ি করো

চা-চক্র

সকালের নাস্তায় খেয়েছো, নদী
দুপুরের মেন্যুতে আছে, বৃক্ষ
পাখির ঝলসানো শরীরে হবে, চা-চক্র
চেটেচুটে খাবে, বিকেলটা পাও যদি

সন্ধ্যায় খাবে, মাছ-রাঙা টিয়ে
রাতের মেন্যু হবে, জোছনার
আরো কিছুদিন যদি, বাঁচবার পারো
লবণ মাখিয়ে খেয়ো ক্রসফায়ার

অপচয়

মন খারাপ
শূন্যতা
অপেক্ষা
বেড়েছে সবই

তবুও লিখি
কি লিখি, কেন লিখি
বিন্দু থেকে বিসর্গ
পাহাড় থেকে নদী
বৃক্ষ থেকে পাখি
সবুজ থেকে অরণ্য
পুরাণ থেকে জীবন

কখনও কখনও তোমাকেও নিদারুণ

জীবন থেকে যাপন
মৃত্যুও কিছু কিছু

প্রেম, পরিণয়, বুক
মুখ, ঠোঁট, চোখ
উরু, উলম্ব-অবতল
বিস্মরণের প্রতিবিম্ব
পথ, পাথেয়
সরল-বাঁকা, কাছে-দূরে

কখনও কখনও তোমাকেও অকারণ

কি লিখি, কেন লিখি
বৃত্ত থেকে কেন্দ্রীভূত
সকাল থেকে দুপুর, রাত্রি
আকার-নিরাকার
গোপন থেকে প্রকাশিত

কাব্য থেকে কলা
কি লিখিনি বলো

সেই তখন থেকে তোমাকেই লিখছি

লিখছি তোমার জন্য
আকাশ ভেঙে জোছনার গল্প
চড়ুয়ের বাসা থেকে ডিমের গন্ধ
বাড়ন্ত বাতাসে
মলাটবন্দি চেতনার কফিনে করেছি
মেঘ সম্পাদনা

যতক্ষণ তুমি মাধবীও ছিলো
দারুণ প্রকাশিত
তারপর বয়ে গেল
পাঁজরের মানচিত্রে অনেক নদী
অষ্টধাতুর মাদুলিতে ছিলো
তোমার গহন দোলা

আপেলকাটা ছুরিও কতটা ধারালো

যে আমার খুনের তালিকায়
জোছনাও ছিলো
সেই আমার এতো অপচয়
মনে হয়, কে আমি, কার আমি
সে আমি কোথায়

মন

আজ, কত কাজ
কিছুই করা হচ্ছে না
তুমি ছাড়া সিংহাসনেও
মনটি ভালো বসছে না

দিন, তুমিহীন
তবু কেন আসলে না
শান্ত নদীর বুক বাড়ালেও
ইচ্ছে করে ভাসলে না

আমার স্বীকৃতি

তোমার-আমার স্বীকৃতি, মহেঞ্জদারো
গারোপাহাড় আমাদের সহোদর
তোমাকে প্রথম দেখেছি
বাঙালি নদীর তীরে
ঘাসফুল হয়ে ফুটেছিলে
নরম আদরে

তোমার চিরল পাতার ঠোঁটে
লেখা আছে তার
ঢেউয়ের রুপোলি ইতিহাস

আমাদের পরিচয়
আজ কিংবা কাল নয়
বহুদিন আগে তুমি ছিলে
দোয়েলের সতর্ক পাহারায়
উয়ারি বটেশ্বরের কোমল মাটিতে ছিলো
তোমার আমার প্রথম কাঁঠালিয়া বাসর

সারসের পাখায় আজও
চুম্বনের দাগ
সেই বিশ্বাস থেকে
কুড়িয়ে পেয়েছি আমি
দেবদারুর ঘনসবুজের
এক অপূর্ব তুমি

পদ্মাবতীর অপূর্ণ প্রেম থেকে শিখেছি
বারবার ঘুরে দাঁড়াতে হয়
ফিরে আসতে হয় তোমার দিকে
যে তুমি, কঙ্কাবতীর মতো
পায়ে পরেছো
ইতিহাসের কঙ্কন

জানি, সময়টা ভালো নয়
তবু তুমি ঘুঙুরের সুর তুলে
রোজ রাতে আসো
আমার ঘরে
আমি ঘরে নেই

জানো ঠিকই
তবুও

নাগরিক

নগরে বারোমাস
নাম পেয়েছি, নাগরিক
ওই যায় রেলগাড়ি
কু ঝিক ঝিক, কু ঝিক ঝিক

নিবন্ধন নেই
বর্তমান ঠিকানায় পুলিশের পাহারা
তবুও আসবে রানার
ঝুম ঝুম ঝুম, বাহারি হরকরা

জন্মতারিখ ভুল
বিজ্ঞ বাবার সুচতুর অভিলাষ
তাই নিয়ে চাকরি
তারও কি ভয়াবহ গতি
খুশিতে রাষ্ট্রের গালে টোল
দিয়েছে তৃতীয় পদোন্নতি

সা সা সা, নো কেয়ার
ঝমকে তমকে, তানা–না–না
কবিতা লিখি
কাব্যকূলের পিতার দৈর্ঘ
অজানা!

মাটিতে শুই না
যদিও শরীরে মাটির সোঁদাগন্ধ

বলেছে কিতাব
পাঁজরে কঙ্কালে, হি হি, হা হা

কি আর করি, পাথরের মিস্ত্রী
শেখাক না হয়
বৃষ্টিধারার ছন্দ

ফুলশুমারি

ঘাসফুল
তোমার ঠোঁট এতো লাল
আমি দেখি দিন ভুলে
গুণছি কাল

তোমার ঠোঁটেমাখা
বৃষ্টির চুম্বন
মাটির খেলনায়
বাজে না মন

আমি কারও নই
শোন, ঘাসফুল
চাইলে, তোমার হতে পারি

মানুষের খাতায়
আমি নেই
আমি ফুলের সংসারে যাবো
পাখির বাসায় ঘুমোবো
বৃক্ষের ঠোঁটে চুমু খাবো
নদীর হাত ধরে হেঁটে বেড়াবো
ঘাসফুল
তুমি কি জানো

আমি নই মানুষগন্ধা নারী
তোমার হিসাবে
আমাকে লিখো
যখন হবে, ফুলশুমারি

কিছু নয়

কিছু নয়
ফুল নয়, পাখি নয়
কিছু নয়
জল আঁকাআঁকি নয়
ফেরা নয়
আসা নয়
জোছনার ভাষা নয়

কিছু নয়
নদী নয়, ঢেউ নয়
কিছু নয়
কাছাকাছি কেউ নয়
বলা নয়
চলা নয়
চোখ টলটলা নয়

কিছু নয়
কথা নয়, সুর নয়
কিছু নয়
চশমার দূর নয়
দেখা নয়
শোনা নয়
অনুতাপ গোণা নয়

কিছু নয়
ঘুম নয়, ভোর নয়
কিছু নয়
নেশাতুর ঘোর নয়
হাসি নয়
ছবি নয়
ভালোলাগা কবি নয়
কিছু নয়

দিন নয়, রাত নয়
কিছু নয়
বুকেরাখা হাত নয়
ভুল নয়
আশা নয়
নয়, ভালোবাসা নয়

কিছু নয়
উঁচু নয়, নিচু নয়
কিছু নয়
আগে নয়
পিছু নয়
তুমি ছাড়া কিছু নয়
কিছুতেই, কিছু নয়

অভিনয়

তুমি যেখানে জন্মেছো
সেখানে নদীরা সকালে ঘুমায়
আর রাতে জাগে

তুমি যেখানে শৈশব কাটিয়েছো
সেখানে বৃক্ষরা দুপুরে হাসে
আর বৃষ্টিতে রাগে

তুমি যেখানে কৈশোর কাটিয়েছো
সেখানে ফুলেরা গান লেখে
আর কুঁড়িরা গায়

তুমি যেখানে বড় হয়েছো
সেখানে পাখিরা সংলাপ দেয়
আর প্রজাপতি অভিনয় করে

আমার জন্ম, নদীর গভীরে
আমার শৈশব বৃক্ষের বাকলে
আমার কৈশোর ফুলের পাপড়িতে

শুধু অভিনয় শিখেছি, বলে
মানুষ হয়েছি

উহু

কোকিল, বসন্তে ডাকিস
তুই যদি জ্যৈষ্ঠে থাকিস
বৌ কথা কও, কষ্ট পাবে
তুই যদি বৃষ্টি মাখিস
শালিকের ভেজার কি হবে

কোকিল বসন্তে আসিস
কবি যখন কহিয়াছেন
না হয়, বসন্ত ভালোবাসিস

তোরে নিয়ে অভিযোগ আছে
মলাটবন্দি, ছাপানো অভিযোগ

বসন্তের কোকিল

এটা কিছু নয়
কবি তোকে ভালবেসে
থেমে যাওয়া কবি
জেগে ওঠে তোর ডাকে

যে যা বলে, বলুক
কে না ধান্দাবাজ
কারো কিছু সটান নয়
সব ভাঁজ-ভাঁজ

তোর কাজ, তুই কর
কুহু, কুহু–কু---হু
মানুষ জাগুক
মন ভরে থাক বসন্ত
সকালে বিকালে
করি, উহু, উহু–উ---হু

বেহুলার প্রতি

বেহুলা, আরও একবার
এ লাশ ভাসাও উত্তরাধুনিক গাঙ্গে
ভেলার ভাসানে রাখো কিছু সাজানো দৃষ্টি
কথা দিলাম, মরার আগে মরবো না আর
সকালে বিকালে, কামড়ে কামড়ে
বুঝছি ঠিকই, সাপের বিষ–কি যে, মিষ্টি!

বেহুলা, ভেবে দেখো
কি আনন্দে যাবো ভেসে
উফ, কি যে শান্তি!
নদীর সঙ্গে নন্দীরামের ঢেউ-ঢেউ প্রেম
যদিও জানি, লাশ হলে চিৎ হয়ে শুতে হয়
তবে, এবার আছে; একটু কাৎ হবার হচ্ছে
কি মধুর মৃত্যু হবে, আবার তোমার শীর্ষে!

দেখো, সব লোভ শেষ হয়ে এলো, মৃত্যুর লোভে
তোমার আরোধ্য বিষ, এবার কি জীবন ছোঁবে!

জলের মতো বৃষ্টি

কি যে বৃষ্টি হয়

ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি
ঝুপ-ঝাপ বৃষ্টি
টিপ-টিপ বৃষ্টি
প্রেম-প্রেম বৃষ্টি
রাগ-রাগ বৃষ্টি
টান-টান বৃষ্টি

কেন যে বৃষ্টি নামে
অজানা বুকের খামে

কে জানে

এতো কিছু বোঝে কেউ
সমান জলের মতো
জলের সমান ঢেউ

বৃষ্টি মানে জল নয়

ভুল হলে শুধু
জলের মতো মনে হয়

বাহ্ রে বাহ্

জীবন নাকি, বাহ রে বাহ
আহো আহো, কাছেতে আহো
পিঠেতে পিঠ লাগাইয়া বহো
ঠেলা-ঠেলি ক্যামুন লাগে, কহো

জীবন নাকি, বোতাম ছেঁড়া ক্যান
কে কহিবে, পান চিবুয়ে এমুন কথাখান
আহো আহো, কে কিরাম লেহে দেহি
ফাও প্যাঁচালে, আসল কথা নেহি

মানুষ ভাবিয়া, মরমে উথাল
প্রেম যমুনার দেহ, লালে-লাল
আহো আহো, সেনান করিয়া আহি
তারপর না হয়, ভিজিবার গান গাহি

কি হয় লিখে এই সব, ঠিক তো
বাড়ছে মৃত্যু, ঘরে-ঘরে কান্না
ভুলে গেছি, মানুষ ছিলাম কখনও
নিজেই নিজের কাছে, অতিরিক্ত

মাঝে মাঝে আঙুল কাটা ভালো

মাঝে মাঝে আঙুল কাটা ভালো
মাঝে মাঝে কষ্ট পেতে হয়
মাঝে মাঝে করবে আহা উহু
তা না হলে বুঝবে কেমন করে
কোকিল কত কষ্টে ডাকে কুহু

মাঝে মাঝে ভুলে যাওয়া ভালো
মাঝে মাঝে একা থাকতে হয়
মাঝে মাঝে বলবে, মরি মরি
তা না হলে মরবে কেমন করে
তোমার জন্য বাজবে না তো ঘড়ি

মাঝে মাঝে যুদ্ধে যাওয়া ভালো
মাঝে মাঝে অস্ত্র ছুঁতে হয়
মাঝে মাঝে লড়বে টুকিটাকি
তা না হলে জানবে কেমন করে

নগদ মানেই, সিংহভাগই বাকি

উঁকি

হারিয়ে গেছি আমি
আলো জ্বালো
উঁকি দাও
তোমার ভেতরে
পালিয়েছি কিনা
খোঁজ নাও

বুকে হাত দাও
নাভি ছুঁয়ে দেখো
চোখ পড়ো
আঙুল নেড়ে বোঝো
ঝরঝরে কিনা
কুয়াশা দীঘল কার্তিকে
ঘুম–ঘুমে জড়োসড়ো

পাশ ফেরো
ঠোঁট নাড়ো
মৌসুমি গন্ধ নাও
কপাল মুছে দেখো
ভিজছি কিনা নোনাজলে
ভেসে গেছি আমি
উদ্ধার করো, সদলবলে

কোলপাজা করো
ওম নাও

বুকে চেপে ধরো

চিৎকাৎ করে লেখো
পোড়া-পোড়া অক্ষরে
মরে গেছি আমি
সেই আনন্দে
তুমিও মরো

সাবান সাবান

এক এক সাবানে
এক এক গন্ধ
আমার অবশ্য
লাক্সই পছন্দ

আগে তিব্বত
লাগতো বেশ
মাখার চেয়ে
গন্ধ নিতাম বেশি
নাসিকার বাতাসে
লম্বা টান

আহ, কি যে মজা
এখনও গন্ধ পাই
সকালে-বিকালে
যখন হাত ধুয়ে যাই
ছোট বোনটা
এখনও লেগে আছে
আমি বলি তাকে
সাবানী মেয়ে
ফর্সা হাতে ও না হয়
যাক এগিয়ে

জীবনের চারপাশে
জীবাণুর উৎপাত
মন যত কালো হোক
ধুতে হবে হাত

মনের ময়লা, তখন
উঁকি দিয়ে হাসে

হ্যারে বোকা
হাত ধোয়ায়, কি যায় আসে

বৃক্ষের জেগে ওঠা

ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি
ও পাড়ার সাথে
ভোর হয়ে এলো
দেখছো নাকি
বৃক্ষের জেগে ওঠা

কি অবাক বিস্ময়ে
ঝরে পড়ে ঘাসে
শিশিরের ফোঁটা

লোভ হয় না তোমার
হাঁটতে শিশিরের পায়
চেয়ে দেখো
চোখ খোলো
ভালোবাসার সময়
কিন্তু বয়ে যায়

দান

সামান্য জলের কণা
তোমায় করিনি দান
মুগ্ধ দু চোখে দেখছি, তবু
তোমার প্রথম স্নান

শিল্পী নই আমি
বুঝি না কতটা গভীর
সে শিল্প
শাদা চোখে খুঁজিনি কখনও
জলের বিকল্প

জানি না, নদীও ভিজেছে কি-না
বৃষ্টির রাতে
জানাবো নিশ্চিত, দেখা হয় যদি
ডুবুরির সাথে

শাড়ি

সকালের গল্প
যখন, দুপুর হয়ে যায়
শুকোয় শাড়িটা

দুপুরের গল্প
যখন, সন্ধে হয়ে যায়
বেয়াড়া শাড়িটা

সন্ধের গল্প
যখন, রাত্রি হয়ে যায়
লুটায় শাড়িটা

নবান্ন

সামনে নবান্ন
তোমাকে নিমন্ত্রণ
মনে রেখো
লিখে রেখো
যত্ন করে

দেখা হবে
কথা হবে
গান হবে
গল্প হবে
খুশি হবে
আগত শস্যদ্রোণ

অপেক্ষায় আছি
তোমাকে জানালাম
তুমি এলে লেখা হবে
ফসলের দাম

আমি হেরে যাই
ক্ষতি নেই
স্বপ্ন বাঁচাও

জীবনের
নবান্নে তুমি
দ্বার খুলে দাঁড়াও

শেষ কি শেষে

তোমার নাম দিলাম, রাত্রি
ঘন অন্ধকার, চুপচাপ চারপাশ
তোমার সামান্য স্পর্শে, নিশ্চিত
শেষ হবে শেষে, প্রথম উপন্যাস

জানি, শুরু করা যায় নিজের মতো
শেষ হতে লাগে, একটা তুমি
তোমার তুমিটা ছাড়া, কি করে বলি

তুমিই আমার কাব্য–চাষের ভূমি

সংগত ক্ষুধা

তোমাকে চেয়েছি আমি
খুব সাধারণ এক সকালের
মউ মউ গন্ধে
পাখিডাকা এক ভোরের
অপরূপ ছন্দে

চেয়েছি তোমার কোমল ঠোঁটে
একটু হাসি
তোমার ভেতরে চেয়েছি
কোন নদীর বানভাসি

উঠে দাঁড়াবার জন্য
চেয়েছি বৃক্ষ পরিবার
কস্তরির লোভে চেয়েছি
মৃগনাভি তোমার

আমি চেয়েছি পাখিময় হতে
বালিহাঁসের ডানায়
চেয়েছি উড়তে নীলে
চেয়েছি তোমার বুক
ভরুক রুপোলি ফসলে

মানুষের সংগত ক্ষুধায়
তোমাকে চাইনি আমি
জানি, এই রাজধানীর চেয়ে
তুমি অনেক দামি

আমার কি প্রয়োজন
এই বিরাণ পাথুরে শহর
এই রাতের চোখে ভাসুক
তোমাকে দেখার ভোর

বছর থেকে মাস

এখন কিন্তু রাত
বুঝছো কিছু
এখন কিন্তু
নিরেট অন্ধকার

দেখছো কিছু
এখন কিন্তু
ভারে কাটে ধার

এখন কিন্তু
কঠিন সহবাস
বুঝছো কিছু
এখন কিন্তু
বছর থেকে মাস

এখন কিন্তু
তুমি যুক্ত আমি
বিয়োগ বোঝো
এখন কিন্তু
বাদ পড়াটাই দামি

না

বন্ধু তুমি
কষ্ট বোঝো না

বুঝতে পারি
স্পষ্ট করে
সব কিছুতে
নষ্ট খোঁজো
হাতের কাছে
কষ্ট আছে

কষ্ট খোঁজো না

ভুল হচ্ছে নাতো

ভুল হচ্ছে নাতো
জল গড়িয়ে ভিজছে মাটি
দহনে কি হাত পাতো

কত্তো সহজ সেই কথাটা
যে কথাটা, হয় না জানা
নীরবতা ভাঙতে থাকে
যে ভাষাতে একটানা

এতো কঠিন কেন তুমি
বুঝতে পারো কিছু
পাথর ভেবে সড়কগুলো
ধরতে পারে পারে পিছু
নষ্ট সড়ক, নষ্ট চলা
কে টানালো তোমার ঘরে
এমন দিনে তালা

বলবে নাকি, তারও আছে
অনেক সহজ অর্থ
পাহাড়ও তো ঝর্নাকে দেয়
পথ হারাবার শর্ত

ময়রাণী

তোমার চমচম কিনে খেতে হয়
এ কেমন কথা, মিষ্টি ময়রাণী
তোমার সন্দেশমন কি দানাদার
পিঁপড়ের কাছে এ খবর পেতে হয়
এ ক্যামন কথা, মিষ্টি ময়রাণী

তোমার রসগোল্লা জানে না সাঁতার
চুপচাপ বসে থাকে কাচের ঘরে
ভেতরে আনন্দ সু সংবাদ ভরে
না ছুঁয়ে বোঝা যায়, কি চিনিদার

গোল গোল মিষ্টি পৌরনীতি
তারও আছে, ভ্যাট-ট্যাক্সভীতি
তোমার দুধ-চিনি, টানে করের ঘানি
এ ক্যামন কথা, মিষ্টি ময়রাণী

পুকুর কাটার সবশেষ উৎসব

তোমাকে দেখতে আসবো
ঘরে থেকো
আলতা নাড়িয়ে-নাড়িয়ে-নাড়িয়ে
পায়ে মেখো

মনে আছে সবচেয়ে বড়ো টিপ
লাল ঢকঢকে
কপালে দিয়ো আলতো আঙুলে
চুম্বন স্পর্শে এঁটে

তোমাকে ভাসাতে আসবো
নদীকে খবর দাও
ঢেউ কি গহিনে, নাকি গহ্বরে
একটু খবর নাও

মনে আছে দিঘি, পুকুর কাটার
সবশেষ উৎসবে
জলের তৃষ্ণা মেটাতে আবার
তোমাকেই যেতে হবে

তোমাকে বুনতে আসবো
পাখির ব্যস্ত ঠোঁটে
আধা-সিকি, একটা দুটো
তা কিন্তু হবে না মোটে

মনে আছে, সে বার সবচে' কঠিন
নিয়েছিলে শিখে
এ বার কিন্তু তার চেয়ে কঠোর হবো
এই কার্তিকে

বিশেষ কারো উদ্দেশে

আমি বিশেষ কারো উদ্দেশে
কখনও কোন কবিতা লিখিনি
কারো চোখ আমার কবিতায়
পাথর হয়ে থাকেনি কখনও
কারো কপালের ঘাম, কষ্ট না আনন্দ
তার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ নেই
আমার কবিতার কোনো পঙ্‌ক্তিতে

আমি কারো ঠোঁটের উদ্দেশে
কোন চুম্বন পাঠাইনি আজও
সে নড়ে, না চড়ে; ব্যস্ত না শান্ত
তারও বার্তা নেই, নির্মল অনুভবে

কারো পরিপাটি স্তনের জন্য
আমার কাব্যের কোন দৃষ্টি নেই
যতটুকু জানা, কোন রমনীই
নিজের স্তনে খুব বেশী খুশি নয়

কারো নাভি কিংবা তার নিচে
কিংবা তারও নিচে কিংবা
তারও নিচে, আমার কবিতার
কোন আনন্দ অভিসার নেই

সে জানে, এতো আনন্দ নিয়ে
কবিতার জন্ম হয় না
বরং আমি তার কৈশোর থেকে
যৌবনের প্রথম রক্তপাত
উপলব্ধি করি; আমি অবাক হই
তার আকুলতায়

যখন সে বলতে পারে

আমার বিস্ময় খুঁজে পাবে
স্কুলের বেঞ্চে, রেস্তোরাঁর চেয়ারে
বাসের সিটে কিংবা
অবাক আপন কিংকর্তব্যবিমূঢ় জিজ্ঞাসায়

আমি কারো সংগমের প্রথম অনুভূতির
কোন কবিতা লিখিনি
আমার কাব্যভাষায় তোমাদের জন্য
ঘটনার চেয়ে দুর্ঘটনাই বেশি

মৌনতার সুতোয়

ভূপেন হাজারিকার মহাপ্রয়াণে

এই যে, এই লোকটা, অনেক জ্বালিয়েছে আমায়
এই জ্বালাতন যে প্রেম, এখন বলে আর কি হবে
তাঁকে একবার মাত্র দেখেছি, অলস চোখের সামনে
তখন যাযাবর হবার ব্যর্থ চেষ্টায় খুঁজছি নিজেকে

তাঁর ভল্‌গায় আমি দেখতাম, বৈশাখের রুদ্ররোষ
তাঁর গঙ্গা আর পদ্মার ভালোবাসায় ছিলাম বিস্মিত
শাদা আর কালো মানুষের ভেতরে, একটাই রঙ
টকটকে লাল, বুঝতে রক্ত ঝরাতে হয়নি কখনও

এই যে, এই লোকটা, অনেক ক্ষতি করেছে আমাদের
গফুর আর মহেষের কষ্ট যখন ছুঁয়েছেন চিরন্তনে
বিশ্বাস করি না, নিশ্চিত হয়েছে আমেনার সামান্য স্বস্তি
যখন বন্যায় সহজে ভেসে যায়, মানবতার বিস্তীর্ণ দু'পার

এই যে, এই লোকটার স্বপ্নে, কত যে দোলা ছিলো, হায়
মানুষের কান্নার ধ্বনিতে, যেন প্রতিধ্বনিত প্রগাঢ় বিশ্বাস
জীবনের খোঁজে ছিলো যাঁর সন্ত আত্মার বহতা আবাহন
আমি ভিজে গেছি, ভিজে যাই, সেই সুরছোঁয়া স্পর্ধায়

হে মহামানব, বেঁধে রেখেছো যেমন মৌনতার সুতোয়
তেমনি সেলাই করে দিয়েছো, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভালোবাসা

তারপর, হঠাৎ তুমি নেই, হঠাৎ তোমার চির অভিমান
কি লিখি, কি বলা যায়, বুকের ভেতরে জমাট হিমালয়
গলবে না জানি, মানুষ মানুষের জন্য, কি তার বিশ্বাস
সত্যি কি ভাববো কখনও, হতেই হবে মানুষের জয়

যত্নে রাখা ফাঁকি

মন তুই, একলা-একলা থাক
নিজের ভেতর নিজের খবর
নিজেই নিজে রাখ

মন তোর, খবর নেবে কে
মন ছাপিয়ে নিজের খবর
নিজেই জেনে নে

মন তোর, যত্নে রাখা ফাঁকি
কষ্ট করে দে বাড়িয়ে
হিসেব ছাড়া বাকি

মন তুই, নিঃসঙ্গতায় থাক
নিজের ভেতর ভেঙেচুরে
ভাগে ভাগে রাখ

মন তোর, জোড়া দেবে কে

রাত্রি ভাঙে, দিনও ভাঙে
গোলাপ ভাঙে, কুঁড়ি ভাঙে
ভাঙা মন, আবার ভাঙে

কোথাও যদি ভাঙতে বাকি
নিজেই ভেঙে নে

শস্যতে যেমন, তারও বেশি ক্ষুধায়

একটু একটু শীত
এই তো শীতল হাওয়া
জানি না, জানে না
এ শীতার্ত মন
তোমার উষ্ণতা
যাবে কি পাওয়া

খুব কি বেশি
ভাবছি তোমাকে
তোমার ভাবনা
কি অপরাধ

কে এই তুমি
কি পরেছো আজ
আসো না কেন
কি এতো কাজ

আমার কি দোষ বলো
তুমি আমার শস্যতে যেমন
তারও বেশি থাকো ক্ষুধায়

আমার কি দোষ বলো
তুমি আমার স্বপ্নে যেমন
তারও বেশি থাকো, জাগায়

এতো ভাবছি কেন
কে সেই তুমি

তুমি কি কাছে আসা
নাকি চলে যাওয়া

আমার কি দোষ বলো
হঠাৎ বইছে, ঠাণ্ডা হাওয়া

প্রবেশাধিকার

এই দুর্মূল্যের বাজারে
কোন কিছু ফেলে রাখা ঠিক নয়
ভাবছি, শোবার পাশের জায়গাটুকু
এবার বিক্রি করে দেবো

পাথুরে জমিন, ক্যাকটাস ছাড়া
অন্য কোন চাষাবাদে
সামান্য সম্মতি দেবে না
রাজ্যের কৃষি বিভাগ

আমাদের নিরামিষ হাসির জন্য
এতোগুলো দাঁত
লাগোয়া ঠোঁট
অতলান্ত জিহ্বা
শব্দহীন কণ্ঠনালী
আড়ষ্ট চোয়াল
মিউনিসিপ্যালিটির স্টোরে
জমা করাই উত্তম

এই দুর্মূল্যের বাজারে
কোন কিছু অব্যবহৃত থাকা, ঠিক নয়
ভাবছি, বুকের ধড়ফড়ানিগুলো
ইউটিউবে ছেড়ে দেবো
কেঁপে কেঁপে উঠবে
বিশ্বের সাড়াজাগানো সামাজিকতা

সামান্য আত্মার সুরক্ষায়
এতো বড়ো খাঁচার পরিচর্যায়
দরজা খোলা রাখতে
নিশ্চয়ই তালিবালি করবে বিশ্বব্যাংক

এই দুর্মূল্যের বাজারে
যে কোন অলসতাই অমার্জনীয়
বছরের পর বছর ধরে
তোমার কোমরের পরিমাপ
নিশ্চয়ই মানবে না
বিশ্ব দর্জি সংস্থার সদর দফতর

এবার, যে কেউ ধার চাইলে
নিশ্চিত, দিয়ে দেবো উষ্ণ অধর
এই উন্মুক্ত বিশ্বের মুক্ত বাজারে

আমারও থাক, প্রবেশাধিকার

কাকস্য

কাক তাড়াতে
বেশিরভাগ সময় যাচ্ছে তোমার
বুলবুলি, টিয়ে, ময়না, বালিহাঁস
কবে দেখবে টেইলার

সেই যে শৈশবে, জননী তোমাকে
দিয়েছিলো বসিয়ে
ধান বিছানো আঙিনায়
তারপর, আর ওঠা হয়নি, মেয়ে

বসেই আছো, পড়েই আছো
চতুর কাকের ঘোরটোপে
যেন তোমার নির্বাক দৃশ্য দেখে
স্বাধীন হবে কাকস্যরাষ্ট্র

কত কাক চারপাশে
দাঁড়কাক, পাতিকাক, ইউরোকাক
রাষ্টযুক্ত কাক, রাষ্ট্রসংঘ কাক
কা-কা, কত যে কর্কশ ডাক

কাক তাড়াতে-তাড়াতে-তাড়াতে
ভীষণ ক্লান্ত তুমি
কালো-কালো কাকের রঙে, রাত
ভীষণ নির্ঘুম তুমি

সারাদিন কানের কাছে, কা-কা-কা
কাকের চিৎকার

দোয়েলের বাসা বুননের গল্প
কি হবে শুনিয়ে আর

তুমি সম্ভবত পা দিয়ে হাঁটো

সম্ভবত, তুমি পা দিয়ে হাঁটো
যতটুকু ভাবার ক্ষমতা
এমনই মনে হয়
তা না হলে, হাঁটি-হাঁটি—পা-পা
এতো মধুর কেন

একবার বোটানির ক্লাসে
পায়ের ব্যবহারবিধি নিয়ে
নাতিদীর্ঘ এক রচনা লিখতে হয়েছিলো
কি লিখেছিলাম ঠিকঠাক মনে নেই, তবে
এটি যে, এগিয়ে যাবার অন্যতম উপাদান
তা লিখতে ভুল করেছিলাম
কারণ, তুমি তখন হাঁটতেই শেখোনি

এখন অবশ্য, কেবল তোমার পা নয়
হাত, মুখ, ঠোঁট
এমনকি চোখের ব্যবহারবিধি
নির্ভুল বলে দিতে পারি

তোমার পা দুটি নিশ্চয়ই পরমা সুন্দর
নরম তুলতুলে
টিয়ে, ময়না, কাকাতুয়ার
পায়ের বাঁধন খোলার অভ্যাস আছে
তা-ই ভাবতে পারছি

সায়রা বানুর পা দেখেছিলাম একাবার
দেখতে খরচাও ছিলো
তা-ধিন-ধিন, তা-তা-থৈ-থৈ
এক ধাক্কায়, তের টাকার মাশুল

তোমার পায়ের আঙুলের
কিছু গল্পও আছে নিশ্চয়ই

তবে তা রাবিন্দ্রিক, টলস্তয়টিক
নাকি শরতিক
এটি নির্ধারণের ভার
তোমার ওপর ছেড়ে দিতে চাই

তোমার পায়ের কাঁটা ফোটে না যেনো
তাই, আহ-উহ-এর পর, ওম শান্তি
টের পাবে কবে

যাগ গে, বাদ দাও
এই সব সস্তা, নিরামিষ বাক্যালাপ
বরং জুতোর গল্প বলি

ও-ই তো, তোমার পায়ের খবর
সবার আগে, সবার চেয়ে
সবচেয়ে বেশি জানে

একটি মাথা বিষয়ক মুণ্ডু

তোমাকে নিয়ে, আমার কোনো মাথাব্যথা নেই
তবে মাথার জন্য, আমার নিজের অনেক ব্যথা
কারণ, মাথাকে মুণ্ডুসহ বহন করতে হয় আমাকে
কারণে-অকারণে ঘামাতে হয়, ঘামার পর
আবার মুছতেও হয়, মোছার পরে শুকাতে হয়

গুরুত্বছাড়া যেমন মাথাটা চুলকায়
আবার মহা গুরুত্বে
এই মাথার ব্যাটা, কোন কাজেই লাগে না

ডাইনে-বায়ে, ওপর-নিচে ওটি যেমন নাড়াতে হয়
তেমনি হ্যাঁ কিংবা না-তে সার্বক্ষণিক রাখতে হয় প্রস্তুত
মাথাটা নিয়ে সমস্যা হয় তখন, যখন নিজের কাজ ফেলে

সেই মাথা হয়, অন্যের মাথা ব্যথার কারণ

রোদাতুর

উষ্ণতায় গা মাখাতে
ভাল্লাগে না আর
জানো নাকি
শীত আসছে কখন
কেন এমন বিরূপ হলো
ঋতুবতী প্রেমে
অসময়ে এবারও কি
জানাবে আবদার

কুয়াশারা উধাও কেন
জানো নাকি কিছু
ভাল্লাগে না ঘুরতে এমন
রোদের পিছু-পিছু

ইচ্ছে তবু,চক্ষু পোড়ায়
কাঁপন দেখার জন্যে
চাঁদর ভরে শীতটা পাঠাও
ও পৌষের কন্যে

দশ ডিগ্রি এঙ্গেলে দশ সেকেন্ড

তুমি যখন ফিরে যাও
দারুণ লাগে আমার
আমিও ভাবতে থাকি
যদি নিজের পায়ে
একবার তোমার সঙ্গে
ফিরতে পারতাম

জানা যেতো
কার কাছে আসো তুমি
যে তোমার হাঁটা বুঝে দিতে
ঘুষ দেয়

মাত্র দশ ডিগ্রি এঙ্গেলে
দশ সেকেন্ড নোয়াতে
ছুটির দিনে ডলার ভাঙাতে
টেম্পু হাঁকায়

সামান্য কাৎ হবার জন্য
ভূমিকম্প সহায়ক ডেঞ্জার জোনে
বানাতে চায়, থ্রি-ইন টাওয়ার
উপুড় হবার সামান্য প্রাক্‌টিসে
খোঁড়ে দুর্বোধ্য বাংকার

অথচ, তুমি যখন ফিরে যাও
দারুণ লাগে আমার
তোমার সেই সুন্দর ফিরেযাওয়া চেয়ে
ধুমধাম নাড়তে থাকি

গোপন পকেটে লুকিয়ে রাখা
চকচকে শব্দকোষিক
লকলকে খুচরো পয়সা

গোলাপ, আনন্দে ফোটো

গোলাপ, আনন্দে ফোটো
আমরা থাকছি পাহারায়

বাঁচো গোলাপ, আনন্দে বাঁচো
হাসে এই মন খারাপের দিন

গোলাপ, আনন্দে ভাসো

তোমার বুকে বসুক প্রজাপতি
এই তো তোমার সাহসে দাঁড়িয়ে
নিমগ্ন কুঁড়িতে দু হাত বাড়িয়ে
তোমার ঠোঁটে না হয়
ঠোঁট ছোঁয়ানো

গোলাপ, বাড়াও তুমুল কাঁটা
আবার নতুন করে শিখি
শিশিরে, নরম কবিতা লিখি
রক্তমাখা পায়ে কেন এ পথ হাঁটা

গোলাপ, তাকিয়ে দেখো
ফুরফুরে বাতাসে বিরাট আসমান
ঢাউস চাঁদ, মাঠে-মাঠে
জোছনার স্নান
বুক খুলে, বুকে টানা
দিগন্তের গান

চকচকে রোদ্দুর
হঠাৎ ফর্সা সকাল
গোলাপ, দেবো, দেবোই ছুঁয়ে
তোমার টকটকে লাল

জলজ

সহজ করে দেখো
সহজ করে হাঁটো
সহজ–সহজ ঘুমাও
সরল ধারে কাটো

নরম করে ছুঁয়ে
আস্তে ধীরে চলো
নরম নরম ডাকে
সুরে সুরে বলো

অ–অজগর, ক–কলাগাছ
তার বেশি নয়

এক পয়সা, দুই পয়সা
তার বেশি নয়

সহজ করে পকেট
বানাও, সরল থানে
সহজ করে ঠোঁট ছেড়ে দাও
সহজ কানে

সহজ শাড়ি
সরল পাড়ে
দু এক পাকে
সহজ খোলা
সহজ দোলা
সহজ ফাঁকে

তারপরও কি কঠিন লাগে
তারপরে, তারপরে ...
আরও সহজ, লাগবে তোমাকে
রাত পোহানোর, একটু পরে

নো, কক্ষোনো না

যে ভাবে দেখতে চাস, দ্যাখ
যে ভাবে আমায় ছুঁতে চাস, ছোঁ
ক্ষুধা ছুঁতে চাস
নাকি ছুঁতে চাস, তৃষ্ণা
তারপর, জীবন নিয়ে গবেষণা

নো, কক্ষোনো না!

রোদে দেখবি শুকিয়ে
কাঠ নাকি আলমিরা
শীতে কাঁপাবি নাকি
কড়-মড়-মড়–গিরা

যে ভাবে দেখতে চাস, দ্যাখ
যে ভাবে আমায় ছুঁতে চাস, ছোঁ
বুক খুলে দেখবি, নাকি
নাকি, টানবি বোতাম
ঘুম পাড়িয়ে দেখতে চাস
পিঠে লেখা এক দাম

তারপর, জীবন নিয়ে গবেষণা
নো, কক্ষোনো না!

বৃষ্টিতে দেখবি, ভেজা
জোছনায় জড়োসড়ো
এইটুকুন আমিকে নিয়ে
লিখবি, ইয়া বড়ো
টানবি কুরসিনামা
বাজাবি চৌতালে
ভ্রমরের সারেগামা

তারপর, কামড় নিয়ে গবেষণা
নো, কক্ষোনো না

আঙুলতরঙ্গ

আগুল গুনে টাকা
বেতন কিন্তু খারাপ না
তোমার আগুলগুলো
চাকরি করবে নাকি

ওরা তো বেশ নাদুস-নুদুস
দারুণ ফলাফল
বনেদি বংশ
আদব-কায়দায় পাকা
বাঁকায় যেমন সোজা
সোজায় তেমনি, বাঁকা

সে যাই হোক
সোজা-বাঁকা, আড়াআড়ি
বেতন কিন্তু খারাপ না
বলতে পারো, আর্থিক মহামারী

তোমার আঙুলগুলো
চাকরি করবে নাকি
পাঁচটি আঙুল
একটু খেটেখুঁটে খাবে
অনামিকার বেতন
অনাহারী, তর্জনী পাবে

বারবার মধ্যমাকে, আর
কত করবে ব্যবহার
কনিষ্ঠ অলস কেন
একটু জলতরঙ্গ শেখাও

রাতবিরেতে হতে পারে
বৃদ্ধ অঙ্গরিও দরকার

কী ফাইন গন্ধ

কালও পুরাতন ছিলাম
আজ নতুন
শুঁকে দেখো
কী ফাইন, গন্ধ পাবে

নতুন গন্ধ! ছুঁয়ে দেখো
ঠোঁটে জড়াবে নতুন রঙ
লাউয়ের ডগার মতো
লকলকে সবুজ
আঙুলে খেলবে, নতুন খেলা
নাকি, পৃথিবীর মতো কমলা লেবু
কমলা লেবুর মতো ফুটবল

খেলে দেখো
হাতে হাতে পেয়ে যাবে
পরাজয়, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল

আমি কিন্তু আবার নষ্ট হয়ে যাবো

এখনও অক্ষত রেখেছি, চন্দ্রবিন্দু
অবিকল অনাঘ্রাতা নতুন ঠোঁটের সঙ্গীত
বলছি, নতুন-নতুন স্বপ্নের কথা

অথচ, তুমি দেরী করে ফেলছো

আমি সব পুরাতন দেখা শেষ করে
দৃষ্টিতে রেখেছি নিষ্পাপ সমর্থন
সকালে কিছু পায়রার নতুন পাখালি
আর নতুন রোদেবোনা চড়ুইয়ের সঙ্গম
সত্যি বলছি, এর বেশী চোখে পড়েনি

অথচ, তুমি দেরী করে ফেলছো

আমি কিন্তু, আবার নষ্ট হয়ে যাবো
নতুন নষ্ট
আমি কিন্তু, আবার নষ্ট হয়ে যাবো
রঙিন নষ্ট

তোমাকে আবার অপেক্ষা করতে হবে

তিন শ চৌষট্টি দিন
সাত ঘন্টা, চুয়াল্লিশ মিনিট
একাত্তর সেকেন্ড!

পাংসে

এক সময় ভাবতাম
তোমার চোখ হবো
ফ্যাল ফ্যাল করে তোমার দিকে
তাকিয়ে থাকা মানুষগুলোকে
হঠাৎ বোকা বানাতে
পুটুস করে
চোখ দুটি বন্ধ করে দেবো

এক সময় ভাবতাম
তোমার ঠোঁট হবো
অনন্ত উষ্ণতা চেয়ে
পৃথিবীর শরীর
যখন আকুল হবে
তখন
বরফের শীতল বিড়বিড়
ছুঁড়ে দেবো

এক সময় ভাবতাম
তোমার বুক হবো

শৈশবের বালিশগুলো
টেকেনি বেশি দিন
কৈশোরের নরম নরম তুলো
মিশে গেছে হাড়-মাংসে

এখন ভাবি
কিছুই হবো না আমি
কিছু হলেই, কষ্ট
দুঃখ অকারণ হাঁটে
পিছনে পিছনে

পিছনের যা পিছনে থাকে
মনে হয়, পাংসে

পুরোটাই হাত

পুরোটাই হাত
কব্জি কবজে ঢাকা
মোল্লার লম্বা ফুক
ধড়ফর ধড়ফর বুক

পুরোটাই হাত
ধরে থাকো
কি দরকার
আঙুল নিয়ে ভাববার

ঘরদোর

অনেক জ্বর
মিষ্টি-মিষ্টি লাগে
জ্বর ছাড়া লাগে না ভালো
চাই যে অনেক ঘূর্ণিজ্বর

উষ্ণতায় দুপুররাত্রি
কাকডাকা ভোর
কিন্তু ওরা ভালো না
আসে মাঝেমধ্যে
দুপুরে ভেজায়
ভেজা ঘরদোর

মাথায় ব্যথা
ঘুম-ঘুম লাগে
ব্যথা ছাড়া মনে হয়
খেলাটা গোলশূন্য

ঘনব্যাথা
কাঁপন ফাপানো চিৎকার
ভাবি, ওরা কেন আসে না
বারবার

শনিবার
রোববার
বুধবার
সোমবার
বারবার
ওরা কি
কড়কড়ে ব্যথা চায়

টান টান ব্যথায় আবার

ভালো আছি

ভালো আছি
কষ্ট দিচ্ছে উঁকি
কষ্ট মানে
আগেই বলেছি
সুখ-ই

কষ্ট ছাড়া
মনে হয়
কি যেন নেই
কি যেন নেই
কি যেন নেই
নে-ই

নে-ই
নে-- ই
নে---ই
নে----ই

কষ্ট ছাড়া
কিছুই লাগে না ভালো.
মাড় দেওয়া কষ্ট চাই
ভাঁজপড়া কষ্ট

কষ্ট ছাড়া
কিছুই লাগে না ভালো
ঝরঝরে কষ্ট চাই
হেলেপড়া কষ্ট

নাদুস-নুদুস কষ্ট চাই
সাজকরা কষ্ট

কষ্ট ছাড়া মন
আর কে রাঙালো

আগুন দিলেও উঠবো না

এক, একটা লম্বা লাফ
তারপর, চিতল পটাং
তার মানে পইড়া গেছি
ভোর ভোর—দশটা বাজে
আগুন দিলেও উঠবো না
বুঝতে হবে, মইরা গেছে

খুশি তো! দু হাত তোলো
দেখাও বেজায় অনাস্থা
রাখবো না আর, চিকন গলি
চোর-ডাকাতের ঘাড়ে বসে
গলায়-গলায় গলাগলি
গড়বো না হয় চৌরাস্তা

দে-দৌড়, দে-দৌড়
নে-দৌড়, নে-দৌড়

সকালে পূর্ব দিকে, রাত্রে দক্ষিণে
দুপুরে কাবামুখী, বিকেলে উত্তরে
নিবলে নিবতে হবে
দশাসই ফুৎকরে

চৌ মানে—পাঁচ কিন্তু
ভুল করো না, ভুল করে
হাতের কাছে, বা-হাত পেয়ে
নিয়ো না হূল করে

ঊর্দ্ধ অধঃ, যাই হোক না
আমার তো এক, দিক আছে
মানো বা নাই বা মানো
ওর জায়গায়, ও ঠিক আছে!

সবাই মানুষ খেলছে

সবাই মানুষ খেলছে
সবাই খেলছে জীবন
গোল্লাছুটের মাঠে জমাচ্ছে
লম্বাছুটের প্রাকটিস

কিশোরীর পুরাতন ফ্রক থেকে
গোপনে নিচ্ছে
তার বুকের আশ্চর্য ঘ্রাণ

সবাই মানুষ খেলছে
সবাই খেলছে জীবন
সবাই কপাল খেলছে
সবাই খেলছে, মন!

তুমি

তুমির একটি অর্থ পেলাম
দারুণ রকম অর্থ
তুমি হয়ে উঠলে তখন
আর থাকে না শর্ত

তুমির একটি ভাষা পেলাম
কি যেন কি বলে
যতই তাকে বসতে বলি
ব্যস্ত হয়ে চলে

তুমির একটি শরীর পেলাম
জোছনা মাখা দেহ
তুমি-তুমি ডাক দিলে আর
যায় না ফিরে কেহ

তুমির একটি গৃহ পেলাম
জোছনা দিয়ে ঘেরা
সে ঘরেতে গড়লে বসত
হয় না তো আর ফেরা

তুমির দুটি ঠোঁটও পেলাম
সবার মতো নয়
ভিজতে পারে ভীষণ খরায়
তার করে না ভয়

তুমির দুটি চক্ষু পেলাম
দেখার আগে বলা
চৈত্র দিনের আগুন মেখে
থাকে যে টলটলা

তুমির একটি শরীর পেলাম
অবাক যে তার ভাষা
তুমি-তুমি, পাগল তুমি
ঘর ছাড়ে না চাষা

একলা

এই যে তুমি
কেমন তুমি
কার সে তুমি
ক জন তুমি

স্পষ্ট হয় না

একলা থাকো
একলা হাঁটো
একলা হাসো
একলা কাঁদো
একলা ঘুমাও

কষ্ট হয় না

এভাবে হয় না, হবে না

আমি সরল রেখায়
তুমি বাঁকায়-বাঁকায়
তুমি কেন্দ্রে
আমি পরিধিতে

এ ভাবে হবে না, বন্ধু

আমি জেগে থাকবো
তুমি বুক ঢেকে ঘুমোবে
আমি পাশ ফিরবো
তুমি জানালায় দাঁড়াবে

এ ভাবে হবে না, বন্ধু

আমি অপেক্ষা করবো
তুমি দেরীর ফল ঘোষণা করবে
আমি ডাকবো
তুমি উঠোনে চড়ুই তাড়াবে

এ ভাবে হবে না, বন্ধু

আমি গ্রামের ঠিকানা জানাবো
তুমি গাঁয়ের নাম ভুল লিখবে
আমি ঘরে ফেরার তারিখ বলবো
তাই দেখে তুমি হরতাল ডাকবে

এ ভাবে হবে না, বন্ধু

আমি কবিতা শোনাবো
তুমি আংটির আত্মকাহিনী লিখবে
আমি মলাট খুলবো

চকচকে কার্তুজ

কোথাও পাখি দেখি না
টিয়ে, ময়না, বাবুই, বালিহাঁস
না, কোন পাখাও দেখি না

পাখি কেন, তোমাকেও দেখি না
তোমার আঁচল দেখি না
হলদে পায়ের রিনিঝিনি শুনি না

দেখি, সারা বাংলায় ছড়িয়ে আছে
লাল-নীল, সবুজ-হলদে পালক
ছড়িয়ে আছে ঠোঁটের শুকনো বাকল

কোথাও সারস নেই
নেই বকের মায়াচোখ
কাকও খুব বেশি জ্বালায় না এখন
ডাস্টবিনের ভাঙা দেয়ালে বসে
ঝিমোয় তারা

কোথাও বুলবুলি নাচে না, নাচে না চড়ুই
বসে না তারা জানালার শার্সিতে
ফুড়ুৎ শব্দে ভাঙে না, সকালের মায়াঘুম

কোথাও পাখি নেই, তুমি নেই
পাখি নেই, তুমি নেই
পাখি নেই, তুমি নেই

দেখি কেবল শিকারীর মুখোশে
পাখিময় পালক

তার সাথে চকচকে কার্তুজের পিছন

তুমি ছাড়া কার কাছে

এই চেনা-জানা জ্বরে
হবে না কিছু

এই চেনা চেনা
খুক-খুক—জমাট বুক

দু তিনটে সিগরেট
দম মারো দম, সব ফর্সা
ঘরের পাশেই দোকান
দোকানের ভেতরে নাপা
কিছু খুচরো পয়সায়
ব্যথা নিরাময়!

পোড়া পোড়া চোখ
ঝাপসা দৃষ্টি
টেম্পুর হুকে
কপাল কাটা-ছেঁড়া
ভয় নেই, মাত্র চারবার
কোঁত করে গিলেখাওয়া
এন্টিবায়োটিক

ডোজও সবার জানা
ঘরের পাশেই দোকান
দোকানের ভেতরে এ টু জেড
সাসটেইন রিলিজ

এ সব সামান্য অসুখে
ভরে না মন
পারলে ক্যানসারের মতো
ছড়িয়ে পড়ো তুমি

আমি খুঁজছি তোমাকে
তুমি ছাড়া কার কাছে পাবো
ঝকঝকে, তরতাজা, সুন্দর

নিরাময়হীন ভালোবাসা

নৈশ ইশকুল

খোঁপা, এলামেলো
কাঁচের চুড়ি, ভাঙাচোরা
কারো লালটিপ
সরে গেছে বামপাশে
কারো ঠোঁট, বেতন ছাড়াই
হয়েছে ফ্যাঁকাসে

কারো শাড়ির আঁচল
ঝুলছে পাশের বারান্দায়
কারো ব্লাউজের হুক
পট-পট শব্দে যাচ্ছে ছিঁড়ে
গত রাতের
কারো মেহেদী হাত
সকালেই মিড়মিড়ে!

খুঁজছে অনেকে অনেক কিছু
নিজেই হারিয়ে খুঁজছে কেউ
হারানো সময়
গোলাপ হাতে
খুঁজছে কে যেন
গোলাপি সঞ্চয়

স্বীকৃতি হাতে
খুঁজছে কেউ কেউ
স্বীকৃত অবদান

ভুল করে খুঁজছে কে যেন
গতায়ুর টান
অনেক পড়ে, অনেক দেখে
অনেক লিখে, অনেক শিখে
আমিও করেছি শুধু লেখাপড়া

আমিও চাই, লাল নীল ভুল
তোমাকে পড়াতে কিছু তার
খুলেছি নৈশ ইশকুল

বৃক্ষের জেগে ওঠা

ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি
ও পাড়ার সাথে
কি যেন কথা ছিলো
কি জানি বলার ছিলো

আমি তাই জেগে আছি
একাকী রাতে

কোন দিকে মুখ
কোন দিকে চোখ
কি ভাষা ঠোঁটে
চুলগুলো খোলা
নাকি বন্ধ

বালিশে তোশকে
জড়িয়ে আছে নাকি
পুরোনো স্মৃতির
জড়োয়া গন্ধ

আবার উঠবে নাকি
তখন পড়বে নাকি, মনে
খুঁজবে কি হারানো সেদিন
এ দিনের চারকোণে

হঠাৎ জাগলে নাকি
খুব কি লাগছে ফিকে
হঠাৎ ফেললে নাকি
অচেনা পলক কিছু

কি যেন দেখার ছিলো
আমারও মনে নেই

২:৯৩

শস্যগন্ধা নতুন প্রেমে
আমিও ভুলে যেতে চাই
নবান্ন জাগানো
এই প্রসন্ন কার্তিকে

মনে পড়ে
তোমাকে দিয়েছি
অনেক অগ্রহায়ণ
শস্য দিয়েছি
দিয়েছি অনেক সম্ভাবনা

স্বপ্ন দিয়েছি, দিয়েছি সব
প্রিয় নদীর ঠিকানা
তোমার সব অসম্ভবে
দিয়েছি, সবুজরাঙানো বন

ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি
ও পাড়ার সাথে
ভোর হয়ে এলো
দেখছো নাকি
বৃক্ষের জেগে ওঠা

কি অবাক বিস্ময়ে
ঝরে পড়ে ঘাসে
শিশিরের ফোঁটা

লোভ হয় না তোমার
শিশিরের সরাগায় ডুবতে

চেয়ে দেখো
ভালোবাসার সময় বয়ে যায়!

স্বপ্নটা, চারপাশে রটে গেছে

অবশেষে পূর্ণ হতে যাচ্ছে স্বপ্ন
অনেক চেষ্টার পর, এই এখনই
পৌঁছে যাচ্ছি, স্বপ্ন পুরণের দ্বারপ্রান্তে
দরজাটা বন্ধ
তাই অনাহূত এই অপেক্ষা

স্বপ্নটা প্রায় হাতের মুঠোয়
মুঠির দুটি আঙুল কিছুটা পরিশ্রান্ত
একটু জিরিয়ে নেবার ধরেছে বায়না
তাই, কিঞ্চিত অপেক্ষায় থাকা

স্বপ্নটা চারপাশে রটে গেছে
চশমা খুললেও সব ফর্সা, বটে
তবে চশমার প্রতি সজাগ দৃষ্টি আছে
তার কি কিছুই সত্য নয়, যা রটে

অনেক দিনের আদরে পোষা স্বপ্ন
এবার পুরণ হবে নিশ্চয়
বহু কষ্টে দাঁড়ালো যখন, আপন চেষ্টায়
ভাবছি তখন, স্বপ্নটা আর ক সেকেন্ড
পৌনে দুই পায়, সোজা থাকলেই হয়!

একটা সময়, অনেক অসুখ

একটি দিন, মাস নভেম্বর
এ দিনের কোন ভাষা নেই
নেই বিশেষত্ব, নয় স্মরণীয়
তার কোন আজও নেই
থাকবে না কোন কালও
পারলে যে যার মতো খুঁজে নিও

একটা দিন, মাস নভেম্বর
পাখিদের এ দিনের কোন গান নেই
ফুলের পরাগায়ণ জানে না, ফুলেশ্বরী
শব্দহীন অলস আড়মোড়
আটপৌড়ে রোদ্দুরে রঙ নাই
সাড়ে আটটায় অচেনা সূর্য ওঠা

সাড়ে চারটায়, হঠাৎ গুডবাই

একটা দিন, মাস নভেম্বর
খুব সাধারণ তাঁতের শাড়িতে
কাঁচের চুড়িতে, কাটাগোজা খোঁপা
গোছানো নয়, গনগনে নয়
সাজাতে চেয়ে নিশ্চিত ক্ষয়

একটা দিন, মাস নভেম্বর
খুব একা, ভীষণ পলাতক
চুরি করে খাওয়া, ললিপপ
অতিথি পাখির অপেক্ষায়
কুয়াশায় ঢাকা একটি মুখ

একটা দিন, মাস নভেম্বর
একটা সময়, অনেক অসুখ

মিষ্টিকাল

মনভরা মিষ্টি
পিঁপড়ে, আয় রে আয়

আয় রে, খেয়ে যা
ঠোঁট ভরে নিয়ে যা
ব্যস্ত পায়ে—আয় আয়
ঘুরে কি লাভ বল
এ গাঁয়, ও গাঁয়

পিঁপড়ে, আয় রে আয়
উঠে পড় বিছানায়
ছড়ানো ছিটানো মিষ্টি
থোকা-থোকা মিষ্টি

আয়-আয়, সারি-সারি
ঘুরে কি লাভ বল
এ বাড়ি, ও বাড়ি

পিঁপড়ে, আয় রে আয়

চোখে-মুখে মিষ্টি
ঠোঁটভরা মিষ্টি
কি জানি, কে পায়

পিঁপড়ে, আয় রে আয়

ভোর ভোর মিষ্টি
সারা দিন মিষ্টি
কালো কালো মিষ্টি
টক-ঝাল, টক-ঝাল
মিষ্টি লালে লাল

মিষ্টি বিপদে আছে
মিষ্টি অসুখে নাচে
পিঁপড়ে আয়-আয়
মধু মাখা, সারাগায়

হাড়-হাড্ডির মহড়া

বিদ্যান কন্যে গো
কি করো জোছনা রাতে
ফাইনাল, নাকি

হোমওয়ার্ক জমেছে হাতে!

আরে শোন, সব আগে তুই
কপালটা পড়ে রাখ
এখানেই মহাকাব্যের দৃষ্টি
চারচোখে নির্বাক

এখানেই মলাটবন্দি
পাঁজরপ্রিয় উপন্যাস
এই রঙ্গমঞ্চে
হাড়-হাড্ডির মহড়া
চলছে বারোমাস

এখানে বসন্ত
এখানেই মেঘ
হেমন্তের খেলা
এখানেই বড়ো-ছোটো
মাঝামাঝি
বেলা-অবেলা

এখানে সব রঙ

লাল, নীল
সবুজ, হলদে, বেগুনি
এখানে রোদ পোহায়
টকটকে লাল খুনি

অবিশ্বাস যদি তোর
কপালটা একটু কেটে দ্যাখ
পেয়ে যাবি ঠিক
ইতিহাস-ভূগোলের
যাবতীয় পাঠ

সময় বুনতে চেয়ে

সময় বুনতে চেয়ে
হারিয়ে ফেলেছি বীজধান
টই-টই করে রৌদ্রে ভেসেছে
আগুনের স্নান

এখন শস্য নেই
ক্ষুধায়, আমাকে খেয়ে নাও
জলের চেয়ে সহজ হবে
আমার মুণ্ডু খাওয়াটাও

তোমাকে বলতে গিয়ে
নিজেকেই বলছি বেশি
ডান চক্ষু বিদেশে পাঠিয়ে
বামটা ভাবছি দেশি

তোমাকে খুঁজতে গিয়ে
নিজেই ভুলছি ঠিকানা
এতো বিশাল দৃষ্টি নাটকে
তুমিই জনমকানা

ন-ন—নং নস্যি

ডুবে ডুবে
ডুব সাঁতারে
জলের সঙ্গে
কি কথা হয়

নদীর এখন
মন খারাপ
ভাসিয়ে দেবে
মনে রেখো

নদী কিন্তু
অভিমানী
ন-ন—নং
নস্যি নয়!

ছত্রিশ–চব্বিশ–আটত্রিশ

এই প্রথম পাওয়া
কোন কবিতার অর্ডার
গড়তে হবে তাকে
অসাধারণ মাপে

পাঁচ ফুট, ছয় ইঞ্চি
লম্বা কবিতা

একহারা গড়ন
দুধেআলতা, গায়ের রঙ
স্পর্শ করলে
আঙুলগুলো প্রজাপতি

ছত্রিশ–চব্বিশ–আটত্রিশ
সঙ্গে বেদানা নাভি
ডালিম ফুলের মতো
চকচকে, তরতাজা

মনকাড়া, চুল দুলিয়ে
বুলিয়ে হাঁটবে কবিতা
বেশ খোলামেলা
তবে, খোলা যাবে না মেলা

কবিতাটির উরু থেকে ঝরবে
আতর বৃষ্টি

এই প্রথম
কোন কবিতার আঙুলে

ম্যাচের কাঠি
নখের ডগায়
পঞ্চেণ্ডটিয়ার নরম বিকেল

এই প্রথম কবিতার বুকে
খাঁটি দুধের আভাষ

এই প্রথম
তাকে পড়ানো হবে

কথা হবে সামান্য
ইশারায় কাফি
তার ঠোঁটে থাকবে
গোপন হাসি
অথচ পালিয়ে বেড়াবে
প্রকাশ্যে!

এই প্রথম পাওয়া
কোন কবিতার বায়না
প্রকাশ্যে পাওয়া কার্যাদেশ
নগদে বুকব্যথা

এই প্রথম কোন কবিতার
সুন্নতে খাতনা
সারা গ্রামে এলান জারি,
বিরাট জিয়াফত

কি যে বলি এত্তো ক্ষুধায়

সে এক বিরাট কেচ্ছা

ভুল করে নিয়েছি রোদের নিমন্ত্রণ

তোমার মতো
শীতও হঠাৎ চলে যায়
জানি, ভুল করে নিয়েছি
রোদের নিমন্ত্রণ

আবার পুড়বে ঠোঁট
সবাই জেনে যাবে
কেন এ বিস্বাদ, চুম্বন

তোমার আলিঙ্গন চেয়ে
গাঁ-গ্রামে বাড়ছে অসুখ
সামান্য জ্বর, তবু কি কাঁপন
কি আনন্দে
তামাটে জ্বরের আগমন

জানি
শুনতে হবে, বাহু বন্ধে
দারুণ বিপন্নতার আলোচনা
সব বিস্বাদ, বিবর্ণ সবই
মাস বছরের হিসাব ফেলে
আবার, সে দিন গোনা

কিছুই লাভ নেই জেনে
শীতের বিদায়ে
আসবে কি ফালগুন
তার চেয়ে ভালো
বুকের গহীনে বাড়ুক
নিরিবিলি খুন

দু জনের বানানো কথা

তুমি এক গভীর দ্বিধা
অগভীর দ্বন্দ্বে
সকালে মনে হয়
সারাদিন থাকো
তারপর, আর
দুপুরে পড়ে না মনে
কি নাম তোমার

বেলাটা পড়ে এলে
মাটি খুঁড়ে দেখি
শিকড়ে জড়ানো
অবাক আঁধার

তুমি এক গভীর ভালোলাগা
অগভীর মনে
রাত এলে মনে হয়
ভোর আসে কেন
ভোর হলে
চিনতে পারি ঠিক

সেই সকালের তুমি

মনে হয় সারাদিন
আমার হয়ে থাকো
জানি, ছিলে না কখনও
সামান্য পারাপার
পার হওয়া যায়
তবুও চেয়েছো
গড়ে নিতে, ঝুলন্ত সাঁকো

তোমার সকাল, আমার বিকেল

আমার রাত্রি, তোমার ভোর
মনে হয়, সব মিথ্যে
দু জনের বানানো কথা

তোমার জন্য আসে না, সকাল
আমার নাম জানে না, দুপুর
আমাদের কেউ নয়, এই রাত

তোমার কেউ নেই
আমার কেউ নয়
আমরা নিঃসঙ্গ, ভীষণ একা
তোমারও হয়নি কখনো
নিজের সঙ্গে দেখা

এ সব একাকী সময়
শূন্য জীবন, সুতো ছেঁড়া ঘুড়ি
অচেনা চক্করে ওড়ে কবিতায়

পলাতক, তোমার নিরেট অজানায়

আমার প্রেমিকারা

আমার প্রেমিকারা
মনে পড়ছে তোমাদের

তোমাদের চোখ
তোমাদের মুখ
তোমাদের ঠোঁট

কখনও অস্ফুট স্বরে বলা
ভালোবাসি
কখনও না বলা কথা
নিজের মতো ভাবা

মনে পড়ছে
তোমাদের রৌদ্র ছড়ানো হাসি

আমার প্রেমিকারা
ভাবছি তোমাদের
ভাবছি, তোমাদের সকালগুলো
কেমন এখন, কেমন এখন দুপুর

এখনও কি লিখতে পারো, বিকেল
সন্ধ্যায় হাঁসডাকা চই চই
মনে আছে ঠিকঠাক
ভাবছি, সেই টিয়েপোষা সময়
কি পুষছে মন

আমার প্রেমিকারা
খুঁজছি তোমাদের
এই শহরে কি সংসারী
তিনবেলা মাছে-ভাতে
নাকি, দারুণ অনাহারী

বৈশাখে মাখো শ্রাবণের বৃষ্টি, নাকি
বসন্ত চুরি করে নিয়ে গেছে
তোমাদের অপরূপ দৃষ্টি!

আমার প্রেমিকারা
মনে আছে, তোমাদের নাম
ছোট ছোট নাম
ছোট করে ডাকা
অংকের খাতায়, উত্তরের পাশে
বড় বড় দাগে
লিখে রাখা
সারি সারি তোমাদের নাম
সে সব খাতা হারিয়ে গেছে
জানি না কোথায়

তবু, কিশোরীর প্রিয় কামিজের মতো
ঝুলে আছে, তোমাদের প্রিয় নাম

সেগুন মনের আলনায়!

তোমার জন্য

আজ যদি হতাম বসন্ত
তোমার বরণের ডালায়
থাকতো আমার আবাহন

তোমার বাসন্তি শাড়ির
নতুন ভাঁজের গন্ধে
মাতাল হতো পলাশের বন

আমার জন্যে সাজাতে খোঁপা
গোলাপ বেলিতে
আঁকতে কপালে লালটিপ
কৃষ্ণচূড়ার সাজানো ঠোঁট
রোদে ঝলমল, টুকটুকে লাল

জাগতো হৃদয়ে সোনালি বদ্বীপ!

তুমি বিষয়ক একটি পাদটিকা

তুমি দূরে যাবে
তাই
আমি গেছি, বহুদূর

তুমি উদাস হতে পারো
ভেবে
সঙ্গে রেখেছি, মেঠোসুর

তুমি ঝড় হতে পারো
তাই
আমি হয়েছি, বালিয়াড়ি

তুমি ক্লান্ত হতে পারো
ভেবে
নিজেই নিজেকে, নাড়ি

তুমি ফুল ভালোবাসো
তাই
আমি এনেছি, মিষ্টিসকাল

তুমি কাল পেরুবে
ভেবে
কুঁড়িতে ফুটেছে, মহাকাল

তুমি নদী পাড়ি দেবে
তাই
নিজেই হয়েছি, পারাপার

তুমি সাঁতার ভালোবাসো
জানি

তবু পারি না নিতে, ভাসানের ভার

তান্ত্রিক

প্রেম
সামরিক সকালের
লেফট-রাইট-লেফট
সে যা বলে
তা করে না
যা জানে না
তাই শেখাতে চায়

সাড়ে সাত কেজি
এলএমজি
আর প্রেমের ওজন
সমান
গোলাবারুদ, কামান, ট্যাংকলরি
এ সবই আছে প্রেমে

আদেশ হলে
প্রেমও ছুটতে পারে
বুলেটের সমান গতিতে
ধ্বংস করতে পারে
মন সভ্যতার জনপদ

প্রেম স্বেচ্ছাচারী
কেন্দ্রীভূত
তারও ব্যারাক থাকে বুকে
ট্রিগারে চোখ
ম্যাগজিনে ঠোঁট

প্রেম
সকাল বিকেল
লেফট-রাইট-লেফট

টো টো কোম্পানি

তোমার দিকে
হা করে
তাকিয়ে থাকি
তুমি চলে যাও
তবু
হা করে
বুঝতে চেষ্টা করি

এতো বড়ো
না গুলোর
ভিসা দেয়
কোন দূতাবাস

তোমার বুকের
দীর্ঘ জমিনে
আমি সামান্য কৃষক

খাই খাই করি
স্বভাবের দোষে
অথৈ খাওয়ায়
থৈ থৈ অরুচি

ভাতের অভাব
চিরকাল
আধপেটে
সারাদিন

কি জানি
তুমিও
মাখছো কিনা
ঠোঁটে
ফরমালিন
হা হা করে

যখন, হয়েছি বড়ো
না না করে
হবো না

ছোটো

তোমার বিজ্ঞাপনে
নিতে পারো
ভাড়া

আমার কোম্পানি

টো টো

শত্রুসম্পত্তি

মগজে প্লট
প্লট আর প্লট
রোডসাইডেড প্লট
কর্নার প্লট
তিনকাঠা
সাড়ে সাত
পাঁচ কাঠা প্লট

তোমার দিকে প্লট
তার পাশে প্লট
নিচু প্লট
উঁচু প্লট

বাড়ির জন্য প্রস্তুত
ফ্লাটের জন্য প্রস্তুত

ডিটেইল প্লান
পাশকরা প্লট
ট্রেসিং থেকে ব্লু-প্রিন্ট
নামজারি জুরি
ভেস্টেড প্লট

মগজে প্লট
প্লট আর প্লট

দলিল
ব্যাংকের লকার
ট্রু-কপি
মূল মূলা
সব একাকার

সিটিমল
বিনোদন
নাচঘর
মসজিদ
স্কুল
মাঠ ঘাট
তোমার দিকে প্লট
আমার পাশে তুমি

পাইলিং
সরাসরি ভিত্তি
দোতলা
তেতলা
সাততলা
বহুতল

মগজে প্লট
প্লট আর প্লট

ত্রিশ পার্সেন্ট ছাড়
ছাড়লেই দ্বিগুণ

সুবর্ণ সুযোগ
হাতছাড়া নয়

এখন দরকার
দালালের
ঠিকানা
ঠিকানার কিছুটা
পেলেও হয়!

অরুচি

কেমন আছি
সে কথা
থাক

কেমন আছো
তার কিছু
জানা যাক

মনটা খারাপ
শুনলাম
এখন কেমন

কিছু কি ভালো

ঘুম কি হচ্ছে
ঠিকঠাক
বলতে পারছো কি
যা যাবার, যাক

সাগরে যাবার
কথা ছিলো
চড়তে চেয়েছিলে
সবুজ পাহাড়

কবে যাবে
ভেবেছো কি কিছু
নাকি ঘুরছো সমতলে
বন বন করে
কেন্দ্রের পিছু

শুনলাম
ভালো না লাগার

করেছো সূচি
বলবে নাকি
কি লিখেছো তাতে
মুঠি কি হচ্ছে বড়ো
ফেলেরাখা বাম হাতে

তালিকায় পাবো কি খুঁজে
ঘুমের গহ্বরে
আজও কেন জেগে আছে

ভীষণ অরুচি

বিপরীত

তুমি বসন্ত, তুমিই ফাগুন
তুমি জ্বালাও, তুমিই পোড়াও
চেনাও তোমার মাটির আগুন

তুমিই বৃষ্টি, তুমিই আকাশ
তুমিই ভেজাও, তুমিই শুকাও
তুমিই বৃত্ত, তুমিই চারপাশ

তুমিই সৃষ্টি, তুমিই প্রেম
তুমিই কাঁদাও, তুমিই হাসাও
নদী ডেকে-ডেকে, তুমিই ভাসাও

তুমিই বর্ণ, তুমিই ভাষা
তুমিই কাব্য. তুমিই সঙ্গীত
তুমিই মেঘ, তুমিই আকাশ

তুমিই আবার. বড্ডো বিপরীত!

কিচ্ছু হই নাই!

আউলা ঘরদোর
বাউলা অট্টালিকা
কাউয়া আকাশ

ঘাউয়া সবুজ
নাকড়ি ফুটপাথ
পায়ে—পায়ে
কনডম

পলাতক বর্জ্য
কুকরের কাই-কুই
কাকের কা-কা-ক্রা!

পার্লারের ফেসিয়াল
ব্রান্ডেড ব্রেশিয়ার
ফার্মজাত প্রেম
উলম্ব রাক্ষুষে
রোদ্দুর অবতল
দুপুর পোড়া—পোড়া!

ট্রাফিক—ট্রাফিক
ঘনঘোর ঘাম
লোডশেডিং চুলকানি

পানিসংকট
আঁশটে অন্তর্বাস
সাইবার ক্যাফি
প্রাথমিক শিক্ষা
রগরগা সেক্সসাইড

রাস্তার নিতম্বে লাল—নীল
বিলবোর্ড

ঝুলেথাকা মডেলকন্যা!
আরে না!—কলটোন কোলাজ!

সেভেনস্টার হোটেল
হোস্টেল-মরফিন
এয়ারটাইট স্লোগান
এয়ার-ফ্রেশনার
ছোপ ছোপ
ফ্লেভার-ভুর-ভুর
কমোড-ফ্লাসিং
পোয়াতি মেঘ
এবরশনে ভেঁপু-ভেঁপু
ভিআইপি বহর
দূর যা!
জাতির ভবিতব্য
কেতনা ফঁকফকা।

ঠোঁট—লোট
উদ্যান জাতীয়!
টা—টা—মর্নিং গ্লোরি
ফিঁকে যৌবন
জন্মনিয়ন্ত্রণ বটিকা
রমনীয় বার্গারে
কি আনন্দে
যায় রে ভেসে!

হঠাৎ দুপুর

দুপুর থেকে বসে আছি
কার জন্য যে বসে আছি
কেন এমন বসে আছি
কিছুই মনে পড়ছে না
দুপুর থেকে বসে আছি
কেন এমন বসে আছি

আজকে কেনো ভোর হলো না
হঠাৎ দুপুর, হঠাৎ অস্থিরতা
সকাল বলে চিনি যাকে
তার পরিচয় হঠাৎ এলোমেলো
চড়ুইগুলো, কোথায় কে জানে
কাকগুলো কি বসেনি ডাস্টবিনে
কেনো এমন হচ্ছে মনে
বলার কিছু পাছি না

আজকে কেন চা এলো না
চায়ের ধোঁয়ার সকাল নিলো কে
ট্যাপগুলোতে জলের রেখা শেষ
পিঠ থাপড়ে বলছে ডেকে কে
হাত বাড়িয়ে, এই যে–দুপুর নে!

কার দুপুরে বসে আছি
কেন এমন বসে আছি
বলার কিছু পাচ্ছি না
কার জন্য যে বসে আছি
কিছুই মনে পড়ছে না!